১০ কিলোমিটার যেতে সময় লাগে ৩৪ মিনিট ৩৩ সেকেন্ড। এই রেকর্ডেই বিশ্বের দ্বিতীয় শ্লথ গতির শহরের তকমা পেল কলকাতা।

30° ২৭° জলপাইগুড়ি

কোচবিহার

२१° ১२°

२१° ১२° আলিপুরদুয়ার

ট্রাম্পের শপথে যাচ্ছেন

জয়শংকর , 🔰 🔾

২৮ পৌষ ১৪৩১ সোমবার ৪.০০ টাকা 13 January 2025 Monday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 235

লাদেশের মন্তব্যের জের



তিনবিঘা সীমান্তে কড়া নজরদারি। তার মধ্যেই চাষাবাদ। - সংবাদচিত্র

দীপেন রায়

মেখলিগঞ্জ, ১২ জানুয়ারি : যে তিনবিঘা করিডর নিয়ে আন্দোলনে একসময় অনেক রক্ত ঝরেছিল. এখন কি সেই তিনবিঘা চুক্তির ভবিষ্যৎই প্রশ্নের মুখে? এব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারের সাম্প্রতিক অবস্থান নিয়ে ঘোঁট পাকছে।

সম্প্রতি তিনবিঘা করিডর সীমান্তে অস্থায়ী কাঁটাতারের বেড়া দেওয়াকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয় এলাকা। রবিবার বর্তমান তিনবিঘা চুক্তি নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা। সেই খবর সম্প্রচারিত বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে। সেখানে সেদেশের স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা মহম্মদ জাহাঙ্গির আলম চৌধুরী বলেছেন, 'দক্ষিণ বেরুবাডির বদলে তিনবিঘা করিডর দেওয়া হয়েছে

সীমান্তে ক্ষোভ

- বাংলাদেশ দাবি করেছে, তারা তিনবিঘা চুক্তি মানে না
- চুক্তি পুনর্নবীকরণের দাবি তুলেছে তারা
- 🔳 তাতে ফের আন্দোলনের ডাক দিয়েছে তিনবিঘা সংগ্রাম কমিটি
- ভারতের সীমান্ত সংলগ্ন

বাসিন্দারাও ক্ষুব্ধ

আমাদের। কিন্তু দিনের একটা সময় বন্ধ থাকত করিডর। ২০১০ সালে চুক্তি পুনর্নবীকরণ করে ২৪ ঘণ্টা খোলা রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া কাঁটাতারের বেডার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু আমরা সেই বর্তমান চক্তি মানি না। আবার তিনবিঘা চুক্তি

পুনর্নবীকরণ করা হবে।' এ নিয়ে মেখলিগঞ্জের কুচলিবাড়ি নিয়ে একসময় যে আন্দোলন হয়েছিল তাতে তিনজন শহিদও হয়েছিলেন। আন্দোলনে ছিল তিনবিঘা সংগ্রাম কমিটি। সেই কমিটির বর্তমান 'প্রয়োজনে ফের আন্দোলনে নামব। কেন্দ্রের দহগ্রাম-অঙ্গারপোঁতা খোলা সীমানার সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া না হলে বরাদ্দও করেছে।'

আমরা তিনবিঘা করিডর বন্ধের দাবিতে ফের আন্দোলনে নামব।'

পিঠ নিয়ে উদ্বেগ

দহগ্রাম-অঙ্গারপোঁতা সীমান্ডে কাঁটাতারের বেড়া নেই। সেজন্যই পাচার ও অনুপ্রবেশ বাড়ছে বলে স্থানীয়রা মনে করছেন। তাই জিরো পয়েন্টে কাঁটাতারের বেড়া না হলে তাঁরা তিনবিঘা করিডর বন্ধের দাবি তুলেছেন। যদিও এব্যাপারে উচ্চবাচ্য নেই বিএসএফের। জলপাইগুড়ি সেক্টরের এক বিএসএফ আধিকারিক বলেন, 'চুক্তি পুনর্নবীকরণের বিষয়টি কেন্দ্রীয় সরকার দেখবে। তবে কোনও চুক্তি যতদিন পুনর্নবীকরণ করা না হয়, ততদিন বর্তমান চুক্তি অনুযায়ী আমরা কাজ করব।

দিন দুয়েক আগে তিনবিঘা করিডর সংলগ্ন ১৩৫ খরখরিয়াতে বাসিন্দারা বিজিবি'র বাধা উপেক্ষা করে নিজেদের উদ্যোগে অস্থায়ী কাঁটাতারের বেড়া দিয়েছিলেন। সেই এলাকার বাসিন্দা অনুপ রায়ের বক্তব্য, 'আমাদের এলাকার অনেক জায়গায় বাংলাদেশিরা তাদের ফসল বাঁচাতে প্লাস্টিকের জাল দিয়ে ঘিরে দিয়েছে। আমরা তো বাধা দিইনি। কিন্তু আমরা বেড়া দিতে গেলে বিজিবি বাধা দিতে আসে। আমরা তখন ওদের তিনবিঘা চুক্তির কথা মনে করিয়ে দিই তারপর পিছু হটে বিজিবি।' অনুপের মতো স্থানীয়দের দাবি, দহগ্রাম-অঙ্গারপোঁতার কয়েকজন অবঝ

বাসিন্দা হাঙ্গামা করার চেষ্টা করে। মানস রায় নামে এক তরুণের অভিযোগ, দিনের পর দিন বাংলাদেশিরা ফসল নষ্ট করছে। খোলা সীমান্ত দিয়ে রোহিঙ্গা সহ বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা ঢুকছে। তিনি বলেন 'বাংলাদেশ দহগ্রাম- অঙ্গারপোঁতা সীমান্ডে জিরো পয়েন্টের কাঁটাতারের হয়েছে. পাশাপাশি জিরো পয়েন্টের বেড়ার চুক্তি না মানলে আগের মতো রাতে তিনবিঘা গেট বন্ধ থাকুক

বাংলাদেশিদের জন্য। তৃণমূল কংগ্রেসের জলপাইগুডি জেলা সাধারণ সম্পাদক দধিরাম রায় বলেন, 'ওরা তিনবিঘা চুক্তি সীমান্তের তিনবিঘা এলাকায় ক্ষোভ না মানলে অসুবিধা নেই। আমরাও বাড়ছে। তিনবিঘা করিডর হস্তান্তর চাই তিনবিঘা করিডর বন্ধ করে দেওয়া হোক। ছিটমহল বিনিময় চক্তি অন্যায়ী বাংলাদেশি ছিট্মহল দহগ্রাম-অঙ্গারপোঁতা ভারতে করে দেওয়া হোক। সম্পাদক উৎপল রায় বলেন, বিজেপির জলপাইগুড়ি লোকসভা সাংসদ জয়ন্তকমার রায় বলছেন, 'চুক্তি অনুযায়ী জন্য জাতীয় নিরাপত্তা এখন প্রশ্নের খোলা সীমান্তে কাঁটাতারের বৈডা মুখে পড়েছে। দহগ্রাম- অঙ্গারপোঁতা দেওয়া হবে। কেন্দ্রীয় সরকার অর্থ

সংস্থার বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ

শিলিগুড়ি, ১২ জানুয়ারি স্বাস্থ্য দপ্তর নির্দিষ্ট সংস্থার তৈরি স্যালাইনের ব্যবহার বন্ধে নির্দেশ দিয়েছে ২৪ ঘণ্টা আগে। তারপরেও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে সেই স্যালাইন ব্যবহারের অভিযোগ উঠেছে। কয়েকটি হাসপাতাল স্বাস্থ্য দপ্তরের নির্দেশিকা পায়নি বলে অভিযোগ করছে। স্যালাইনটির প্রস্তুতকারক সংস্থার বিরুদ্ধে এখনও কোনও পদক্ষেপ করেনি স্বাস্থ্য দপ্তর।

ফার্মাসিউটিক্যালস নামে উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়ার ওই সংস্থাকে গত মার্চ মাসেই কালো তালিকাভুক্ত করেছিল কণার্টক। এই সংস্থার মূল অফিস শিলিগুড়ির রোডে। সংস্থার তিন ম্যানেজিং ডিরেক্টরের পদে রয়েছেন

কৈলাশকুমার মিক্রকা, নীরজ মিতাল ও মুকুল ঘোষ। রাজ্যের বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ ও বিভিন্ন জেলার হাসপাতালও কণার্টকের মতোই রিপোর্ট দিয়েছিল স্বাস্থ্য ভবনে। তারপরেও এতদিন ওই সংস্থার স্যালাইন রাজ্যজুড়ে ব্যবহৃত হয়েছে।

উত্তরবঙ্গ মৈডিকেলের সুপার সঞ্জয় মল্লিক মানছেন, 'এই স্যালীইন নিয়ে আমাদের সন্দেহ ছিলই।' তবে তাঁর বক্তব্য, 'মেদিনীপুরের ঘটনার পরে শুধুমাত্র রিংগার ল্যাকটেট স্যালাইন ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে।' অভিযোগ, শনিবারও রায়গঞ্জ মেডিকেলে প্রায় ২০০ জন রোগীকে ওই স্যালাইন দেওয়া হয়েছে। মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালেও ব্যবহার হয়েছে।

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের দাবি, স্যালাইনটি বন্ধের নির্দেশিকা রাত পর্যন্ত তারা পায়নি। রায়গঞ্জে কার গাফিলতিতে কালো তালিকাভুক্ত

রাজ্যের নিষেধাজ্ঞায় প্রশ্ন



বিতর্কের কেন্দ্রে।। চোপড়ার পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসিউটিক্যালস।

স্যালাইন দেওয়া হল, তা নিয়ে মুখে কুলুপ মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ ও জেলা স্বাস্থ্যকর্তাদের। যদিও ভর্তি হলে আমি এই স্যালাইন রায়গঞ্জ মেডিকেলের ভারপ্রাপ্ত সপার ব্যবহার করতে দেব না। আমাদের

বিদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'আমার পরিবারের কেউ হাসপাতালে

বন্ধ রাখতে বলা হয়েছে।

হরিশ্চন্দ্রপুর হাসপাতালের কর্তব্যরত টিকিৎসক স্নেহাশিস দত্তেরও বক্তব্য, 'গতকাল রাত পর্যন্ত আমাদের কাছে এই স্যালাইন ব্যবহারের নিষেধাজ্ঞা ছিল না।' মালদা জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুদীপ্ত ভৌমিকের অবশ্য সাফাই, রাজ্য থেকে লিখিত নির্দেশিকা না পেলেও আমরা সমস্ত হাসপাতালে এই স্যালাইন বন্ধ রাখতে নির্দেশ দিয়েছি।

কলকাতায় স্বাস্থ্য দপ্তরের এক শীর্ষস্থানীয় কর্তা অবশ্য জানিয়েছেন. বুধবারের মধ্যে স্বাস্থ্য দপ্তর পদক্ষেপ করবে। জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের সূপার কল্যাণ খান বলেন, 'প্রায় চার মাস আগে ওই স্যালাইন দেওয়ায় আমাদের হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বেশ কয়েকজন রোগীর

কাছে গতকাল দুপুর পর্যন্ত কোনও প্রস্রাব বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এমনকি নির্দেশিকা আসেনি। শুধু আপাতত কিডনি প্রায় অচল হয়ে যাওয়ায় দ্রুত ডায়ালিসিস দিতে হয়।

> তিনি জানান, 'সন্দেহ হওয়ায় জলপাইগুড়ি মেডিকেলে রিংগার ব্যবহার ল্যাকটেটের স্বাস্থ্য ভবনকে জানানো হয়েছিল।' তারপরেও উদাসীনতার অভিযোগ তুলেছে বিরোধীরা। রাজ্য বিধানসভায় বিজেপির পরিষদীয় দলনেতা শংকর ঘোষ বলেছেন, 'এই স্যালাইনে ক্ষতি হচ্ছে বলে রিপোর্ট এলেও সরকার এতদিন চুপচাপ থেকেছে।'

অভিযোগ, মানুষ হত্যা করা হচ্ছে। এর দায় স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে নিতে হবে। পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসিউটিক্যালস থেকে স্যালাইন, ইনজেকশন সহ ১৪ প্রকার চিকিৎসা সরঞ্জাম কিনতে কলকাতায় সেন্টাল মেডিকেল স্টোরের মাধ্যমে বরাত দেওয়া হয়। *এরপর আটের পাতায়*

জড়াল

স্বাস্থ্যকর্তার

সুশান্ত ঘোষ

হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকায় একটি

গলি থেকে বেরিয়ে আসে গাড়িটি।

আর বেরোতে না বেরোতেই

ধাকা মারে ময়নাগুড়ির আরেকটি

গাড়িকে। দ্বিতীয় গাড়িটিতে ছিলেন

ময়নাগুড়ির বাসিন্দা শেখর বোস।

তিনি কিছু বুঝে ওঠার আগেই

এব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে

ঘটনাস্থলেও ছিলাম না। বিষয়টা

নিয়ে বলতে পারছি না।' ঘটনাস্থলে

গিয়েছিলেনু মালের যুগ্ম বিডিও

এমডি তৌফিক আলি। তবে তিনিও

রবিবার ছটির দিনে ময়নাগুডির

কিছু বলতে চাননি।

মালবাজার, ১২ জানুয়ারি :

সন্ধে। মালবাজার

সীমান্ত নিয়ে বিবাদে কড়া বাংলাদেশ

ঢাকা, ১২ জানুয়ারি : মুখে যতই সম্পর্কের কথা বলা হোক, সীমান্তে কাঁটাতার বসানোয় ফোঁস করে উঠেছে মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ। তাও বিএসএফ-বিজিবি'র একপ্রস্থ ফ্ল্যাগ মিটিং হয়ে যাওয়ার বাংলাদেশের অভিযোগ, আন্তজাতিক আইন লঙ্ঘন করে বিএসএফ কাঁটাতারের বেড়া দিচ্ছে। ঢাকায় নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার প্রণয় বর্মাকে রবিবার জরুরি তলব করে সেই আপত্তি জানাল বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রক।

বাংলাদে**শে**র বিদেশসচিব জসীমউদ্দিনের দেখা করার পর জানান, 'সীমান্ডে চোরাচালান ও অবৈধ অনুপ্রবেশ মোকাবিলায় আলোচনা হয়েছে। অপরাধ দমন এবং সীমান্ত নিরাপত্তায় দুই দেশের সীমান্ত

তলব ভারতের হাইকমিশনারকে

বোঝাপড়া থাকতে হবে। তাদের মধ্যে সহযোগিতার মনোভাব থাকাও প্রয়োজন।'

এদিনই সকালে অন্তর্বতী সরকারের স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেনগণ্ট জেনাবেল (অবসরপ্রাপ্ত) মহম্মদ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী অভিযোগ করেছিলেন, 'বিজিবির সঙ্গে স্থানীয় অবস্থানের জনগণের কঠোর কারণে ভারত সীমান্তের পাঁচটি কাঁটাতাবেব জাযগায বেডা নিমাণ বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছে। ভারতের হাইকমিশনার অবশ্য জানিয়ে দিয়েছেন, কাঁটাতার নিয়ে বাংলাদেশের সহযোগিতা আশা

করে নয়াদিল্লি। হাইকমিশনাবকে ভারতের তলব করার দিনই আবার বিএসএফের বিরুদ্ধে সাতক্ষীরার লক্ষ্মীদাডি সীমান্তে নজরুল ইসলাম গাজি নামে একজনকে চাষাবাদে বাধা দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। পরে লক্ষ্মীদাড়ি সীমান্তে জিরো বিএসএফের পয়েন্টে সঙ্গে ফ্ল্যাগ মিটিংয়ের পর সাতক্ষীরা সীমান্তে কোনও উত্তেজনা নেই বলে জানান বিজিবি কর্তারা।

এরপর আটের পাতায়



ঠিকাদার সংস্থার কর্মীদের আটক বাসিন্দাদের

ধৃপগুড়ি, ১২ জানুয়ারি : জমি অধিগ্ৰহণ নিয়ে আলোচনা চলছিল। জমির দাম নিয়ে দরকষাকষিও চলছিল। তার মধ্যেই রাতের অন্ধকারে প্রস্তাবিত ফোর লেনের জমিতে কংক্রিটের পিলার বসিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল ঠিকাদার সংস্থার বিরুদ্ধে। অভিযোগ, পিলার বসানোর জন্য তারা কোনও প্রাশাসনিক অনুমতিও নেয়নি।

শনিবার রাতে ওই পিলার বসানোর অভিযোগ উঠেছে ধপগুডি ব্লকের পূর্ব শালবাড়ি এলাকায়। ঘটনার জেরে সেই সংস্থার কর্মীদের আটকে রেখে রবিবার সকালে তাঁদেরই কংক্রিটের পিলার উপড়ে ফেলতে বাধ্য করেন স্থানীয়রা। কীভাবে একটি সংস্থা কারও অনুমতি ছাড়া জমি অধিগ্রহণের কাজ করতে পারে? তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু

ঘটনাস্থলে থাকা বেসরকারি সিং এসব প্রশ্নের জবাব দিতে হয়েছে। ন্যায্যমূল্য না পেলে জমি

ঠিকাদার সংস্থা প্রশাসনের সঙ্গে কথা নেই।যে পিলার গাড়া হয়েছিল, সেটা তুলেও নেওয়া হয়েছে। প্রশাসনিক অনুমতি পেলেই কাজ করা হবে।'

ধপগুড়ি থেকে ফালাকাটাগামী জাতীয় সড়কের কচুরটারি এলাকায় একপাশে রেকর্ডভুক্ত জমিতে কেউ বা কারা কংক্রিট ও লোহার পিলার বসিয়ে দিয়েছিল। এসবের কিছুই জানতেন না জমির মালিকরা। রবিবার সকালে ৮ জন কর্মীকে সঙ্গে নিয়ে বেসরকারি সংস্থার কর্মীরা ঘটনাস্থলে যেতেই ক্ষোভের আঁচ আছড়ে পড়ে তাঁদের ওপর। জমির মালিকরা একত্র হয়ে ৮ জনকে আটকে রাখেন স্থানীয় একটি দোকানে।

জমিব মালিকদেব একাংশেব কথায়, চলতি মাসের ৮ তারিখ মহকুমা শাসকের দপ্তরে জমি অধিগ্রহণ নিয়ে বৈঠক হয়েছে। সংস্থার কর্মীদের ইনচার্জ ব্রিজমোহন সেখানে জমির দাম নিয়ে আলোচনাও শুনেছি। তা জেলা প্রশাসনকে

দিতে নারাজ জমির মালিকরা। তা বৈঠকেই স্পষ্ট করে দিয়েছেন। বলেছে। কিন্তু আমরা সেটা জানি না। তাছাড়া প্রশাসনিক অনুমতি ছাড়া নির্দিষ্টভাবে কোনও অনুমতিপত্রও কেউই জমিতে মাপজেখের জন্যে যাবে না বলেও স্পষ্ট করে দেওয়া হয় সেই বৈঠকে। তারপরেও আচমকা রাতের অন্ধকারে কর্মীরা যাওয়ায় এবং রেকর্ডভুক্ত জমিতে পিলার

লাগানোয় প্রশ্ন তুলেছেন অনেকেই। ভূমিরক্ষা সংগ্রাম কমিটির সম্পাদক আব্দুল করিম বলেন, 'প্রশাসন কিছুই জানাল না। উলটে রাতের অন্ধকারে পিলার লাগিয়ে দিচ্ছে কেউ। এটা কীভাবে হতে পারে? এখানে দালালচক্র জডিত রয়েছে।' আরেক জমির মালিক পঙ্কজ সাহা বলেন, 'প্রশাসন আগে দাম ও অন্যান্য প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবে। তারপরই সবটা চূড়ান্ত হবে। এদিন কর্মীদের আটকে রাখা হয়েছিল। পরে তাঁরাই পিলার তুলে নিয়েছেন।'

মহকুমা শাসক পুষ্পা দোলমা ্বলেন, 'গোঁটা ঘটনাটি

দৌড়াতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে

কোচবিহার, ১২ জানুয়ারি

অনেকখানি। ১৯৯১ থেকে ওডিশার সম্বলপর २०२७। থেকে পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহার। তবুও কোথাও যেন একটা সঞ্জীব পরোহিতের কথা মনে করিয়ে দিলেন রিয়েশ রাই। সম্বলপুরে সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা দিতে গিয়ে মৃত্যু হয়েছিল সঞ্জীবের। আর রবিবার উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে গিয়ে মৃত্যু হয়েছে রিয়েশের।

উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে স্বামী বিবৈকানন্দের জন্মদিন উপলক্ষ্যে ওই দৌড় প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। পাতলাখাওয়া থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সাড়ে আট কিলোমিটার দৌড়ানোর কথা ছিল। তবে গন্তব্যে পৌঁছানোর আগেই পুণ্ডিবাড়ি স্বাস্থ্যকেন্দ্র সংলগ্ন এলাকায় হঠাৎই রাস্তায় বসে পড়েন রিয়েশ। খানিকক্ষণ পর শুয়ে পড়েন। তৎক্ষণাৎ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁকে প্রথমে পুণ্ডিবাড়ি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ও পরবর্তীতে কোচবিহারে এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পর মৃত্যুর কারণ জানা যাবে।

প্রতিযোগিতায় ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া, কর্মীদের পাশাপাশি অংশ নিয়েছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, রেজিস্ট্রার সহ মোট ২৫০ জন। প্রতিযোগিতা চলাকালীন ওই ছাত্রের মমান্তিক মৃত্যুর ঘটনার কথা জানাজানি হতেই পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান বাতিল করে দেয় কর্তৃপক্ষ। এদিন এমজেএন মেডিকেলে আসেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য দেবব্রত বসু, রেজিস্ট্রার প্রদ্যুৎকুমার পাল সহ অন্য আধিকারিকরা। রেজিস্ট্রার বলেন, 'পুণ্ডিবাড়ি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রিয়েশকে নিয়ে যাওয়ার পরই ওর পরিবারের সঙ্গে আমাদের কথা হয়েছে।

দুর্ঘটনা ঘটে যায়। পরে দেখা যায়, যে গাড়িটি ট্রাফিক বিধি উড়িয়ে ধাকা মেরেছে, সেটি আসলে মাটিয়ালি ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিকের গাড়ি। তবে দুর্ঘটনার সময় স্বাস্থ্য আধিকারিক সেই গাড়িতে ছিলেন না। মাটিয়ালি ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক অরিন্দম মাইতি বলেন, 'আমি সেই গাড়িতে ছিলাম না। আর

স্থান-কাল-পাত্রের ব্যবধানটা

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের আগ্রিকালচার বিভাগের প্রথম বর্ষের পড়য়া ছিলেন। তাঁর বাডি কালিম্পং জেলার গরুবাথান ব্লকের ফাগুতে। ওই পড়য়ার আচমকা মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে বিশ্ববিদ্যালয়ে।

এরপর আটের পাতায়

বাগ্রাকোটের লুপ পুল ঘুরতে গিয়েছিলেন। ফেরার সময় এই দুর্ঘটনা ঘটে। মালবাজার হাসপাতাল পার করার সময় সেই গাড়িটি ট্রাফিক

গোলমেলে

বাসিন্দা শেখর গাড়ি নিয়ে সপরিবারে

- মাটিয়ালির ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিকের গাড়ি দুর্ঘটনায় জড়ায়
- তবে ঘটনার সময় তিনি গাড়িতে ছিলেন না
- সেই গাড়ির চালক অপ্রকৃতিস্থ, নথিতেও গোলমাল, অভিযোগ
- পুলিশ কিন্তু এব্যাপারে কিছু বলতে চাইছে না

নিয়ম না মেনেই শেখরের গাড়িতে সজোরে ধাক্কা মারে বলে অভিযোগ। তার অভিঘাতে শেখরের গাডির ডান পাশের দরজা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এলাকাবাসীরাই তখন সেই সরকারি কর্তার গাডিটি আটক করেন। সেই সময় গাড়িতে আধিকারিক উপস্থিত না থাকলেও চালক ও আরও কয়েকজন ছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের কথায়, আধিকারিকের গাড়ির চালক অপ্রকৃতিস্থ ছিলেন। তার কাছে ক্ষতিপরণ দাবি করা হয়। সেই সময় চালক আবার স্থানীয়দের সঙ্গে তর্কে জড়িয়ে পড়েন।

তবে স্থানীয়দের অভিযোগ মানতে নারাজ সেই গাড়ির চালক দেব রায়। তিনি বলেন, 'আমি পুরোপুরি সুস্থই ছিলাম। উলটে ওই ছোট গাড়িটাই দ্রুতগতিতে যাচ্ছিল।' তাঁর অভিযোগ, অন্য গাড়ির চালকই ট্রাফিক আইন ভেঙে চালাচ্ছিলেন।

এদিকে, আধিকারিকের ওই গাডিটির কাগজপত্রও নেই বলে অভিযোগ। সেই গাডির পিছনে আবার পিকনিকের সামগ্রী. থালাবাসনও রাখা ছিল। প্রত্যক্ষদর্শী বিল্টু কর্মকার, রোশন দাসদের কথা, ওই গাড়িটি কোনও সরকারি কাজে যাচ্ছিল না। সরকারি কাজে গেলে কেউ নিশ্চয় পিকনিকের সামগ্রী নিয়ে যাবে না। *এরপর আটের পাতায়*

র ফোনে কার ছবি, প্রশ্ন করতেই বেধড়ক মার সেই সময় তিনি স্বামীর ফোনে সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই ঘরের বাইরে বের করে নিয়ে গিয়ে চরমে পৌঁছে যায়। মোবাইল ফোনে

বাণীব্রত চক্রবর্তী ময়নাগুড়ি, ১২ জানুয়ারি : সোশ্যাল মিডিয়ায় যা 'মিম-হয়ে উঠেছিল আলসিয়ার মোড়ের চালু। তবে ময়নাগুড়ি শহর লাগোয়া ওঠে। স্বামীর মোবাইল ফোনে অপরিচিত মহিলার ছবি দেখতে পুলিশ। পেয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন স্ত্রী। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার রাতে।

পেটালেন স্বামী। রবিবার সেই নিযাতিতা মহিলা মা-কে সঙ্গে নিয়ে মেটিরিয়াল', সেটাই প্রায় প্রাণঘাতী ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসা করান। দুপুরে ময়নাগুড়ি এক গৃহবধুর কাছে। স্বামী কোনও থানায় স্বামীর বিরুদ্ধে লিখিত অপরিচিত মহিলার ছবিতে লাইক অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ দিলে, বা রাস্তাঘাটে পরনারীর দিকে পেয়ে ঘটনার তদন্তে নেমেছে তাকালে স্ত্রীরা কতখানি ক্ষিপ্ত হয়ে ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ। তারপর ওঠেন, তা নিয়ে নানা রসিকতা সেই বধূ ছেলেকে নিয়ে মায়ের সঙ্গে বাপের বাড়ি ভূসকাডাঙ্গায় ফিরে আলসিয়ার মোড়ের সেই দম্পতির যান। অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ক্ষেত্রে বিষয়টি সিরিয়াস হয়ে স্বামী। আর অভিযোগ পেয়ে ঘটনার তদন্তে নেমেছে ময়নাগুড়ি থানার

কী ঘটেছিল? শনিবার রাতে পরিণামে জুটল বেধড়ক মারধর। নিজের মোবাইল ফোনে ইন্টারনেট সংযোগ নেওয়ার জন্য সেই বধু কেন তিনি মোবাইলে হাত স্বামীর মোবাইল ফোন খোলেন। সুবিচারের আশায়।।

স্ত্রীকে চুলের মুঠি ধরে টেনেইিচড়ে অপরিচিত মহিলার একাধিক ছবি বিপত্তি ঘটে। বধুর অভিযোগ, স্বামী দেখতে পান। স্বামীকে সেই ছবি

তাঁর চুলের মুঠি ধরে টেনেইিচড়ে



রবিবার ময়নাগুড়ি থানায় নির্যাতিতা বধু।

বেধরক মারধর করে। তাঁর কোমর, বুকে এবং মাথায় বেজায় চোট লাগে। তাঁর মোবাইল ফোনটিও স্বামী কেড়ে নেয় বলে অভিযোগ। সেই তাঁব কোনওরকমে

লুকিয়ে মা-কে বিস্তারিত জানান। রবিবার সকালেই মা চলে আসেন মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে। সেখান থেকে তাঁরা প্রথমে যান হাসপাতালে। পরে যান ৯ বছর আগে ওই দম্পতির

বিয়ে হয়েছিল। তাঁদের একটি ৭ আমার মেয়ে নিয়তিনের শিকার। বছর বয়সের ছেলে রয়েছে। সেই বধু বলেন, 'বিয়ের পর থেকেই স্বামী অযথা কলহ বাঁধিয়ে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালাত। ছেলেটার করেছি। শনিবার রাতভর অত্যাচার

অপরিচিত মহিলার ছবি দেখে প্রতিবাদ করায় আমাকে বেধড়ক মারধর করে। পুলিশের দ্বারস্থ হতে বাধ্য হয়েছি।' স্বামীর উপযুক্ত শাস্তি চেয়েছেন তিনি। তাঁর মা বলেন, 'মেয়েটাকে

প্রাণেই মেরে ফেলত। এমনভাবে মারধর করেছে যে ও গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছে। থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি। মেয়ে এবং নাতিকে আমার বাড়িতেই নিয়ে যাচ্ছি। বিয়ের পর থেকেই দোষীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেছেন তিনিও। যদিও স্বামী সমস্ত অভিযোগের

কথা অস্বীকার করেন। উলটে দিকে তাকিয়ে মুখ বুজে সব সহ্য বলেন, 'আমাকেই স্ত্রী মারধর

ধর্ষণের চেষ্টার এমবিএ'র লক্ষ্যে পথে চা দোকান অভিযোগ, ২ লক্ষ টাকায় আপস

হাতছানি? কীসের চাপে মেয়ের প্রত্যাহার করতে চাইলেন মা, এই নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

সম্প্রতি ইটাহার থানার একটি চেষ্টার অভিযোগ ওঠে গ্রামেরই দই ব্যক্তির বিরুদ্ধে। নিযাতিতার হয়েছে। দুই পক্ষের আপসনামা মা ইটাহার থানায় দায়ের করা অভিযোগে জানান, তাঁর নাবালিকা মেয়ে মাঠ থেকে ছাগল নিয়ে বাড়ি ফিরছিল। সেই সময় গ্রামের দুই ব্যক্তি তাকে জোর করে জঙ্গলে টেনে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের চেষ্টা করে। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ এক অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে আদালতে পাঠায়।

কিন্তু এরপরেই গ্রামের মাতব্বরদের মধ্যস্থতায় বাদী ও বিবাদী পক্ষ বসে বিষয়টির মীমাংসা করে নেয়। অভিযোগ, ওই মীমাংসা বৈঠক হয় ইটাহার থানা চত্মরেই। কিন্তু কেন মীমাংসা করতে গেলেন অভিযোগকারী মাং নাবালিকার মা বলেন, 'আমরা গরিব মানুষ। বারবার আদালতে আসার সামর্থ্য নেই। সেই কারণে ২ লক্ষ টাকার বিনিময়ে আপস মীমাংসা করেছি।' তিনি জানান, তাঁর নাবালিকা মেয়েকে আদালতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেখানে বিচারকের কাছে গোপন জবানবন্দিও দিয়েছে নিযাতিতা। আপস করার কারণ হিসেবে দারিদ্যের পাশাপাশি আরও একটি কারণের কথা জানিয়েছেন নিযাতিতার মা। তাঁর কথায়, 'আমরা যে গ্রামে থাকি অভিযুক্তরাও সেই গ্রামেরই বাসিন্দা। তাই আমি অশান্তি

• থেকে অব্যাহতি পাওয়াব জনটে নাবালিকা মেয়ের সম্ভ্রম লুটের বিরুদ্ধে আপস মীমাংসা করেছি। ওরা যে লড়াইয়ে নেমে দুই পা এগিয়েও চার টাকা দিয়েছে, তা দিয়ে মেয়ের অন্যত্র পা পিছিয়ে গেলেন নিয়তিতার মা। বিয়ে দেব। এই প্রসঙ্গে রায়গঞ্জ জেলা ভয়ং নাকি দারিদ্র্য ঘোচাতে টাকার আদালতের সরকারি আইনজীবী স্বরূপ বিশ্বাস বলেন, শ্লীলতাহানির অভিযোগ করেও তা মীমাংসার মাধ্যমে একজন আসামি শর্তসাপেক্ষে জামিন পেয়েছে। অপর আসামি পলাতক।

আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, গ্রামে এক নাবালিকাকে ধর্ষণের ওই নাবালিকার মায়ের অভিযোগের ভিত্তিতে পকসো ধারায় মামলা রুজু



আমরা গরিব মানুষ। বারবার আদালতে আসার সামর্থ্য নেই। সেই কারণে ২ লক্ষ টাকার বিনিময়ে আপস মীমাংসা করেছি।

নাবালিকার মা

আদালতে জমা দেওয়া হলেও এই মামলার নিষ্পত্তির জন্য কিছদিন সময়

কিন্তু থানা ক্যাম্পাসে কীভাবে পক্ষের আপসনামা হল তা নিয়ে রীতিমতো প্রশ্ন উঠছে। তবে শুধ ইটাহার থানা নয়, উত্তর দিনাজপুরের সব থানাতেই এই ধরনের মাতব্বরদের দালালরাজ চলছে বলে অভিযোগ। রায়গঞ্জ আদালতের বিশিষ্ট আইনজীবী বাপ্পা সরকার বলেন, 'কিছু কিছু পকসো আইনে গ্রামের মাতব্বরদের সালিশির মাধ্যমে আপসনামা করে আদালত থেকে মামলা তুলে নেওয়া হচ্ছে। কিছু ক্ষেত্রে মিথ্যে মামলার জন্য পকসো আইনটি ক্রমশ গুরুত্ব হারাচ্ছে।'

আজ টিভিতে



খিলাড়ি বিকেল ৪.০০ কালার্স বাংলা সিনেমা

সিনেমা

कालार्भ वाःला भिरनमा : भकाल ১০.০০ সিঁদুরের অধিকার, দুপুর ১.০০ চ্যালেঞ্জ, বিকেল ৪.০০ খিলাড়ি, সন্ধে ৭.৩০ পরাণ যায় জ্বলিয়া রে. রাত ১০.৩০ রোমিও ভাসার্স জুলিয়েট, ১.০০ গো ফর গোলস

জলসা মভিজ - দপ্র ১ ৩০ জামাই ৪২০, বিকেল ৪.১৫ দেবী, সন্ধে ৭.৩০ পাগলু, রাত ১০.৩০ অন্যায় অবিচাব

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ মহাজন, দুপুর ২.৩০ টনিক, বিকেল ৫.০০ বিদ্রোহিনী নারী. রাত ৯.৩০ সুন্দর বউ, ১২.০০ চিনে বাদাম

कालार्भ वाःला : पूर्शूत २.०० ওয়ান্টেড

জি সিনেমা : দুপুর ১২.৫১ রমাইয়া ওয়াস্তাওয়াইয়া, বিকেল ৩.৩৪ সদার গব্বর সিং, ৫.৪৯ ছত্রপতি, সন্ধে ৭.৫৫ স্কন্দ, রাত ১১.০১ রানওয়ে ৩৪

সোনি ম্যাক্স: সকাল ১০.৩০ নয়া নটওরলাল, দুপুর ১.০০ নো পার্কিং, বিকেল ৩.৩০ পুলিশওয়ালা, সন্ধে ৬.৪৫ পোস্টার বয়েজ, রাত ৯.১৫ ১.০০ জাস্টিস লিগ, ১১.০৪ দ্য পেয়ার কিয়া তো ডরনা কেয়া

কালার্স সিনেপ্লেকা: দুপুর ১২.৫২ মুভিজ নাও : বেলা ১১.৩৩ কেশরী, রাত ১০.২৫ ভেড়িয়া

সোনি পিকা : দুপুর ১২.৩১ র্য়াম্পেজ, ২.১৮ ম্যাড ম্যাক্স-ফিউরি রোড, বিকেল ৪.১৫ মনস্টার্স, ১১.৫১ দ্য স্টার্ভিং দ্য অ্যাংরি বার্ডস, ৫.৫০ মটাল



চিনে বাদাম রাত ১২.০০ জি বাংলা সিনেমা



পোস্টার বয়েজ



কোয়ারান্টিন বেলা ১১.৩৩ মুভিজ নাও

কমব্যাট, সন্ধে ৭.২৩ ৬৫, রাত

গুপ্ত, বিকেল ৩.১২ কাস্টডি, ৫.৩৮ কোয়ারান্টিন, দুপুর ১২.৫৭ নো ডাবল অ্যাটাক, সন্ধে ৭.৫৯ ভগবন্ত টাইম টু ডাই, বিকেল ৩.৩৭ ইনটু দ্য ব্লু, ৫.২৬ স্পিসিজ, সন্ধে ৭.০৩ রকি-থ্রি, রাত ৮.৪৫ আইস এজ : কলিশন কোর্স, ১০.১৮ লিটল গেমস



আজকের দিন্টি

শ্রীদেবাচার্য্য ১৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : ব্যবসায় অথগিম হলেও

অপ্রয়োজনীয় ব্যয় হবে প্রচুর। কন্যা : হাদরোগীরা আজ সামান্য সন্তানের মেধার বিকাশ লক্ষ করে সমস্যাতেও চিকিৎসকের পরামর্শ তৃপ্তি। বৃষ : বন্ধুদের সঙ্গে সামান্য তর্কবিতর্ক থেকে তীব্র বিবাদ হতে পারে। বাকসংযম জরুরি। আবেগে অর্থনৈতিক ক্ষতি। মায়ের মায়ের সঙ্গে ভ্রমণে আনন্দ। মিথন অহেতুক কাউকে উপদেশ দিতে যাবেন না। সংগীতে সাফল্য মিলবে। বাবার সঙ্গে মতানৈক্য।

কর্কট : কারও সুপরামর্শে আইনি সুবিধা পাবেন। দুরের কোনও বন্ধুর সহায়তায় সাফল্য মিলবে। বন্ধুর সঙ্গে আজ দারুণ কাটবে। দাম্পত্যের শান্তি বিঘ্নিত হতে পারে। নিন। কর্মক্ষেত্রে খ্যাতি বাড়বে। তুলা : অহেতৃক অর্থব্যয়। অতি প্রচুর অর্থলাভ। স্বাস্থ্য নিয়ে দুশ্চিন্তার অবসান। বশ্চিক : শত্রুকে পরাস্ত করে তৃপ্তি। স্ত্রীর সঙ্গে সামান্য ব্যাপারে শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে

ধৃপগুড়ি, ১২ জানুয়ারি : বছর একুশের প্রিয়াংকা সরকার কোমর বেঁধে নেমেছেন জীবনের লডাইয়ে। নিছক শখ বা স্বপ্নপুরণ নয়, তাঁর লড়াইটা উচ্চশিক্ষিত ইওয়ার। বিবিএ ডিগ্রি লাভের পর আর্থিক কারণে এমবিএ কোর্সে ভর্তি হতে পারেননি কিন্তু থামা যাবে না- এই মন্ত্ৰ নিয়েই ফটপাথে নেমে এসেছেন তিনি। রাস্তার পাশেই খুলেছেন চায়ের দোকান। উদ্দেশ্য, ওই দোকান থেকে উপার্জিত টাকা দিয়েই ভর্তি হবেন এমবিএ কোর্সে।

গয়েরকাটার বাসিন্দা প্রিয়াংকা সুকান্ত মহাবিদ্যালয় থেকে ২০২৩ সালৈ বিবিএ ডিগ্রি অর্জন করেছেন। তারপর নিজের জমানো তিনশো টাকা পুঁজিকে সম্বল করেই ধুপগুড়ি ঘোষপাড়া মোড়ে খুলেছেন চায়ের দোকান। প্রিয়াংকার কথায়, 'বিবিএ করার পর নিজের ব্যবসা না করে অন্য পথে হাঁটার প্রশ্নই নেই। চায়ের দোকান করেছি, এতে কে কী ভাবল তা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। বাবা অনেক দূর এগিয়ে

জীবনের লড়াই

- সকান্ত মহাবিদ্যালয় থেকে ২০২৩ সালে বিবিএ ডিগ্রি
- প্রিয়াংকার বাবা বিকাশ সরকার পেশায় টোটোচালক
- এমবিএ কোর্সের ফি জোগাড়ে চায়ের দোকান খুলেছেন
- ■তিনশো টাকা পুঁজিকে সম্বল করেই ধুপগুড়ি ঘোষপাড়া মোড়ে চায়ের দোকান

দিয়েছে। বাকি পথটুকু নিজেই গড়ে নিতে চাই।'

প্রিয়াংকার বাবা বিকাশ সরকার পেশায় টোটোচালক। মা বাড়িতেই বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান তিনি। পরিবারে যা উপার্জন তা দিয়ে ভালো কলেজ থেকে এমবিএ করা অনেক কঠিন। তা খব সহজেই তিনি ব্ঝেছেন। তাই চায়ের দোকান খুলে ভবিষ্যৎ ভাবনা সাজিয়েছেন প্রিয়াংকা। স্থানীয়রাও

ধূপঝোরার এলিফ্যান্ট ক্যাম্পে কুনকিকে স্নান করাচ্ছেন মাহুতরা।

হাতিদের স্নান দেখতে

মিলবে ছাড়পত্ৰ

সূত্রে খবর, মাহুতরা মূর্তি নদীতে

সাবান মাখিয়ে হাতিকে স্নান করান,

হাতির কান, পায়ের নখ পরিষ্কার করে

থাকেন। সেই সমস্ত কিছুই বিউটি

পার্লারের মতো। মূর্তি নদীতে ওই

দৃশ্য এবার সকলেই দেখতে পারবেন।

পিলখানায় রয়েছে হিলারি, মাধুরী,

জেনির মতো পোষা বা কনকি হাতি।

করোনার আগে এই কুনকিদের মূর্তি

নদীতে স্নানের দৃশ্য দেখতে পেতেন

থেকে এই রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা

সেই পরিষেবা ফের চালু হওয়ার

খবরে পর্যটক মহল খুশি। রবিবার

বঞ্চিত পর্যটকরা। অবশ্য

বেডাতে

বরানগরের

জঙ্গলে হাতির স্নান দেখা দুর্লভ স্নান করানো দেখতে মুখিয়ে আছি। ব্যবসায় গতি আসবে। সবমিলিয়ে

ব্যাপার। কুনকি হাতিদের স্নানের দৃশ্য পরিষেবা চালু হলে একবার এসে ওই একটা আকর্ষণীয় ব্যাপার অপেক্ষা

পর্যটকরা। করোনাকালের

লাটাগুড়িতে

কলকাতার

ধূপঝোরা এলিফ্যান্ট ক্যাম্পে



বিবিএ পাশ প্রিয়াঙ্কা সরকারের চায়ের দোকান।

অনেকেই তাঁকে উৎসাহিত কেটলি, করছেন। বিবেকানন্দপাড়ার বাসিন্দা প্যারালিগাল ভলান্টিয়ার বিশ্বজিৎ ঘোষ বলেন, 'একজন প্রিয়াংকার লড়াই সফল হলে আরও অনেকে নতুন করে লড়াইয়ের রসদ পাবে। অন্তত সেজন্যেই প্রিয়াংকার জেতাটা খুবই দরকার।

প্রতিদিন ভোরে গয়েরকাটা থেকে ১৫ কিলোমিটার পথ বাসে চড়ে প্রিয়াংকা পৌঁছে যান ধূপগুড়ি শহরের ঘোষপাড়া মোড়ে। সেখানে রাস্তার ধারে টেবিল বসিয়ে ওভেন,

ধূপঝোরা এলিফ্যান্ট ক্যাম্পে

বন্ধ থাকা ইকো কটেজগুলি চালু

করা হয়েছে। খুব শীঘ্রই চালু হবে

পিলখানায় সেলফি তথা 'এলফি'

পয়েন্ট। এলিফ্যান্ট সাফারিও চালু

হবে। দ্বিজপ্রতিমের বক্তব্য, 'আসলে

ধপঝোরা এলিফ্যান্ট ক্যাম্পে আমরা

ইকো ট্যুরিজম পরিষেবা চালু করতে

চলেছি। সার্বিকভাবে এলিফ্যান্ট

রাইডিং, সেলফি জোন, এলিফ্যান্ট

জানান, ধূপঝোরাকে কেন্দ্র করে

বন দপ্তরের নিত্যনতন পরিকল্পনা

পর্যটকদের কাছে খুবই আকর্ষণীয়

হাতিকে স্নান করানোর অভিজ্ঞতা

নেওয়ার বিষয়টা খুবই রোমাঞ্চকর।

উঠতে চলেছে।

করছে পর্যটকদের জন্য।

পর্যটন ব্যবসায়ী সব্যসাচী রায়

বাথিং এই মাসেই চালু করা হবে।'

কাগজের কাপ সাজিয়ে ফেলেন। তারপর শুরু হয় চা বানানো। সকাল এগারোটা পর্যন্ত দোকান করে ফিরে যান বাডি। তারপর আবার বিকেলে এসে দোকান খোলেন। ব্যবসা চলে সন্ধে

শুরুর সময় হাতে ছিল মাত্র তিনশো টাকা। তাই বলে পিছিয়ে যাননি প্রিয়াংকা। বিবিএ পড়ার সময় থেকেই স্টক মার্কেট নিয়ে আগ্রহ ছিল তাঁর। খুব কম টাকা বিনিয়োগ করেছেন স্টক মার্কেটে। সেখানে

রায়গঞ্জ ও বালুরঘাট, ১২

থেকে আসা প্ররোচনার মোকাবিলায়

সীমান্তে বাংকার বসাল বিএসফ।

রবিবার নতুন করে চোরাচালান বা

সংঘাতের পরিস্থিতি তৈরি না হলেও

দিনভর উত্তেজনা বজায় থাকল।

বিএসএফের পদস্ত আধিকারিকরা

এদিনও বিজিবির সঙ্গে ফ্র্যাগ মিটিং

করেছেন। ওদিকে বালুরঘাটের

ভলকিপর সীমান্তে অন্যচিত্র। সেখানে

কাঁটাতার বসাতে বিএসএফ-কে বাধা

হেমতাবাদে সীমান্তের একটা

বড় অংশজুড়ে কুলিক নদী। সীমান্ত

উন্মক্ত। এই সুযোগ নিয়ে জাল

নোট, মাদক ও গোরু পাচারের

রমরমা কারবারের পাশাপাশি অবৈধ

অনুপ্রেবশ ঘটছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের

অভিযোগ, বিজিবির মদতে জিরো

পয়েন্টের ওপারে ভারতীয় ভূখণ্ডে

থাকা তাদের চাষের জমি থৈকে

বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা ফসল কেটে নিয়ে

যাচ্ছে, মারধর করে গবাদিপশু তুলে

দিনাজপুর জেলার সাতটি ব্লকের

সীমান্তে

বাতাবরণ সৃষ্টি করছে বিজিবি।

এদিন হেমতাবাদের চৈনগর, মাকর

হাট, মালন, সনগাঁও সহ একাধিক

এলাকা পরিদর্শনে যান বিএসএফের

উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। স্থানীয়

বাসিন্দারা সেসময় সীমান্তে উপস্থিত

দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে দ্রুত পদক্ষেপ নিক

হয়ে বাংলাদেশের

বিএসএফ।

বিজিবি ও

শুধু হেমতাবাদ নয়, উত্তর

নিয়ে যাচ্ছে।

দিল স্থানীয় গ্রামবাসীরাই।

উত্তর দিনাজপুরের

পঁজির জোগান পেয়েছেন বলে জানান প্রিয়াংকা। এই চায়ের স্টলই বাস্তবের মাটিতে তাঁর কেতাবি শিক্ষাকে কাজে লাগানোর সুযোগ এনে দিয়েছে বলে মনে করেন এই তরুণী।

এখনই সমাজমাধ্যমে ভাইরাল 'এমবিএ চায়েওয়ালা' কিংবা 'ইঞ্জিনিয়ার চায়েওয়ালা'-র মতো হাইপ চাইছেন না প্রিয়াংকা। তাঁর লক্ষাটা শুধ ব্যবসায়িক সাফল্য নয়। তাঁর সবথেকে বড় চাওয়া, এই দোকান চালিয়ে ভালো কোনও সংস্থানে ভর্তি হওয়ার ফি জোগাড় করা। এমবিএ কোর্স করার পর ব্যবসায় আরও মন দেবেন বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন তিনি।

জীবনের লড়াই অনেক রকমের হয়। এটাও হয়তো একটি। চারদিকে চমকের বাজারে একশের তরুণীর এই লড়াইটা অন্তত এগিয়ে যাওয়ার। সেই লড়াইয়ে কাউকে হারিয়ে নয় বরং বহু মানুষকে নিজের হাতে তৈরি চা খাইয়ে তৃপ্ত করে সফল হতে চান তিনি। বিবিএ চায়েওয়ালার বদলে লড়াইয়ের আরেক নাম হতে চান প্রিয়াংকা।

সীমান্ডে বাংকার,

বিএসএফকে বাধ

জানুয়ারি : কাঁটাতারের বৈড়ার ওপার জেলায় বিএসএফের হাতে মোট

কাঁটাতারহীন

করে দেওয়া হয়েছে।

নজরদারি

হেমতাবাদে

আন্তৰ্জাতিক

নিরঞ্জন পণ্ডিত, সার্টিফিকেট WB2001OBC201604775) হারিয়ে গেছে।

পেলে

কর্মখালি

স্টার হোটেলে অনুধর্ব 30 ছেলেরা নিশ্চিত কেরিয়ার তৈরি করুন। আয় 10-18000/-। থাকা, খাওয়া ফ্রি। 9434495134. (C/114318)

বাডি ভাডা আলিপরদয়ার মধ্যপাডা 3BHK. Attach Bath, Near জামাই দোকান। 8918612289.

হারানো/প্রাপ্তি

নির্মলেন্দু কর,

^{*}নিহার রঞ্জন কর, রবীন্দ্রনগর,

আলিপুরদুয়ার নিবাসী। আমার

OBC সার্টিফিকেট নং 839/APD-

1/OBC হারিয়ে গেছে। কেউ পেলে যোগাযোগ করুন 8016761205

পণ্ডিত,

যোগাযোগ করুন

6296749645. (C/113750)

পিতাঃ

আমার

(No

কেউ

এই নম্বরে। (C/113749)

(C/114339)

আমি

20 Male Staff Needed at Book Shop Near Cosmos Mall, Ph: 6294171939. (K)

Anandaloke Sonoscan শিলিগুড়ির জন্য Ward Boy প্রয়োজন। বেতন -8000/-, Call 8116610703. (C/114341)

Job Opportunity : Counseling Office, Siliguri seeks qualified staff. If you're fluent in Bengali, Nepali and English, please submit your CV within 10 days. Mailnscbie.purulia@gmail. com Contact - 9832631956. (C/114240)

আকাউন্ট্যান্ট প্রয়োজন, আস্থা এগ্রি জেনেটিক্স (তুফানগঞ্জ)। ন্যুনতম ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন (বি. কম অগ্রাধিকার পাবে) বেতন-আলোচনাসাপেক্ষ। মোঃ 9614172314, ই-মেইল : hr@asthaagri.com *বি.দ্র. : Gst এবং Income Tax-এর জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। (D/S)

একজন কর্মদক্ষ, পড়াশোনা জানা, সর্বসময়ের জন্য মহিলা কর্মী চাই, বয়স ২৫-৩৫ এর মধ্যে হতে হবে, একজন মাত্র বিশিষ্ট সুস্থ ব্যক্তির, সর্বসময়ের জন্য ব্যক্তিগত কাজকর্ম দেখাশোনার জন্য (রান্না বাদে), মাসিক বেতন- ১৫ হাজার, সত্বর যোগাযোগ- 9002004418। এই মোবাইল নম্বরে হোয়াটস্যাপ আছে. ফোটো এবং বায়োডাটা পাঠাতে হবে. কর্মস্থান শিলিগুড়ি সেভক রোড।

■ উত্তর দিনাজপুরের

হেমতাবাদে ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্তে বাংকার বসাল বিএসফ

নয়জন অনপ্রবেশকারীকে গ্রেপ্তার

করা হয়েছে। সীমান্ত সরক্ষা বাহিনীর

বাডানোর

তিনি বলেন, এখনও পর্যন্ত

কাঁটাতার বিছিয়ে বিভিন্ন রাস্তা ব্লক

তিনবার ফ্ল্যাগ মিটিং হয়েছে।

বিজিবি-কে স্পষ্ট জানানো হয়েছে.

দুষ্কৃতীদের তাণ্ডব ও ভারতীয়

অশান্তি রোজ

পদস্থ আধিকারিক জানান.

সীমান্ত এলাকায়

পাশাপাশি

 বালুরঘাটের ভলকিপুর সীমান্তে কাঁটাতার বসাতে বিএসএফ-কে বাধা স্থানীয়দের

কৃষকদের হয়রানি করা বন্ধ না করলে এপার থেকেও পদক্ষেপ নেওয়া হবে। আশা করা যায় ওরা বুঝেছে।

এদিকে শিবরামপুর সীমান্তে রবিবারও কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার কাজ শুরু করতে পারল না বিএসএফ। বালুরঘাটের বিধায়ক অশোককুমার লাহিড়ী এদিন দুপুরে বিএসএফ আধিকারিককে সঙ্গে নিয়ে গোটা শিবরামপুর সীমান্ত পরিদর্শন করেন।

বালুরঘাট এদিকে রকের তৌদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। অমৃতখণ্ড গ্রাম পঞ্চায়েতের ভুলকিপুর ठौरमत मानि, निकिनि ७ नाश्नारमि थार्रे अन्य हिन्। स्नानीय थार्ये अन्य বাধায় কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার কাজ বন্ধ রাখতে বাধ্য হল বিএসএফ।

বিক্ৰয়

285, 780 & 480 Sqft Shop

for Sale, Iskon Road, Siliguri,

8670572035. (C/113379)

অ্যাফিডেভিট

ড্রাইভিং লাইসেন্স নং-7320100285590-তে নাম এবং পদবি ভুল থাকায় গত 10/1/25 তারিখে শিলিগুড়ি কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলৈ Sridam Pal এবং Shri Dam Paul এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। পুর্ব নতলা, ডাবগ্রাম (P), সেটালাই জলপাইগুড়ি,

আমার নাম ড্রাইভিং লাইসেন্সে ভূলবশত Haresh Kumar Mahato করা হয়েছে। গত ২৬/৯/২৪ 1st ক্লাস J.M. শিলিগুডি অ্যাফিডেভিট বলৈ Haresh Mahato হলাম এবং দুটো নাম এক ও অভিন্ন ব্যক্তির। (C/114458)

734015. (C/114454)

বোগেনভোলয়া পাহারায় সি

শেফালি বিশ্বাস বলেন, 'হাতিকে এই সিদ্ধান্তে পর্যটনকে কেন্দ্র করে

জলপাইগুড়ি, ১২ জানুয়ারি :

এবার গরুমারায় চালু হচ্ছে কুনকি

হাতিদের 'বিউটি পালার'। চলতি মাস

থেকেই হাতিকে স্নান করানোর দৃশ্য

দেখতে পারবেন পর্যটকরা। গরুমারা

বন্যপ্রাণ বিভাগ ধূপঝোরা এলিফ্যান্ট

ক্যাম্পে এই পরিষেবা চালু করতে

ডিএফও দ্বিজপ্রতিম সেন বলেন,

'আমরা রাজ্য থেকে এই পরিষেবা

চালু করার অনুমোদন পেয়েছি। চলতি

জানুয়ারি থেকেই মূর্তি নদীতেই

হাতিকে স্নান করানোর সময় পর্যটকরা

উপস্থিত থাকতে পারবেন। পাশাপাশি

কুনকির গায়ে জল ছেটাতেও বাধা

দেখাও কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। বন দপ্তর অভিজ্ঞতা নিয়ে যাব।'

গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের

চলেছে।

আলিপুরদুয়ার, ১২ জানুয়ারি : শখ করে মান্য কতই না কী করে। কারও শখ সকলকে তাজ্জব করে দেয়। ঠিক যেমনটা প্রিয়রঞ্জন দেবের শখ। তিনি শখের বাগান করেছেন। এবার অনেকে বলতেই পারেন, আরে এ আর এমন কী! বাগান তো কমবেশি সকলেই করেন। কী এমন আলাদা করলেন প্রিয়রঞ্জন?

আলিপুরদুয়ারের ভোলারডার্বডিতে নিজের বাডিতেই ওই বাগান। সেই বাগানে এবার প্রায় ১২০ প্রজাতির বোগেনভেলিয়া বা কাগুজে ফুল ফুটিয়েছেন। একটা বাগানে এত রকমের বোগেনভেলিয়া! কী অবাক লাগল তো? এখানেই শেষ তিনি ৪টি সিসিটিভিও বসিয়েছেন। সন্ধ্যার পর গাছের পরিচযায় আলোর ব্যবস্থাও রেখেছেন। প্রিয়রঞ্জনের পাশাপাশি বক্তব্য, 'সমস্ত ফুলই আমার ভালো লাগে। তবে বোগেনভেলিয়া ফুল আমাকে বেশি টানে। তাই দিন-দিন নানা প্রজাতির বোগেনভেলিয়া দিয়ে বাগান ভরিয়ে তুলছি। চাকরির সময়টুকু বাদে সব সময় ওই



গাছের পরিচর্যায় ব্যস্ত প্রিয়রঞ্জন দেব। -সংবাদচিত্র

গাছগুলোর সঙ্গে কাটাতে ভালো লাগে।'

তাঁর সাধের বাগানে বোগেনভেলিয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন নয়। ওই গাছগুলির নজরদারির জন্য ধরনের সবজি ও অন্যান্য ফুল, ফুলের গাছের বৈচিত্র্যও কম নয়। ভারতীয় প্রজাতির বোগেনভেলিয়ার থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম সহ একাধিক দেশের বোগেনভেলিয়া ফুল ফুটেছে। ইতিমধ্যেই তার এমন উদ্যোগকে বেশ খুশি ফুলপ্রেমীরা।

বর্ষাকালে বোগেনভোলিয়ার গাছগুলিকে কাটিং করে ছায়ায় রাখতে ক্রিশ্চিনা, ট্যাংলং অরেঞ্জ, ইয়েলো,

হয়। গাছগুলি অল্প বড় হলে অক্টোবর মাস থেকে পরিচর্চায় লেগে পড়েন প্রিয়রঞ্জন। পটাশ, হাড়গুঁড়ো সিংকুচি, পচানো গোবর, নিমখোল প্রভৃতির মিশ্রণ গাছের গোডায় দেন। নভেম্বরের শেষে গাছগুলিতে ফুল আসা শুরু হয়। ডিসেম্বর থেকে মার্চ পর্যন্ত গাছগুলি ফলে ভরে ওঠে। প্রিয়রঞ্জন বললেন. প্রজাতি বাগানে নিয়ে আসি। আজ তা ১২০ ছুঁয়েছে। অর্জুনা, লিবিস্টিক, বিদ্যাধরী, চিলি হোয়াইট, চিলি অরেঞ্জ, মহারানি, স্লিপিং বিউটি,

বাগান ভরিয়ে তুলছি। চাকরির সময়টুকু বাদে সব সময় ওই গাছগুলোর সঙ্গে কাটাতে ভালো লাগে। প্রিয়রঞ্জন দেব বাগান মালিক রেড, লেডি বার্ড, বেগম সিকান্দার

বোগেনভেলিয়া ফুল আমাকে

বেশি টানে। তাই দিন-দিন নানা

প্রজাতির বোগেনভেলিয়া দিয়ে

প্রভৃতি প্রজাতির বোগেনভেলিয়া রয়েছে। সেইসঙ্গে আছে সাকুরা ব্যালেকান্ড, পিঙ্ক প্যাচ, থিম ইয়েলো, ভিয়েতনাম মিক্সের মতো দামি প্রজাতির বোগেনভেলিয়া। আরও অনেক প্রজাতির বোগেনভেলিয়া বাগানে বসাব।'

সারাদিনই প্রচুর মানুষ আসেন 'প্রথমে ২৫ রকম বোগেনভেলিয়ার ওই বাগান দেখতে। প্রিয়রঞ্জনের বাবা নিরঞ্জন দেব বললেন, 'আমারও বাগান করতে ভালো লাগে। ছেলের এই শখে আমাদের পরিবারে কারও আপত্তি নেই। সকলেই গাছগুলির পরিচর্যা করি।

পরামর্শ নিয়ে ব্যবসার জটিলতা পৌষ, ১৩ জানুয়ারি ২০২৪, ২৮ নাই, দিবা ১১।০ গতে দ্বিপাদদোষ। গোস্বামিমতে পৌর্ণমাস্যারম্ভকল্পে পুহ, সংবৎ ১৫ পৌষ সুদি, ১২ যোগিনী-বায়ুকোণে, শেষরাত্রি ৪।৩ মাঘকৃত্যারম্ভ। বাংলাদেশে প্রচলিত

হায়াটসঅ্যাপেই

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধু খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শুনাপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিরজনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবন্ধ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসআপে নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসআপে মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুমের কাছে পৌঁছে

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন

৯০৬৪৮৪৯০৯৬

এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

সম্পদ কিনে লাভবান হবেন। বাড়ি সংস্কারে ব্যয় বাড়বে। <mark>মীন</mark> : ক্রীড়া

কাটাতে পারবেন। কন্যার প্রতিভার

স্বীকৃতি মেলায় স্বস্তি। মকর : আজ

স্বপ্নপূরণ। কুম্ভ: পুরোনো কোনও

ও অভিনয় জগতের ব্যক্তিগণ নতুন সুযোগ পেতে পারেন। স্ত্রীর ভাগ্যে দনপঞ্জি

দিবা ৭।২৭ পরে বৈধৃতিযোগ শেষরাত্রি ৫।৩৬। বিষ্টিকরণ অপরাহ্ন ৪।২৭ গতে ববকরণ শেষরাত্রি ৪।৩ গতে বালবকরণ। বিংশোত্তরী রাহুর দশা, দিবা ১১।০

রজব। সুঃ উঃ ৬।২৫, অঃ ৫।৭। গতে পূর্বে। কালবেলাদি ৭।৪৬ ধান্যপূর্ণিমা ব্রত। শ্রীপ্রিয়বাদিনী সিংহ: মানসিক চাপ থাকবে। প্রিয় মেজাজ হারাবেন না। কোনও সোমবার, পূর্ণিমা শেষরাত্রি ৪।৩। গতে ৯।৬ মধ্যে ও ২।২৭ গতে দেবীর আবিভাবে তিথি ও উৎসব। আদ্রনিক্ষত্র দিবা ১১।০। ইন্দ্রযোগ ৩।৪৭ মধ্যে। কালরাত্রি ১০।৭ নরনারায়ণ পূর্ণিমার ব্রতোপবাস ও নিশিপালন। গতে দেবগণ বিংশোত্তরী বৃহস্পতির পুষ্যাভিষেক যাত্রা। শ্রীশ্রীদৈবীর মধ্যে ও ১১।২৪ গতে ২।৫১ দশা, শেষরাত্রি ৪।৫৬ গতে অঙ্গরাগযাত্রা। শেষরাত্রি ৪।৩ মধ্যে মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ-দিবা ৩।৯ গতে কথা কাটাকাটি। ধনু : বাবার আজ ২৮ পৌষ, ১৪৩০, ভাঃ ২৩ কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ। মৃতে-দোষ পৌষী পূর্ণিমা বিহিত স্নানদানাদি। ৪।৩৮ মধ্যে।

গতে ১১।৪৬ মধ্যে। যাত্রা-নাই। প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমৎ স্বামী সত্যানন্দ শুভকর্ম-নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- প্রমহংসদেবের ভিন্নতনু অভিন্ন পূর্ণিমার একোদ্দিষ্ট ও স্পিণ্ডন। হৃদ্য় শ্রীশ্রীঠাকুর নীলকান্ত গোস্বামী প্রভুপাদের ৯৬তম শুভ আবিভাব জন্মে-মিথুনরাশি শুদ্রবর্ণ মতান্তরে সায়ংসন্ধ্যা নিষেধ। প্রদোষে সন্ধ্যা তিথি। অমৃতযোগ-দিবা ৭।৪৮ বৈশ্যবর্ণ নরগণ অক্টোত্তরী চন্দ্রের ও ৫।৭ গতে রাত্রি ৬।৪৩ মধ্যে মধ্যে ও ১০।৪৪ গতে ১২।৫২ শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ ব্রত। শ্রীশ্রীকৃষ্ণের মধ্যে এবং রাত্রি ৬।১৪ গতে ৮।৫০

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

ALLEN THE CLEAR LEADER

IIT-JEE, AIIMS, NEET (UG) & OLYMPIADS

EVERY 4TH SUCCESS STORY IS POWERED BY ALLEN

IITs

4425

ALLENites out of 17692 seats in 2024 AIIMS (MBBS)

660

ALLENites out of 2207 seats in 2024

NEET (UG)

6570

ALLENites in Top 25000 All India Rank in 2024 **OLYMPIADS**

939 out o

Selections in Indian National Olympiads 2025

45 AIR in Top 100-JEE (Adv.) 2024 | 39 AIR in Top 100-NEET (UG) 2024



ALLEN SILIGURI:
RESULTS
THAT MATTER,
CARE THAT
COUNTS



AIR 289
STATE TOPPER (OTHER)
PEEHU AGRAWAL
NEET (UG) 2024
1 Year Classroom Student
MBBS-KGMU, LUCKNOW



AIR 26030
STATE TOPPER (SIKKIM)
DIWASH SHARMA
NEET (UG) 2024
1 Year Classroom Student
MBBS-NEIGRIHMS, SHILLONG



WEST BENGAL TOPPER
JEE MAIN 2024 (Session I)

IRRADRI BASU KHAUND

JEE ADV. 2024

2 Years Classroom Student

IIT DELHI, B. TECH (M & C)



SANGYE NORPHEL
SHERPA

JEE ADV. 2024
1 Year Classroom Student
IIT BOMBAY, B. TECH (CSE)

ADMISSIONS OPEN SESSION 2025-26

Appear in ASAT on 19 JAN. 2025

GET 90% SCHOLARSHIP



Last chance to get SPECIAL FEE BENEFIT' till 20 JAN. 2025

*Subject to the scholarship rules and the T&Cs



NURTURE COURSE

Class 10th to 11th Moving Students JEE (Main+Adv) 2027: 3 April 2025 NEET (UG) 2027: 3 April 2025

ENTHUSIAST COURSE

Class 11th to 12th Moving Students JEE (Main+Adv) 2026: 25 March 2025 NEET (UG) 2026: 25 March 2025 PRE-NURTURE & CAREER FOUNDATION (PNCF)

Class 7 to 10 : 3 April 2025

ALLEN SILIGURI CENTER

+91-9513784242 ⊕ allen.ac.in/siliguri

ALLEN KOTA CENTER

0744-3556677, 2757575 ⊕ allen.ac.in

সামসিং চা বাগানের সভায় বারলার প্রশংসা

ল্যান্ডের ধাঁচে এগোব : বিমল

ইসলাম

মেটেলি, ১২ জানুয়ারি : গোখা জনমুক্তি মোর্চা সুপ্রিমো বিমল গুরুংয়ের মুখে এখন বোড়োল্যান্ড টেরিটোরিয়াল রিজিওনের (বিটিআর) ধাঁচে পাহাড সমস্যা সমাধানের কথা। রবিবার মেটেলির সামসিং চা বাগানের টপ লাইনে সংগঠনের একটি কর্মসূচি হয়। সেখানে বিমল এই প্রসঙ্গটি তোলেন। সেই সঙ্গে জানান, তিনি ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র সঙ্গে দেখা করে এই নিয়ে কথা বলেছেন। কেন্দ্রীয় সরকার বিষয়টি নিয়ে কাজ করছে।

রাজনৈতিক মহল জানাচ্ছে অসমে রয়েছে। ওই নদীর উত্তরে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভুটান ও অরুণাচলপ্রদেশের সীমানা বাকসা, উদালগুড়ির মতো কয়েকটি জেলাকে নিয়ে ২০০৩ সালে স্বশাসিত পরিচালন ব্যবস্থা গঠিত হয়। বিটিসি বোড়োল্যান্ড টেরিটোরিয়াল বিটিআরের প্রশাসনিক কাজকর্ম চালায়। সংবিধানের ষষ্ঠ

পথসভা

ভোটের প্রয়াসের বিরুদ্ধে সরব

হন। নানা ভাষা, নানা মত, নানা

জাতি, নানা পরিধানের ভারতবর্ষে

বৈচিত্র্যের মধ্যে যে ঐক্যকে এই

প্রয়াস যেমন আঘাত করবে তেমনই

দেশের ঐতিহ্যবাহী সংবিধানকেও

এই ব্যবস্থা আঘাত করবে বলে

রুনু ওরাওঁ, জেলা কমিটির সদস্য

পিন্টু ওরাওঁ, এরিয়া কমিটির সদস্য

নিরাপতায়

পদক্ষেপ

জলপাইগুড়ির কোতোয়ালি থানা ও

সদর ট্রাফিক দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে

শুরু হয়েছে মদ্যপ চালকদের বিরুদ্ধে

অভিযান। রবিবার পিডব্লিউডি

মোড় এলাকায় ব্রেথালাইজার দিয়ে

বাইক ও গাড়িচালকরা মদ্যপ কি

না তা পরীক্ষা করা হয়। পুলিশ

সত্রে খবর, ইতিমধ্যে রংধামালি.

৭০ মোড় এলাকাতেও এমন

পদক্ষেপ করা হয়েছে। এই অভিযান

কম্বল বিতরণ

নাগরাকাটা, ১২ জানুয়ারি

দুঃস্থ চা শ্রমিকদের হাতে কম্বল

তলে দিল পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল

মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতি। রবিবার

সংগঠনটির জলপাইগুড়ি জেলা

কমিটি মালবাজারের কুমলাই গ্রাম

পঞ্চায়েত এলাকার বাঁশবাড়ি-

১০৬৪ নামক প্রোজেক্ট চা বাগান

এলাকার দঃস্থদের হাতে কম্বল

দেয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন

সংগঠনের জেলা সভাপতি অঞ্জন

দাস, সহ সভাপতি ভৈরব বর্মন,

সাধারণ সম্পাদক কিরণচন্দ্র রায়

প্রমুখ। অঞ্জন বলেন, 'এদিন

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন।

জীব সেবাই ঈশ্বর সেবা। এই

মন্ত্রকে সামনে রেখেই এই সামান্য

আয়োজন। ভবিষ্যতেও শিক্ষকরা

নয়া কমিটি

ময়নাগুড়ি, ১২ জানুয়ারি : রবিবার ব্যাংকান্দিতে ময়নাগুড়ি ব্লক

সন্তানদলের উদ্যোগে ১৬টি গ্রাম

পঞ্চায়েতের ভক্তদের নিয়ে অনষ্ঠিত

সভায় ৪৯ জনের ময়নাগুড়ি

ব্লক সমন্বয় কমিটি তৈরি হল।

সভাপতি ও সম্পাদক মনোনীত হন

যথাক্রমে কুশললাল মণ্ডল ও রাখাল

দেবনাথ। গঠিত হয় ১৩ জনের

ময়নাগুডি ব্লক উপদেষ্টা কমিটি।

আগামী ২৩ জানুয়ারি কোচবিহার

শহরে সন্তানদল মহামিছিল করবে

বলে সিদ্ধান্ত হয়েছে। কেন্দ্ৰীয়

কমিটির আহ্বায়ক সঞ্জিত দাস এই

স্কুলের উদ্বোধন

ক্রান্তি ব্লকের উত্তর সারিপাকুড়িতে

এক ইংরেজিমাধ্যম স্কুলের উদ্বোধন

হল। উপস্থিত ছিলেন ক্রান্তি

পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পঞ্চানন

উপপ্রধান আজিজার রহমান,

উপস্থিতি ছিল নজরকাড়া।

ক্রান্তি, ১২ জানুয়ারি : রবিবার

খবর জানান।

মানুষের পাশে থাকবেন।

লাগাতার চলবে।

জলপাইগুড়ি, ১২ জানুয়ারি :

পথসভায় বক্তব্য রাখেন দলের মেটেলি এরিয়া কমিটির সম্পাদক

রহমান,

বক্তারা দাবি করেন।

মোস্তাফিজুর

করা হয়েছিল।

পাহাডের বিটিআরের মতো প্রশাসনিক ব্যবস্থার সওয়াল করে এদিন নানা জল্পনার জন্ম দিয়েছেন। বিমলের দাবি যদি সত্যি হয় তবে এই ধরনের কোনও সিদ্ধান্ত ত্রিপাক্ষিক ঐক্যমত ছাড়া সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে পাহাড়ের জেলাকে নিয়ে গোখাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ) নামে যে প্রশাসনিক ব্যবস্থাটি চলছে, সেটা ত্রিপাক্ষিক চুক্তি মোতাবেক হয়েছিল। বিটিআর তৈরি হয়েছিল কেন্দ্রীয়, অসম সরকার ও বোড়োল্যান্ড লিবারেশন টাইগার ফোর্সের ত্রিপাক্ষিক সমঝোতার মাধ্যমে

এদিন সামসিংয়ে বিমল চা বাগানের সমস্যা নিয়েও সরব হন। শ্রমিকদের পাঁচ ডেসিমাল করে জমির পাটা প্রদানের সরকারি কর্মসূচির তীব্র বিরোধিতা করেন। আগামীতে ডুয়ার্স-তরাইয়ে সংগঠনের বিস্তার নিয়ে রণকৌশল ঠিক করা হবে বলে জানান। বিমলের কথায়, 'সামসিংয়ে



সামসিংয়ে বিমল গুরুং। রবিবার।

তিনকাটারিতে এসেছিলাম। পুরোনো নেতা-কর্মীদের সঙ্গে কথা বলে প্রত্যেককে অবস্থান জানানো ও সংগঠনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া আমাদের মূল উদ্দেশ্য।'

বিজেপির বিক্ষুব্ব নেতা জন বারলা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে বিমল বলেন, 'তিনি হয়তো এখন নীরব আছেন। তবে তাঁর গরিমা অটুট আছে। মাদারিহাট বিধানসভা উপনিবাচনে অনেকে তাঁকে প্রচারে আসতে বলেছিলেন. কিন্তু তিনি কাউকে দৃঃখ দিতে চান

না বলে আসেননি।' আর ২০২৬ সালের বিধানসভা নিবর্চনে মোর্চা কাকে সমর্থন করবে এমন প্রশ্নে তাঁর কৌশলী জবাব, 'এখন আমাদের মূল লক্ষ্য সমস্যার স্থায়ী সমাধান।

এদিন সামসিংয়ের টপ লাইনের প্রাথমিক স্কুল মাঠে একটি জনসভার আয়োজন করা হয়। সেখানে বিমলই মল বক্তা ছিলেন। বেশ কয়েক বছর পর এদিন বিমল একদা তাঁদের শক্ত ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত সামসিং চা বাগানে এসেছিলেন। শিলিগুডির বিধায়ক ও বিধানসভায় বিজেপির

- আগামী ফেব্রুয়ারির প্রথম অথবা দ্বিতীয় সপ্তাহে কেন্দ্রীয় সরকার পাহাড় নিয়ে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক
- এক সপ্তাহের মধ্যে চিঠি চলে আসবে
- গত সেপ্টেম্বরের ১২ তারিখ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র সঙ্গে দেখা
- বিটিআরের ধাঁচে এগোনোর অনুরোধ করা হয়

সচেতক শংকর ঘোষের বক্তব্য, 'দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট অনেকবার পাহাড় সমস্যার বাজনৈতিক সমাধানেব কথা বলেছেন। এই সমাধানের রূপ যাই হোক না কেন তা কেন্দ্র, রাজ্য ও স্থানীয় রাজনৈতিক দলগুলির সহমতের ভিত্তিতেই হবে।

গয়েরকাটার নর্থ

পয়েন্ট কেজি স্কুলের

দ্বিতীয় শ্রেণির পড়য়া

আরভ মুখোপাধ্যায়।

ছবি আঁকতে

পড়াশোনার পাশাপাশি

ভালোবাসে। আবৃত্তিতে

খুলে গেল

গোঁসাইহাট

ইকো পাৰ্ক

গয়েরকাটা, ১২ জানুয়ারি

দীর্ঘ ১০ বছর পর রবিবার অব**শে**ষে

খুলে গেল জলপাইগুড়ির মোরাঘাট

রেঞ্জের অন্তর্গত গোঁসাইহাট ইকো

পার্ক। বন দপ্তরের পক্ষ থেকে খুলে

দেওয়া এই পার্কের একটি অংশে

ঘুরে বেড়াতে এবং পিকনিক করতে

পারবেন সাধারণ মানুষ। এদিন প্রথম

টিকিট কেটে পার্কে প্রবেশ করেন

মোরাঘাটের রেঞ্জ অফিসার চন্দন

ভট্টাচার্য। তিনি জানান, পার্কটি খলতে

পাবায় তাঁবা খশি। এব পবিচালনাব

দায়িত্বে রয়েছেন মেলা বস্তি, খুকলুং

ও গোঁসাইহাট বন পরিচালন কমিটির

সদস্যরা।প্রথম দিনেই ১০১টি টিকিট

বিক্রি হয়েছে। রবিবার হওয়ায় বেশ

কয়েকটি পিকনিকের দলও এদিন

বাকি অংশ মেরামত করে খোলার

ইচ্ছা রয়েছে বন দপ্তরের। ২০০৬

সালে তৈরি হওয়া এই পার্কটি

২০১৪ সালে বনকর্মীর অভাব সহ

বিভিন্ন কারণে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

স্থানীয় বাসিন্দা নৃপেন রাভা বলেন,

'পার্কটি ফের খুলে যাওয়ায় এলাকার

এরপর পার্কের তথ্যকেন্দ্র সহ

পার্কে ভিড জমিয়েছিল।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন হবে।'

রয়েছে পুরস্কারও।

সিপিএমের চালসা, ১২ জানুয়ারি : এক দেশ-এক ভোটের বিরুদ্ধে সভা করে প্রতিবাদ জানাল সিপিএম। রবিবার বিকালে মাটিয়ালি ব্লকের বাতাবাড়ি ফার্ম বাজারে দলের মেটেলি এরিয়া কমিটির উদ্যোগে পথসভা করা হয়। সেখানে বক্তারা বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের এক দেশ-এক

মহা সমারোহে পালিত হল যুব দিবস। রবিবার জলপাইগুড়িতে ছবিটি তুলেছেন মানসী দেব সরকার।

বিবেকানন্দের

করেন ভাইস চেয়ারম্যান উৎপল

ভাদুড়ি। বিবেকানন্দ স্পোর্টিং ক্লাবে

বিকেলে ক্যারম চ্যাম্পিয়নশিপের

হয়।

বডমা

করা

আয়োজন

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

১২ জানুয়ারি : বিবেকানন্দ পার্টিং অ্যান্ড কালচারাল ক্লাব ও পুরসভার যৌথ উদ্যোগে রবিবার সোনাউল্লা উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন স্বামীজির মূর্তিতে মাল্যদান করে একটি র্যালি হয়। বিভিন্ন স্কুলের পড়য়াদের পাশাপাশি র্যালিতে মেলান পুরসভার চেয়ারপাসন পাপিয়া পাল এবং কাউন্সিলাররা। জলপাইগুড়ি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে পতাকা উত্তোলন করে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়।

ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার কিমি ম্যারাথনের তরফে œ আয়োজন করা হয়। অন্যদিকে. নেতাজি ফাউন্ডেশনে ফবওয়ার্ড ব্লক শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে। অল ইন্ডিয়া ফরওয়ার্ড ব্লকের রাজ্য কমিটির সভাপতি গোবিন্দ রায়ের একটি বইও প্রকাশিত হয়। ময়নাগুড়ি ডাকবাংলোতে 'আমরা কজন সংস্থার সদস্যরা স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে তাঁর জীবনাদর্শ আলোচনা করেন। ময়নাগুডি আনন্দনগরপাড়া বিবেকানন্দ ক্লাব আয়োজন করে রক্তদান শিবিরের।

মাল শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রমের প্রভাতফেরিতে অংশ নেয় সভাষিণী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় সহ বিভিন্ন স্কলের পডয়ারা। আশ্রমে পডয়াদের নিয়ে প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতা হয়েছে। মাল কলোনির নিবেদিতা শিশু বিদ্যালয় থেকেও প্রভাতফেরি

সোনাদেবী কিন্নড় আখড়া দুঃস্থদের সরস্বতীপুর চা বাগানে ১০০ জন শীতবস্ত্র বিলি করে। সৎকার সমিতির উদ্যোগে আয়োজিত

এটিও মালবাজার ক্লাবে এদিন বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। তৃণমূলের রাজগঞ্জ ব্লক কমিটি ভটকিরহাটে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন উদযাপন করে।শ্রীসংঘ ক্লাবের মাঠে আয়োজিত হয় ক্রিকেট ম্যাচ। ব্যাট হাতে নামেন রাজগঞ্জের বিধায়ক খগেশ্বর রায়।

তৃণমূলের খারিজা বেরুবাড়ি-

সামনে স্বামীজির মূর্তিতে মাল্যদান ঘুঘুডাঙ্গা বাজারে দলীয় কার্যালয়ের সামনে দিনটি পালন করা হয়। চালসার গোলাইয়ে বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। তালমা রামকৃষ্ণ আশ্রমের তরফে



স্বামীজির জন্মদিনে বিশেষ শোভাযাত্রায় খদেরা। ছবি : অনীক চৌধরি

একটি ক্রীড়া প্রতিযোগিতার শুরুতে অনুষ্ঠানটি হয়।

দুঃস্থকে একটি করে কম্বল এবং মিষ্টির প্যাকেট দেওয়া হয়।

ধৃপগুড়ি পুরসভাও শৃহরের বিবেকানন্দপাড়া এবং সংহতিনগর মোডে স্বামীজির মূর্তিতে মালা পরায়। ঝাড় আলতাগ্রাম-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসুয়ারডাঙ্গা এমএসকে-তে স্ফোসেবী সংস্থা 'ইচ্ছেডানা' এবং জলপাইগুড়ির নেহরু যুব কেন্দ্রের তরফে দিনটি উদযাপন করা হয়। অখিল ভারত বিবেকানন্দ যুব মহামণ্ডলের ধুপগুড়ি শাখাও বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

প্রথম দিনে ভিড় করেছেন স্থানীয়রা।

জনভার 終

জনতা : সন্ধ্যা হলেই হাতি বা অন্য প্রাণীদের আনাগোনা বাড়ছে, তারপরেও বহু জায়গায় পর্যাপ্ত পথবাতি নেই কেন?

সভাপতি : কাজ চলছে, সমস্যা মেটাতে সময় প্রয়োজন। আমরা মোরাঘাট ও বিন্নাগুড়ি বন্যপ্রাণ বিভাগকেও সাহায্যের অনুরোধ জানিয়েছি। কিছু সার্চলাইট দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।

জনতা : বিরোধী জনপ্রতিনিধির এলাকায় কাজ না হওয়ার অভিযোগ উঠছে, কী বলবেন?

সভাপতি : এটা ভূল অভিযোগ। নতুন গঠিত এই সমিতিতে ফান্ডের অভাব রয়েছে। এরমধ্যেও আমরা কাজগুলি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করে চলেছি।

জনতা : বানারহাট পঞ্চায়েত সমিতির নিজস্ব ফান্ড তৈরির জায়গা কম। কী ব্যবস্থা নিচ্ছেন?

সভাপতি: নতুন এই সমিতি এখনও স্বনির্ভর নয়। ফান্ড বাড়ানোর ব্যাপারে বিডিও সমিতির মিটিং সদস্যদের সঙ্গে করেছি আগামীতে পার্ক, মার্কেট কমপ্লেক্স নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে।

জনতা : বানারহাট বিন্নাগুড়িতে ডাম্পিং গ্রাউভ একটি বড় সমস্যা। সমাধানে কী করবেন? সভাপতি : এব্যাপারে এখনও

কোনও সিদ্ধান্ত সমিতিতে গৃহীত হয়নি। আমরা গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে এব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আর্জি জানিয়েছিলাম। জনতা : সরকারি ফান্ডের

ব্যাপারে কী বলবেন?

ছুটতে হচ্ছে কেন?

তৈরি: ২০২১ সালে জনসংখ্যা : ২,১৮০০০ (২০১১ আদমশুমারি অনুযায়ী) মোট আসন : ২১

ইতিমধ্যে আমরা জেলা স্তরে

সভাপতি : কিছু ফান্ড পেতে রাজ্য সরকারের ব্যাপার। এব্যাপারে কেটে যাবে।

গেলে সেসব কি আদৌ পুরণ হয়? অথবা নতুন কোনও সমস্যার সমাধান নিয়েও উদ্যোগের অভাব? এরকমই একাধিক বিষয় নিয়ে উত্তরবঙ্গ সংবাদের প্রতিনিধি <mark>জিস্থু চক্রবর্তী</mark> মুখোমুখি হলেন বানারহাট পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির।



সুমন্তি মুভা সভাপতি, বানারহাট পঞ্চায়েত সমিতি

কী করবেন १

দেরি হচ্ছে, কিছু এখনও পাইনি। বিষয়গুলি জেলা স্তরে মিটিংয়ে তুলে

'টাকা নেই ফান্ডে'

কতই না প্রতিশ্রুতি, কতই না প্রত্যাশা। কিন্তু একবার ভোট বৈতরণি পেরিয়ে

জনতা : ব্লকের বিভিন্ন সমস্যায় এখনও বাসিন্দাদের ধূপগুড়িতে

একনজরে

মোট গ্রাম পঞ্চায়েত: সাতটি

(তৃণমূল-১৮, বিজেপি-৩) সভাপতি : যে সমস্ত অফিস এখনও গড়ে ওঠেনি সেগুলি নিয়ে

আবেদন জানিয়েছি। জনতা : এই ব্লকের চা শ্রমিকরা চা সুন্দরী, পাট্টা থেকে বঞ্চিত। কী

সভাপতি : এটি পুরোপুরি

বিধায়ককে অনুরোধ করব। জনতা : ব্লকের বিভিন্ন শ্মশান পরিকাঠামো গত সমস্যায় ভুগছে।

সভাপতি : বানারহাটের একটি শ্মশানে লাইটের ব্যবস্থা করা হয়েছে। গয়েরকাটা শ্বাশানটি জেলা পরিষদ নির্মাণ করেছিল। কোনও সমস্যা থাকলে জেলা পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ করব। দরামারিতে কোনও সমস্যা আছে বলে শুনিনি। থাকলে খতিয়ে দেখব।

জনতা : মধবনী পার্কে একাধিক সমস্যা রয়েছে, কী বলবেন?

সভাপতি : ওটি ধৃপগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির অধীনে^ইছিল। আমাদের হস্তান্তরের কথা ছিল। দ্রুত সেটি আমাদের অধীনে নেওয়ার क्रिष्ठा ठानािष्ट्र।

জনতা : রাস্তাঘাট, পানীয় জলের সমস্যা নিয়ে কী বলবেন? সভাপতি : এজন্য দায়িত্ব

নেওয়ার পর একাধিক টেন্ডার করেছি। ফান্ড কম থাকায় কিছ ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে। দ্রুত এই সমস্যা

ধর্ষণ কাণ্ডে সিপিএমের বিক্ষোভ

১২ জানুয়ারি রাজগঞ্জ. অভিযোগে তরুণীকে ধর্ষণের পুলিশ আধিকারিকের গ্রেপ্তারের দাবিতে রবিবার বিক্ষোভ সিপিএমের গণতান্ত্ৰিক সমিতি, ডিওয়াইএফআই এসএফআইয়ের এবং নেতা-কর্মীরা। রাজগঞ্জ থানার ওই সাব-ইনস্পেকটর সুব্রত গুনকে পদ থেকে সরানোর দাবি জানান তাঁরা। রাজগঞ্জ বাজাব পবিক্রমা কবে মিছিলটি এদিন থানার সামনে জড়ো হয়। পরে তাঁরা স্মারকলিপিও দেন।

গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির জলপাইগুডি জেলা সম্পাদিকা রিনা সরকার বলেন, 'পুলিশ ঘটনাটিকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে।' উত্তরবঙ্গ সংবাদের খবর দেখেই প্রথম এই ন্যক্কারজনক ঘটনাটি জেনেছেন তাঁরা। অবিলম্বে অভিযুক্ত পুলিশ অফিসারকে পদ থেকে সরিয়ে নিরপেক্ষ তদন্ত করার দাবি ওঠে এদিনের বিক্ষোভে। এবিষয়ে রাজগঞ্জ এরিয়া কমিটির সম্পাদিকা মেরিনা বেগম প্রশ্ন তোলেন, 'পুলিশই এরকম ঘটনা মহিলাদের নিরাপত্তা কোথায়?' বিক্ষোভ মিছিলে উপস্থিত ছিলেন সিপিএমের রাজগঞ্জ এরিয়া কমিটির সম্পাদক রতনকুমার রায়, ডিওয়াইএফআইয়ের লোকাল কমিটির সম্পাদক সঞ্জ মিস্ত্রি, এসএফআইয়ের রাজগঞ্জ লোকাল কমিটির সম্পাদক মান্নান হোসেন, মহিলা সমিতির জেলা নেত্রী কৃষ্ণা

নাগ চক্রবর্তী প্রমুখ। রাজগঞ্জ থানার আইসি অনুপম মজুমদার সিপিএমের স্মারকলিপির উর্ধ্বতন বিষয়টি কর্তপক্ষকে জানিয়েছেন।



অনীক চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ১২ জানয়ারি : রাজ্য সরকার পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়য়াদের ৪০তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার গুরুত্বপূর্ণ পদ থেকে সরে দাঁড়াচ্ছেন দুই শিক্ষক। রবিবার তাঁরা ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে রাজ্য প্রাথমিক শিক্ষা সংসদে ই-মেলের মাধ্যমে পদত্যাগপত্র পাঠাচ্ছেন বলে খবর।

উল্লেখ্য, সংসদ এ বছর রাজ্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতার জন্য একটি কমিটি তৈরি করে। সেখানে বিভিন্ন জেলার শিক্ষকদের স্থান দেওয়া হলেও পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির রাজ্য সভাপতি মইদুল ইসলামকে রাখা হয়নি। তা নিয়ে সমিতির সদস্যদের মধ্যে ক্ষোভ ছড়ায়। এরই প্রতিবাদে জলপাইগুড়ির দুই শিক্ষক পদত্যাগ করেন বলে জেলা তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি সূত্রে খবর।

অবশ্য রাজগঞ্জ সার্কেলের সদরিপাড়া বিএফপি স্কুলের শিক্ষক নিমাই পালের কথায়, 'ব্যক্তিগত কারণে আমি সংসদের অব্যাহতি পদত্যাগপত্র পাঠিয়েছি। তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সঙ্গৈ এর কোনও সম্পর্ক নেই। আমি পদ থেকে অব্যাহতি চেয়েছি ঠিকই, কিন্তু আমি আমার মতো

প্রতিযোগিতা পরিচালনায় সাহায্য করব।' নিমাইবাবুকে প্রতিযোগিতায় জয়েন্ট কোঅর্ডিনেটর পদে মনোনীত করা হয়েছিল। পাশাপাশি জলপাইগুড়ির স্পোর্টস কমিটির সদস্য হিসাবে নিযুক্ত রাজগঞ্জ সার্কেলের চাওয়াইডাঙ্গি স্কুলের শিক্ষক দীপঙ্কর বিশ্বাসও অব্যাহতি চেয়েছেন।

তিনি অবশ্য জানান, তৃণমূল

প্রাথমিক শিক্ষক সভাপতিকে স্পোর্টস কমিটিতে না রাখার কারণেই পদত্যাগ করছেন। তাঁর কথায়, 'রাজ্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় সংগঠনের রাজ্য সভাপতির নাম নেই যেখানে, সেখানে একটা পদ নিয়ে থাকব এমন মানসিকতা আমার অন্তত নেই। তাই আমি পদত্যাগ করেছি ঠিকই, কিন্তু একজন শিশু ও ক্রীড়াপ্রেমী শিক্ষক হিসাবে রাজ্য স্পোর্টসে সর্বতোভাবে উপস্থিত সহযোগিতা তিনি এও জানান, সোমবার পর্ষদ সচিব ও জেলার স্পোর্টস কমিটির আহ্বায়ককে তাঁর লিখিত পদত্যাগপত্র জমা দেবেন।

এখন দেখার, রাজ্য প্রাথমিক ক্রীড়ায় পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির রাজ্য সভাপতিকে কোনও পদে না রাখার রেশ কতদর গডায়।

চালসা, ১২ জানুয়ারি : রবিবার সাতসকালে মাটিয়ালি ব্লকের বিধাননগর গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম বাতাবাড়ি এলাকায় একটি খড়ের গাদায় আগুন লাগে। রবিবার সকালে স্থানীয় বাসিন্দারা মনজিৎ ওরাওঁয়ের খড়ের গাদায় হঠাৎ করে আগুন দেখতে পান। মুহূর্তের মধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। মাল দমকলকেন্দ্রে থেকে দমকলের একটি ইঞ্জিন এসে প্রায় আধ ঘণ্টার চেষ্টায়

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, এলাকার এক খুদে খড়ের গাদার পাশে পটকা ফাটায়। তার জেরেই এই আগুন লেগেছে বলে বাসিন্দাদের অনুমান।

ফালঝোরার পথ ভুলেছে পরিযায়ী



কৌশিক দাস

ক্ৰান্তি. ১২ জানুয়ারি 'ফালঝোরা' ক্রান্তি ব্লকের বাঁসিন্দাদের কাছে চেনা হলেও জলপাইগুড়ি জেলার অন্য প্রান্তের মানুষ তেমন পরিচিত নন নামটির সঙ্গে। রাজাডাঙ্গা এবং ক্রান্তির বুক চিরে বয়ে গিয়েছে ২২ কিমি দৈর্ঘ্যের এই ফালঝোরা নদী। বছরের অন্য সময় তার ধীরস্থির রূপ দেখে সেটিকে শান্ত বলে মনে হলে ভূল হবে। বর্ষায় এই নদীর জল উপচে ভাসিয়ে দেয় দু'ধারের জনপদ।

রায়, ক্রান্তি গ্রাম পঞ্চায়েতের একসময় এই নদী ক্রান্তি ব্লকের স্কুলটির চেয়ারম্যান দীনেশচন্দ্র রায় বহু মানুষের জীবিকা অর্জনের কাজে সাহায্য করত। কিন্তু নদীর বর্তমান প্রমুখ। ক্রান্তিতে এমন ইংরেজিমাধ্যম श्रून ति वनतार हता। अपितित পরিস্থিতি সেরকম নয়। দৃষিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অভিভাবকদের নদীটি অবিলম্বে বাঁচানোর অনুরোধ জানিয়েছেন সচেতন নাগরিকরা।



উৎস থেকে মোহনা পর্যন্ত ফালঝোরার প্রবাহপথ তীরবর্তী অঞ্চলের 'লাইফলাইন'। কিন্তু বর্তমানে এর জল বিষাক্ত হয়ে উঠেছে ক্রমাগত। কিন্তু এর কারণ কী? স্থানীয় প্রাক্তন শিক্ষক সম্বল সরকারের মতে, 'চা বাগানগুলিতে বর্তমানে মাত্রাতিরিক্ত কীটনাশক ওষুধ প্রয়োগ করা হয়। সেগুলি বৃষ্টির জলে ধুয়ে নদীতে মিশছে। তাছাড়া, জনসাধারণের মধ্যে

সচেতনতার অভাব তো রয়েইছে।'

ফালঝোরার নদীয়ালি মাছের

চাহিদা এবং স্বাদ বিখ্যাত। এই নদীকে কেন্দ্র করে প্রচুর মৎস্যজীবীর জীবিকানিবাহ হত। কিন্তু নদীকে বারবার দৃষণের কবলে পড়তে হচ্ছে। মাসদুয়েক আগেও আবর্জনা বা তেলজাতীয় পদার্থ নদীর জলে মিশে জলের রং কালো হয়ে যায়। প্রচুর মাছ মারা যায়।

শীতকালে ফালঝোরাকে নিরীহ মনে হলেও বর্ষার জল পড়তেই নদী হিংস্র হয়ে ওঠে। ফালঝোরার ভাঙনে

নদীগর্ভে চলে গিয়েছে, তার ইয়তা নেই। প্রাণঘাতী এই নদীতে স্নান করতে নেমে চোরাম্রোতে তলিয়ে যাওয়ার ঘটনাও রয়েছে। এই দৃষণকে অশনিসংকেত হিসেবে দেখছেন ভূগোলের শিক্ষিকা সোমা গুহ। তাঁর কথায়, 'সচেতনতা ছাড়া অন্য কোনও

কত ভিটেমাটি এবং চাষের জমি যে বোয়াল, ফলি সহ প্রচুর মাছ পাওয়া

বিকেলে ধনতলা, ক্রান্তির বিভিন্ন এলাকায় বিক্রি করতে যেতেন। বিক্রেতা মহম্মদ আবুল জানান, এখন সেসব মাছ পাওয়া গেলেও আগের তুলনায় সংখ্যা অনেকটাই কম।

এলাকার দুর্গা প্রতিমার বিসর্জন হয়। বিসর্জনের পরে প্রতিমার কাঠামো তোলার 'রেওয়াজ' নেই। দিনের পর দিন সেগুলো নদীতেই ভেসে থাকছে। ক্রান্তি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পঞ্চানন রায় এই নিয়ে সাধারণ মানুষের সচেতনতা বাড়ানোর ওপরে জোর দিয়েছেন। সেইসঙ্গে নদী সংলগ্ন এলাকার কৃষকদের নদীকে রক্ষা করতে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়ার

কয়েকবছর আগেও শীতকালে ফালঝোরার ধারে পরিযায়ী পাখিদের

কথা জানিয়েছেন।

করছেন সকলে।

■ চা বাগানে যথেচ্ছ পরিমাণে ব্যবহৃত কীটনাশক

বিপদের কারণ

নদীতে প্রতিমা বিসর্জন

 সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতার অভাব

💶 নদীতে আবর্জনা ফেলা

উপায় নেই। নদী না বাঁচলে বাস্তুতন্ত্রের বিরাট ক্ষতি। একসময় ফালঝোরা নদীতে ট্যাংরা, পুঁটি, শোল, টাকি, দারিকা,

দেখা যেত, এখন সেসব গল্পকথা।

এই নদীতে ক্রান্তির বিভিন্ন

ফের কবে নদীতে তাদের জলকেলি করতে দেখা যাবে, তারই অপেক্ষা

কুমুছে ব্যবসায়ীর সংখ্যাও

ভুটানিরা

আসেন না

ামান্ত হাটে

আশঙ্কা।

হাঁট বসে গত তিন দশকেরও বেশি

এলাকার বাসিন্দারা। সেখানের

থেকে এই ছবিতে কিছটা পরিবর্তন

দেখা দিয়েছে। করোনা অতিমারির

সময় দুই দেশের সীমান্ডের বিভিন্ন

বিধিনিষৈধে ভূটানের বাসিন্দারা

এখন আর সেভাবে পা রাখছেন

না চামুর্চির হাটে। কপালে ভাঁজ

পড়েছে ব্যবসায়ীদের। দিনবদলের

আশায় যদিও এখনও ওই হাটে

চেকপোস্ট সংলগ্ন এলাকায় হাটটি

বসছে। রবিবার করে হাটে চলে

হঠাৎ করে ভুটান তার সীমান্ত

বরাবর প্রাচীর দেওয়ায় হাটের

আয়তন কমেছে। সেইসঙ্গে কমছে

ব্যবসায়ীদের সংখ্যাও। সীমান্তের

এক ব্যবসায়ী তাপস পাল জানান,

এই হাটের কোনও নির্দিষ্ট জায়গা

নেই। দিনভর রাস্তার পাশে বসে

ব্যবসা করতে হয়। দুর্ঘটনার

আশঙ্কায় এখন সেখানে ১০০

জন ব্যবসায়ী বসেন। আগে সেই

সমিতির সম্পাদক সরিফুল আনসারি

জানান, করোনার পর 'দুই দেশের

বাসিন্দাদের যাতায়াতে কড়া নিয়ম

জারি করা হয়েছিল। সেই নিয়ম

মানতে গিয়ে ভূটানের বাসিন্দারা

আর সাপ্তাহিক হাটে আসছেন না।

হাট, অথচ হাটের একটা নিজস্ব

তাঁর কথায়, 'এত পুরোনো

চামূর্চি চেকপোস্ট ব্যবসায়ী

সংখ্যাটা ছিল ২০০।

বিকিকিনি। ব্যবসায়ীদের

গত ৩৫ বছর ধরে চামুর্চি

জিনিসপত্র নিয়ে বসছেন তাঁরা।

পণ্যবাহী গাড়িতে পিকনিকের দল

নিষেধাজ্ঞা উড়িয়ে যাতায়াত

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

১২ জানুয়ারি : নতুন বছরের দ্বিতীয় রবিবার। সকাল থেকেই পাডার মোডে দাঁডিয়ে পিকনিকের গাড়ি। চলছে বেলুন দিয়ে গাড়ি সাজানোর পর্ব। এরপর সকলে নিজেদের গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। তবে সবার ক্ষেত্রেই একটা জিনিস একই। সেটা হল উচ্চগ্রামে ডিজে বক্স বাজানো। তার সঙ্গে নিয়ম ভেঙে একের পর এক পণ্যবাহী গাড়িতে পিকনিকের দলকে ছটতে দেখা যায়। রবিবার দিনভর জেলাজুড়ে এরকম দৃশ্যই চোখে

এদিন সকাল থেকে ডুয়ার্সের বিভিন্ন পিকনিক স্পটে ভিড় চোখে পড়ে। ডুয়ার্সের লালিগোলা থেকে মূর্তি, জলঢাকা সেতু, ঝালং পিকনিক স্পটে দলে দলে লোক আসে। বেশিরভাগ গাড়িতেই ডিজে বক্স বেজেছে উচ্চগ্রামে। প্রশাসনের তরফে বছর কয়েক ধরেই পণ্যবাহী গাড়িতে পিকনিক বন্ধ রয়েছে। তবে কে শোনে কার কথা। প্রশাসনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে এদিন লাটাগুড়ি গ্রিন লেভেল ওয়েলফেয়ার ময়নাগুড়ি মালবাজারগামী ৩১ নম্বর সোসাইটির সম্পাদক

পিকনিকের দলকে যেতে দেখা যায়। বেশ কিছু জায়গায় পুলিশ প্রশাসনের তরফে গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রণে নজরদারির জন্য চেকিংয়ের

নিয়ম কোথায়

- এদিন সকাল থেকে ডুয়ার্সের বিভিন্ন পিকনিক স্পটে ভিড় চোখে পড়ে
- নিয়ম ভেঙে একের পর এক পণ্যবাহী গাড়িতে পিকনিকের দলকে ছুটতে
- চলে উচ্চগ্রামে ডিজে বৰা বাজানো
- পুলিশ চালকদের গাড়ি ধীরে চালানোর পরামর্শ দেয়

ব্যবস্থা থাকলেও নিয়ম ভেঙে একাধিক গাড়ি চলে বলে অভিযোগ। এতে প্রশাসনের ভমিকায় প্রশ্ন উঠছে।

জাতীয় সড়কে পণ্যবাহী গাড়িতে মজুমদার বলেন, 'প্রশাসনের নিয়ম যে শুধু কাগজে-কলমে সীমাবদ্ধ তা এদিন ফৈব একবাব প্রমাণিত হয।'

> যদিও সকাল থেকে পিকনিক দলের ওপর নজরদারির জন্য ময়নাগুড়ি লাটাগুড়িগামী ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের একাধিক স্থানে পুলিশ ছিল। সাউন্ড বক্স নিয়ে চলছে এমন একাধিক গাড়ির চালককে আটক করা হয়েছে।

ময়নাগুডি থানার ওসি অতুলচন্দ্র দাস বলেন, 'এদিন পিকনিক দলের গতিবিধির ওপর ৩১ নম্বর জাতীয় সডকের সিঙ্গিমারি মোড়ে নজরদারি চালানো হয়। সেখানে পিকনিক দলের গাড়ির **চালকগুলোকে ধীরে গাড়ি চালাবার** জন্য সচেতন করার পাশাপাশি ডিজে না বাজাবার নির্দেশ দেওয়া হয়।'

ডয়ার্সগামী বেশিরভাগ পিকনিকের গাড়িকেই গরুমারা ও লাটাগুডি জঙ্গলের মাঝে ৩১ নম্বর জাতীয় সড়ক ব্যবহার করতে হয়।

এদিনও ওই পথে পিকনিকের গাড়িগুলির ওপর বিশেষ নজরদারি ছিল বন দপ্তর ও পুলিশ প্রশাসনের। অনেক সময় দেখা গিয়েছে পিকনিক দলগুলি এই পথে জঙ্গলের মাঝে



প্রশাসনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে পণ্যবাহী গাড়িতে যাতায়াত। রবিবার।

নেমে তাদের টিফিনও সারে। তবে বহু লোক পিকনিক করতে আসে। এদিন নজরদারি থাকায় জঙ্গলের মাঝে কোনও পিকনিক দলকে নামতে দেখা যায়নি ক্রান্তি ব্লকের নিশানডোবা পিকনিক স্পটেও এদিন

এদিন বেলাকোবা বেসরকারি পানীয় জল প্রস্তুতকারী সংস্থার কর্মীরা এদিন মূর্তি এলাকায় পিকনিকে আসেন।

পিকনিক শেষে ওই বেসরকারি সংস্থার তরফে তাদের ব্যবহাত খাবার প্লেট, গ্লাস নিজেরাই এক জায়গায় জড়ো করে আগুন লাগিয়ে পরিষ্কার করে দেন।

আগুনে ছাই

বাড়ি

গয়েরকাটা, ১২ জানুয়ারি অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই হল একটি বাড়ি। রবিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটে বানারহাট থানার অন্তর্গত শালবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের চামটিমুখি এলাকায়। ওই এলাকার বাসিন্দা ধনেশ্বর রায়ের বাড়িতে ঘটনাটি ঘটে। আগুন লাগার সময় পরিবারের কেউ বাড়িতে ছিলেন না। খবর পেয়ে বাড়িতে ছুটে আসেন তাঁরা। বাড়িতে থাকা চারটি টিনের ঘর নিমেষের মধ্যেই পুডে ছাই হয়ে যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় ধূপগুড়ি দমকলের একটি ইঞ্জিন। তবে আগেই পুড়ে যায় সবকিছু। বাডিতে থাকা নগদ টাকাও পুড়ে যায় বলে জানা গিয়েছে।

ধনেশ্বর রায় বলেন, 'আমি ও পরিবারের লোকেরা বাড়ির বাইরে ছিলাম। হঠাৎ আগুন লাগার খবর পেয়ে বাড়িতে এসে দেখি সব শেষ। বাড়িতে থাকা জমি বিক্রির এক লক্ষ টাকাও এদিন পুড়ে যায়। টোটো চালিয়ে সামান্য কিছু আয় করি। কীভাবে সব সামাল দেব কিছ বুঝে উঠতে পারছি না।'

নাগরাকাটা, ১২ জানুয়ারি : কাঁঠালগুড়ি চা বাগানের শিশুদের নিয়ে সচেতনতামূলক শিবির হল। রবিবার স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ভূয়ার্স জাগরণ আয়োজিত ওই শিবিরে বাগানের মোট ৬৫ জন শিশু অংশ নেয়। তাদের পড়াশোনা চালিয়ে যেতে উদ্বুদ্ধ করার পাশাপাশি বাল্যবিবাহ, পাচার. দ্রপআউট ও শিশুশ্রমিকের মতো বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা ও সেগুলির কুফল নিয়ে সংস্থার কর্ণধার ভিক্টর বসু বিশদে আলোচনা করেন। ডুয়ার্স জাগরণ অনেকদিন ধরে বিভিন্ন চা বাগানে শিশুদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। মূলত বাগানগুলির কোনও শিশু বা কিশোর- কিশোরী যাতে স্কুলছুট না হয় ওই সংগঠনটি তার ওপর জোর দেয়। অনেক স্কুলছুট ছাত্ৰছাত্ৰীকে ফের স্কুলমুখী করে তুলতে ডুয়ার্স জাগরণের ভূমিকা অপরিসীম।

চারা বিলি

বিজেপির শ্রমিক সংগঠন ভারতীয় জনতা মজদুর সংঘের উদ্যোগে রবিবার আয়োজিত হল স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির। এদিন স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে স্থানীয় সত্যনারায়ণ ঠাকুরবাড়িতে এই শিবির হয়। এদিনের শিবিরে ১০০ জনের বেশি শ্রমিকের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। তাঁদের প্রয়োজনীয় ওষুধ দেওয়া হয়। পাশাপাশি শিবিরে অংশ নেওয়া প্রত্যেককে একটি করে চারাগাছ দেওয়া হয়।

বানারহাট, ১২ জানুয়ারি : করতে হচ্ছে।' তাঁদের দাবি, দুই ভুটান সীমান্তে চামুর্চি চেকপোস্ট দেশের বাসিন্দাদের আসা-যাওয়ার বিধিনিষেধ আরও শিথিল করা সময় ধরে। একদিনের এই হাটে হোক। এই হাটটি সীমান্ত এলাকার পসরা সাজিয়ে বসেন সীমান্ত সংলগ্ন বাসিন্দাদেব জীবিকা অর্জনেব একমাত্র ভরসা। প্রশাসন এই হাটের বিকিকিনির ওপর নির্ভর করে চলে পরিকাঠামোর উন্নয়ন না করলে এলাকার অর্থনৈতিক অবস্থা আরও তাঁদের সংসার। করোনাকালের পর তলানিতে পৌঁছাবে বলে সরিফুলের

রোডের পাশে বসে দিনভর ব্যবসা

ভূটানের সামসীর বাসিন্দা সিরিং ডোমা এদিন এই হাটে এসেছিলেন। তিনি অনেকবছর ধরে এই হাটে আসেন বাজার করতে। বললেন, 'এখন নিয়ম হয়েছে মাছ,

ব্যবসায় লোকসান

- করোনার পর থেকে দুই দেশের যাতায়াতের বিষয়ে কড়া বিধি জারি
- 💶 কয়েকটি জিনিস ভারত থেকে ভুটানে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা
- 💶 ভূটানের তরফে সীমান্ত এলাকায় প্রাচীর দেওয়ায় কমেছে ব্যবসার জায়গা

মাংস, শুঁটকি মাছ এবং কয়েকটি শাকসবজি এখান থেকে ভুটানে নিয়ে যাওয়া যাবে না। সেজন্য অনেকে এই হাটে আসতে চাইছেন না।' ব্যবসায়ী ইসরাইল আনসারিও একই সমস্যার কথা বললেন।

ইন্দো-ভূটান অ্যাসোসিয়েশন সদস্য রেজা করিম আশ্বাস দিয়ে বলেন, 'ভূটানের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমাদের আমন্ত্রণ করা হয়। সেইসময় সেই দেশের প্রশাসনকে বিষয়টি জানাব।[:]



চামুর্চি চেকপোস্টের হাটে কেনাকাটায় ব্যস্ত ভূটানের বাসিন্দারা।

বাসে ওঠার সময় গয়না চুরি

ওদলাবাড়ি থেকে বানারহাটগামী চেন খোলা রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে বেসরকারি বাসে ওঠার সময় এক মহিলার হ্যান্ডব্যাগ থেকে সোনার গয়না চুরির অভিযোগ। রবিবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটেছে ওদলাবাড়িতে।

বানারহাটের বাসিন্দা মুন্নি শাহ সম্প্রতি ক্রান্তি ব্লকের চ্যাংমারিতে এসেছিলেন। সেখানে তাঁর বাপের

চ্যাংমারিতে মুন্নির রাজকুমার শাহের একটি সোনার দোকান রয়েছে। সেখানে সোনার গয়না মেরামত করিয়ে এদিন বানারহাটে ফিরছিলেন। সেইসময় ঘটনাটি ঘটেছে। জানালেন, নাবালক ছেলের সঙ্গে বাসে চাপার

ওদলাবাড়ি, ১২ জানুয়ারি : পর তিনি দেখেন, তাঁর হ্যান্ডব্যাগের চিৎকারজুড়ে দিয়ে বাস থেকে নেমে পড়েন মুন্নি।

ওই মহিলাকে এদিন বাসে ওঠাতে এসেছিলেন তাঁর বাবা। তিনি খেয়াল করেছিলেন, দুজন ২৫-২৬ বছর বয়সি মহিলা বাসে ওঠার সময় মুন্নির আশপাশে ঘোরাঘুরি করছিল। ওই ঘটনার পর আর তাদের খঁজে পাওয়া যায়নি। অনুমান করা হচ্ছে, তারাই গয়না চুরি করে পালিয়েছে।

খবর পেয়ে মাল থানার পুলিশ

ওদলাবাড়ি বাসস্ট্যান্ডে এসে মুন্নি শাহ'র থেকে ঘটনাটি জানে। মালের আইসি সৌম্যজিৎ মল্লিক জানিয়েছেন, পুলিশ তদন্ত শুরু

স্কুলের হীরক জয়ন্তীর সমাপ্তি

রানিনগর রবীন্দ্রনাথ উচ্চবিদ্যালয়ের পর জনপ্রিয় রিয়েলিটি শো খ্যাত এবছর হীরক জয়ন্তী বর্ষ। রবিবার রাহুল দত্তের সংগীতানুষ্ঠান শুরু হয়। স্কুলটির হীরক জয়ন্তী বর্ষ উদযাপনের শেষ দিন ছিল। এদিন একইসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি। তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে এদিনের অনুষ্ঠানের মঞ্চের নাম হয় 'স্বামী বিবেকানন্দ মঞ্চ'। এই দিনটিকেই স্কুলের প্রতিষ্ঠা দিবস হিসেবে পালন করা হয়।

এদিন স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে অনুষ্ঠান শুরু হয়।

প্রধান শিক্ষক দীপক সরকার ছাত্রছাত্রীদের প্রকৃত মানুষ হওয়ার বার্তা দেন এবং স্বামীজির আদর্শে সমাজ গড়ার দায়িত্ব দেয় তাদের। এরপর পড়য়ারা নাচ, গান, নাটক, আবৃত্তি সহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক

বেলাকোবা, ১২ জানুয়ারি : অনুষ্ঠানে অংশ নেয়। সন্ধ্যা সাতটার স্কুলের হীরক জয়ন্তী উদযাপন

অনুষ্ঠান শুরু হয়েছিল গত ১০

তারিখে। তিনদিন ধরে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ছাত্রছাত্রীদের তৈরি রিলিফ ফান্ড থেকে দুঃস্থদের কম্বল বিতরণ এবং বহিরাগত সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন স্কুলের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীরাও। ১১ জানুয়ারি জলপাইগুড়ির অ্যাকাডেমিক পরিবেশিত মুকাভিনয় সকলের নজর কেড়েছে। তিনদিন ধরে সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্য প্রথান শিক্ষক সবাইকে ধন্যবাদ



রানিনগর রবীন্দ্রনাথ উচ্চবিদ্যালয়ের অনুষ্ঠান।

স্কোয়ার্শের আড়ালে গাঁজা গাছে আগুন

স্কোয়াশ চাষের আড়ালে চলছিল করে দেওয়া হয়েছিল। জলপাইগুড়ি গাঁজা চাষ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে জেলা পুলিশ সুপার খাভবাহালে অভিযানে নেমে রবিবার ধপগুড়ি থানার পুলিশ পূর্ব ডাউকিমারি অবৈধ গাঁজা চাষের বিরুদ্ধে অভিযান এলাকায় প্রচুর গাঁজা গাছ নম্ভ করে। চালানো হচ্ছে। এর আগে চার প্রায় ২০ একর জমিতে স্কোয়াশ তরুণকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। চাষের আড়ালে গাঁজাও চাষ করেছিল কিছু কৃষক। এদিন ধুপগুড়ি থানার আইসি অনিন্দ্য ভট্টাচার্যের বিমল রায় বলেন, 'নেশায় আসক্ত নেতৃত্ব বিশাল পুলিশবাহিনী অভিযান চালায়। পুলিশ জানিয়েছে, প্রায় এগোচ্ছে। অবৈধ চাষাবাদ বন্ধ করা ৫০০-র বেশি গাঁজা গাছ পুড়িয়ে প্রয়োজন। তবে এখনও অনেক ফেলা হয়। এর আগে ধূপগুড়ি ব্লকের জায়গাতেই এই ধরনের অবৈধ গধেয়ারকুঠি গ্রাম পঞ্চায়ৈত এলাকায় চাষাবাদ চলছে।'

ধূপগুড়ি, ১২ জানুয়ারি : অভিযান চালিয়ে গাঁজা গাছ নষ্ট উমেশ গ্র্ণপত বলেন, জেলাজড়ে পুলিশের এমন কাজের প্রশংসা

> করেছেন বাসিন্দারা। স্থানীয় বাসিন্দা হয়ে যুবসমাজ অবক্ষয়ের দিকে

ভাঙন রুখতে ধরধরা নদীতে বাঁধ এলাকায়।নদীপথের যে এলাকাগুলোঁ দেওয়ার উদ্যোগ নিল সেচ দপ্তর। এখনও দখল হয়নি সেখানে ভাঙন পাহাড়পুর এলাকা থেকে শুরু করে জমিদারপাড়া হয়ে ধরধরা নদীর কিছ এলাকা প্লাবিত হয়। ভাঙন রোধ প্রায় ৯০০ মিটার এলাকায় ওই বাঁধ

শুখা মরশুমে ধরধরা কার্যত নালায় পরিণত হলেও বর্ষার সময় উপপ্রধান বেণুরঞ্জন সরকার বলেন, ভয়াবহ চেহারা নেয়। ইতিমধ্যে ধরধরার কিছ জায়গায় দখলদারদের বাঁধ দেওয়া হবে। সোমবার থেকে অধীনে চলে গিয়েছে। নদী দখল করে বাঁধনির্মাণের কাজ শুরু হবে।'

জলপাইগুড়ি, ১২ জানুয়ারি : কংক্রিটের দালান তৈরি হয়েছে কিছু শুরু হয়েছে। ফলে বর্ষার মরশুমে এবং এলাকাকে বন্যার হাত থেকে বাঁচাতেই বাঁধ তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের 'সেচ দপ্তর থেকে ধরধরা নদীতে

সাহায্য আট মহিলার

আট মহিলা বন্ধ রায়পুর চা বাগানে

জলপাইগুড়ি, ১২ জানুয়ারি: বন্ধ র্যাশনের বিভিন্ন সামগ্রী সহ ড্রাই রায়পুর চা বাগানের দুঃস্থ পিরিবারের ফুট এবং শিশুদের চকোলেট দেন। পার্শে দাঁডালেন আট মহিলা। কোনও এছাডাও বয়স্ক মানষের মধ্যে কম্বল সংগঠন কিংবা এনজিও নয়। তাঁরা বিতরণ করেন তাঁরা। উদ্যোক্তাদের সম্পর্কে বন্ধু। করোনার সময় থেকে মধ্যে ছবি চটোপাধ্যায় বলেন, 'আমরা তাঁরা একসঙ্গে কাজ করছেন। রবিবার এই আটজন একসঙ্গে আমাদের স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিনে ওই ছেলেদের সুবাদে। ওরা যেভাবে একে অপরের বন্ধু, ঠিক তেমনই আমরাও। গিয়ে প্রায় ১৫০ দৃঃস্থ পরিবারকে আমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী আমরা নিজেদের উপার্জন থেকে চাল, ডাল, তাঁদের সাহায্য করলাম।

পাঠকের © 8597258697 (লাসে 😸 picforubs@gmail.com শীতের সকালে।। শীতলকুচির গোঁসাইরহাটে ছবিটি



তুলেছেন দিলীপ বর্মন।

আবহাওয়া, পোকায় ক্ষতি আপেল কুলে

চিন্তায় টাকিমারির কৃষকরা

রামপ্রসাদ মোদক

রাজগঞ্জ, ১২ জানয়ারি : পরিশ্রম কম। তারওপর আবার একবার গাছ লাগালে দশ বছরের নামে নিশ্চিন্ত। শুধু গাছের ডাল ছাঁটলেই ফের ফলন পাওয়া যায়। তাই গত কয়েক বছরে রাজগঞ্জ ব্লকের টাকিমারি চরের বাসিন্দাদের আপেল কল চাষে ঝোঁক বেড়েছে। তুলসীপাড়া, ধূপগুড়িবস্তি পঞ্চায়েতপাড়া, এলাকার কৃষকরা লাভের মুখও দেখেছিলেন। তবে এবছর লাভ তো দূরের কথা, চাষের খরচ উঠবে কি না তা নিয়ে চিন্তায় চাষিরা। আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনা ও রোগপোকার আক্রমণে ফলন খারাপ হচ্ছে বলে জানিয়েছেন তাঁরা।

বিভিন্ন শাকসবজি চাষেব পাশাপাশি প্রায় দশ বছর ধরে এক বিঘা জমিতে আপেল কল চাষ করছেন টাকিমারি তলসীপাডার স্থানীয় কৃষক নেপাল দাস। রবিবার ওই এলাকায় গিয়ে দেখা গেল তিনি আপেল কলের পরিচর্যা করছেন। এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতেই বলেন, 'এতদিন চাষ করে লাভের মুখ দেখছিলাম। কিন্তু এবছর আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনায় ফলন ভালো হচ্ছে না। গোদের উপর বিষফোড়ার মতো দেখা দিয়েছে পোকার উপদ্রব।

এছাড়া পাখির অত্যাচারও বেড়েছে। ভালো হত। তাহলে এবছর ভালো প্রায় ৪০ হাজার টাকা খরচ করেছি। সেই টাকা এবার উঠে আসবে কি না

ব্ঝতে পারছি না।' দিলু বর্মন, হরিহর বসাকরাও। এদিকে, বাজারে আপেল ক্ষকদের সাহায্যের আশ্বাস কলের চাহিদা থাকলেও ফলন ভালো দিয়েছেন এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য

না হওয়ায় সেভাব দাম পাচ্ছেন না মদন বর্মন। তিনি বলেন, 'বিষয়টি



টাকিমারি তুলসীপাড়ায় আপেল কুল চাষ।

প্রকাশ দাস। তাঁর কথায়, 'প্রতি বছর আপেল কুল তুলে বাজারে বিক্রি করতাম। কিন্তু এবছর পরিমাণটা অর্ধেক নেমে গিয়েছে। এবছর বাজারে আপেল কুলের ভালো

বলে জানিয়েছেন আরেক কষক নিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের সঙ্গে আলোচনা করব। কৃষকরা যাতে এই সময় সপ্তাহে ১ কুইন্টালের বেশি কিছুটা হলেও ক্ষতিপূরণ পান সেই চেষ্টা করব। এছাড়া, কৃষি দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলব প্রতিকূল পরিবেশে কীভাবে আপেল কুল চাষ করা যায় সেই বিষয়ে যেন চাহিদা রয়েছে। চড়া দামে বিক্রিও তাঁরা আমাদের এলাকায় একটি হচ্ছে। আবহাওয়া ঠিক থাকলে ফলন প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করেন।

মুনাফা হত।' এই পরিস্থিতিতে

চিন্তায় এলাকার আপেল কুলচাষি

নতুন ধাঁচে সরস্বতী প্রতিমা তৈরির আর্জি

অনীক চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ১২ জানুয়ারি : ফেব্রুয়ারি মাসের শুরুতে এবছর সরস্বতীপুজো। মুৎশিল্পীদের হাতে সময় খুব একটা বেশি নেই। তার মধ্যে একটু অন্যরকমের প্রতিমার আবদার কর্নছন অনেকেই। ইন্টারনেট ঘেঁটে হোক কিংবা ছবি নিয়ে মৃৎশিল্পীদের কাছে সেরকম প্রতিমা বানানোর আর্জি নিয়ে হাজির হচ্ছেন তাঁরা। সেসব মাথায় রেখে কাজে লেগে পড়েছেন জীবন, অশোক, দেবু পালরা। মাঝে দু'মাস অবসর কার্টিয়ে ফেলেছেন। দেশবন্ধুপাড়ার শিল্পী রতন পাল

ব্যস্ততার ছবি। ছোট-বড বিভিন্ন আকারের প্রতিমা তৈরির কাজ চলছে। সময়মতো প্রতিমা সরবরাহ করতে শিল্পীরা দিনরাত কাজ করছেন। রতন বললেন, 'এবার বিভিন্ন আকারের সরস্বতী প্রতিমা তৈরি করছি। নতুন কয়েকটি ছাঁচের কাজ করছি। কিছু স্কুল এবং বাড়ির প্রতিমার বায়না নেওয়া আছে। আরও

এই শীতের মধ্যে প্রতিদিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত প্রতিমা তৈরি এবার কাজে ফিরতে পেরে খুশি তাঁরা। করে সেগুলোর ওপর রঙের প্রলেপ দিচ্ছেন। এবার প্রায় ৫০টি প্রতিমা

কয়েকটি প্রতিমা বানিয়ে রাখছি। যাতে

শেষমুহূর্তে কেউ এসে ফিরে না যান।'

সর্বনিম্ন ৫০০ টাকা থেকে ৩৫০০ মুৎশিল্পী মাধব শীল বলেন, 'প্রতিমা

টাকার প্রতিমা রয়েছে। আরেক



প্রতিমা তৈরিতে ব্যস্ত শহরের মৃৎশিল্পীরা।

ৈতেরি এবং সাজসজ্জার কাঁচামালের টাকায় বিক্রি হয়েছে, এবার সেটার দাম কিছটা বেড়েছে। সেই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে প্রতিমা তৈরির খরচও বেড়েছে। যাঁরা বায়না করতে আসছেন, তাঁরা প্রতিমার দাম ঠিক করছি।'

হিন্দুশাস্ত্র মতে, বিদ্যার দেবী সরস্বতী। শিক্ষার্থীরা দেবীর আশীর্বাদ লাভের জন্য প্রতিবছর মাঘ মাসের পঞ্চমী তিথিতে বাগদেবীর আরাধনা দাম কিছুটা বেড়েছে। মৃৎশিল্পীরা জানালেন, এবারের প্রতিমার দাম গতবছরের তুলনায় ৫০-১০০ টাকা বেশি হবে। গতবছর যে প্রতিমা ২০০ দিতে এসেছি।'

দাম হবে ২৫০-৩০০ টাকা। বড প্রতিমাগুলোরও দাম বাড়বে।

তবে দাম বাড়লেও বিক্রি যে খুব গতবাবের কথা টেনে অতিরিক্ত দাম একটা কমবে না, সে বিষয়ে আশাবাদী দিতে রাজি নন। কোনওভাবে বুঝিয়ে সুৎশিল্পীরা। পান্ডাপাড়ার সুৎশিল্পী অশোক দাস বলেন, 'দাম একটু বেশি থাকলেও এবার ১৫টার মতো অডার পেয়েছি। পুজোর আগেরদিন অনেকে প্রতিমা এসে দেখে নিয়ে যান। সেজন্য অতিরিক্ত ৩০-৩৫টি ছোট, মাঝারি করে। কিন্তু এবার সেই প্রতিমার প্রতিমা বানিয়ে রাখব।' বাড়ির পুজোর জন্য প্রতিমার অর্ডার দিতে এসেছিল পড়য়া ইতি সরকার। বলল, 'নিজের পছন্দের প্রতিমা বানানোর অর্ডার

■ ৪৫ বর্ষ ■ ২৩৫ সংখ্যা, সোমবার, ২৮ পৌষ ১৪৩১

নজর দিল্লিতে

সনসংখ্যার দিক থেকে যত ছোট বিধানসভাই হোক না কেন, দিল্লি দখল করতে কে না চায়! বরাবরই দিল্লি মযদার লড়াইয়ের প্রতীক। বিশেষ করে সর্বভারতীয় শাসকদলের তো বটেই। তাই হরিয়ানা ও মহারাষ্ট্রে বিপুল জয়ের পর দিল্লি দখলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে বিজেপি। অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আপ এবং রাহুল গান্ধির কংগ্রেসও হাত গুটিয়ে বসে নেই। ৫ ফেব্রুয়ারির দিল্লি বিধানসভার নির্বাচনে এবার এক জটিল অঙ্ক।

গত তিনটি বিধানসভা নির্বাচনের মতো এবারও আপ-বিজেপি-কংগ্রেসের ত্রিমুখী লড়াই হচ্ছে দিল্লিতে। ২০২০-তে ৭০ আসনের বিধানসভায় আঁপ পেয়েছিল ৬২, বিজেপি ৮টি। ২০১৫ সালে আপের আসন ছিল ৬৭, বিজেপি'র ৩। টানা দশ বছর দিল্লিতে শাসন কেজরির দলের। বিনামল্যে বিদ্যুৎ, জল পাচ্ছেন দিল্লিবাসী। মহিলাদের নিখরচায় বাস-যাতায়াত। এছাড়া মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা সন্মান যোজনা, সঞ্জীবনী যোজনা।

মহিলা সম্মান যোজনায় দেওয়া হয় ১০০০ টাকা। জিতলে বাড়িয়ে ২১০০ টাকা দেবে বলে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। দিল্লির মানুষ আপের রাজত্বে অখশি নন। কিন্তু কেজরিওয়ালদের সততার ভাবমূর্তিতে কালির ছিটে লেগৈছে। সিএজি রিপোর্ট অনুযায়ী, কেজরিওয়ালের ভূল আবগারি নীতির খেসারত দিতে দিল্লি সরকারের ২০২৬ কোটি টাকা লোকসান হয়েছে। আবগারি দুর্নীতির মামলায় গ্রেপ্তার হয়ে তিন মাস তিহারে ছিলেন কেজরিওয়াল। উপমুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়াও জেলে ছিলেন।

এছাড়া মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবন সাজাতে কোটি কোটি টাকা খরচ, দিল্লির নিকাশিনালা, জমা জল, যমুনায় দূষণ ইত্যাদি হাজারো অভিযোগ উঠছে। ফলের আপের ভাবমূর্তির একৈবারে দফারফা। আপের বিরুদ্ধে দুর্নীতিকেই বড় অস্ত্র করে বাজিমাতে মরিয়া বিজেপি। ভোটযুদ্ধে বিজেপির বড় ভরসা নরেন্দ্র মোদি। একসময় দিল্লিবাসী সুষমা স্বরাজ, মদনলাল খুরানার মতো ব্যক্তিত্বদের বিজেপি'র মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে পেয়েছেন। এবার সরকার দখলে কোমর বাঁধছে গেরুয়া শিবির।

লোকসভা ভোটে আপ-কংগ্রেস ছিল একজোট। কিন্তু দিল্লির সাত আসনেই জেতে বিজেপি। স্বাভাবিকভাবে বিজেপির মনোবল তুঙ্গে। বিজেপি জানিয়েছে, ক্ষমতায় এলে মহিলাদের মাসে ২৫০০ টাকা করে দেওয়া হবে। আপ জমানার নানা সুযোগসুবিধা বন্ধ না করার আশ্বাসও দেওয়া হয়েছে। হরিয়ানা ও মহারাষ্ট্রের মতো দিল্লি দখলে আরএসএস

হরিয়ানা ও মহারাষ্ট্রে বিপর্যয়ের প্রেক্ষিতে কংগ্রেসের কিছুটা ছন্নছাড়া অবস্থা আছে তো ঠিকই। যদিও লোকসভা ভোটে দিল্লিতে না পেলেও সারা দেশে প্রায় ১০০ আসন জিতেছে কংগ্রেস। লোকসভার বিরোধী দলনেতা হয়েছেন কংগ্রেসের রাহুল গান্ধি। দিল্লির বিধানসভা নির্বাচনে আপ-কংগ্রেস লড়ছে আলাদাভাবে। 'ইন্ডিয়া' জোট টিকিয়ে রাখা নিয়ে

এই বিভূমনার মধ্যে কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব কিন্তু উজ্জীবিত। তাদের সাফ কথা, কংগ্রেস কোনও এনজিও নয়, একটা রাজনৈতিক দল। সংকটের মুহুর্তে ঘুরে দাঁড়ানোর অভিজ্ঞতা তাদের আছে। এবার কংগ্রেস ২৫ লক্ষ টাকার স্বাস্থ্য কভার এবং 'পেয়ারি দিদি যোজনা'-তে মহিলাদের মাসে ২৫০০ টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

১৯৯৮ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত দীর্ঘ ১৫ বছর দিল্লিতে কংগ্রেসি মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন শীলা দীক্ষিত। অর্থাৎ দিল্লি শাসনের অভিজ্ঞতা কংগ্রেসের ভালোই আছে। সেই শীলা দীক্ষিতের ছেলে সন্দীপ দীক্ষিত এবার ভোটপ্রার্থী। তবে তরুণ প্রজন্মের ক'জন শীলা দীক্ষিতের নাম শুনেছে সন্দেহ। বাস্তবে এই ভোটে কংগ্রেসের হারানোর কিছু নেই। কংগ্রেস আপের ভোট কাটবে। তাতে কিছু আসন হাতছাড়া হতে পারে কেজরির। বৈতরণি পার হওয়া কেজরিওয়ালের পক্ষে খুব সহজ হবে না।

আবার বিজেপির অসুবিধা, জিতলে মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন, কেউ জানে না। তবে দিল্লি বিধানসভার ভোট তিন দলের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ। পরাজয় যে দলের হোক, সেটা তাদের পক্ষে হবে চরম বিড়ম্বনার। দেশ এখন ৮ ফেব্রুয়ারির ফলের অপেক্ষায়।

অমৃতধারা

বোধ থেকে মহাবোধে, সমাধি থেকে গভীর সমাধিতে, জ্ঞান থেকে বিজ্ঞানেই আমাদের যাত্রা শেষ হবে। জীবনটাই যেন হয়ে ওঠে এক পবিত্র মহাপীঠ, যে জীবনের স্পর্শে হাজার-হাজার আগামী জীবন প্রাণলাভ করবে। কোন কিছই ফেলনা নয়। ফেলাও যায় না। যা কিছই ঘটক, জানবে তার সাথেই তিনি। ঘটনা বাদ দিলে-তিনিই থাকেন। আত্মচিন্তা ছাডবে না। ওর মধ্যেই আত্মা আছে। গুরুকে যে ভগবান বলে বুঝতে পারে, তার জ্ঞান হবেই। গুরু স্বয়ং ভগবান। তিনি সবার গুরু। গুরুকে সসন্মানে রাখা কিন্তু শিষ্যের দায়িত্ব। জীব কে? চিন্তার ওঠানামাই জীবের জীবত্ব। চাই এর হাত থেকে পরিত্রাণ। চিন্তার সাহায্য নিয়ে চিন্তার ওপারে যাওয়া সম্ভব। চেষ্টা করলেই সম্ভব। তোমার চেম্টাই গুরুকপা।

লিউডের হৃদয়ে আগুনের ডালপালা

লস অ্যাঞ্জেলেস ভূমিকম্পপ্রবণ। বাড়িতে ইট, সিমেন্ট, লোহার বদলে কাঠের ফ্রেমের ব্যবহার বেশি। সমস্যা এখানেই।



লস অ্যাঞ্জেলেসে প্রতি বছরই বাড়ির জানলা **मि**त्य़ (मिश, मृत्त পাহাড়ের গায়ে আগুন

জ্বলছে। এই আগুন কিন্তু ইকো সিস্টেমেরই

একটি অঙ্গ। ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে প্রকৃতি নিজেই আগুন জালায়। মরা. পুরোনো গাছ পুড়ে মাটিতে নতুন সার হয়। সেখানে নতুন চারাগাছ জন্মায়। অরণ্যের

কিন্তু এবার ধিকিধিকি আগুনকে হঠাৎ এক ঝড় মারাত্মক করে তুলল। দাবানলের খুব একটা দোষ ছিল না। 'রক্তকরবী'তে আছে -- "বাতাস নিয়ে যায় মেঘকে, সেটাকে যদি দোষ মনে করো, খবর নাও বাতাসকে কে দিয়েছে ঠেলা।"

লস অ্যাঞ্জেলেসের বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ল আগুন। আমার জানলা দিয়ে এবার আগুন একদম কাছে। আকাশ কালো। মনে দুশ্চিন্তার মেঘ আর বাতাসে ধোঁয়া।

এবার কী করে যেন সেই ধিকিধিকি আগুন আর ঝড একসঙ্গে এসে মারাত্মক হয়ে উঠল। তার সঙ্গে যোগ হল অসম্ভব শুকনো বাতাস আর কম বৃষ্টি।

সোশ্যাল মিডিয়ার জন্য আজকাল তো দাবানলের মতোই দ্রুত খবর ছডায়। তাই লস অ্যাঞ্জেলেসের আগুন অন্য কোনও দেশকে না ছুঁতে পারলেও খবর ছড়িয়ে গিয়েছে সারা পথিবী।

শনিবার সকালে যে সময় লেখাটা লিখছি. তখনকার খবর এল এ শহর ও তার কাউন্টি মিলিয়ে ছ'জায়গায় আগুন জ্বলছে। তার মধ্যে প্যালিসেডস, আর্চার ও ইটনের আগুন এখনও ভয়াবহ। লিডিয়া, হার্স্ট এসব জায়গার আগুন অনেকটা আয়ত্তে। আমার জানলা দিয়ে আকাশ কালো, এবার আগুন একদম কাছে। মনে দুশ্চিন্ডার মেঘ আর বাতাসে ধোঁয়া। আর সেলফোনে অহরহ অ্যালার্ট।

প্যালিসেডস সমুদ্রের ধারে। হলিউড সেলেব্রিটিরা থাকেন সেখানে। ইটন আমার চেষ্টা করেন? বুলডোজারের মতো ভারী বাড়ির একদম কাছে। লিখতে লিখতেই জানলা দিয়ে আগুন এবং ধোঁয়া দেখতে পাচ্ছি। অম্ভত মনে হচ্ছে।

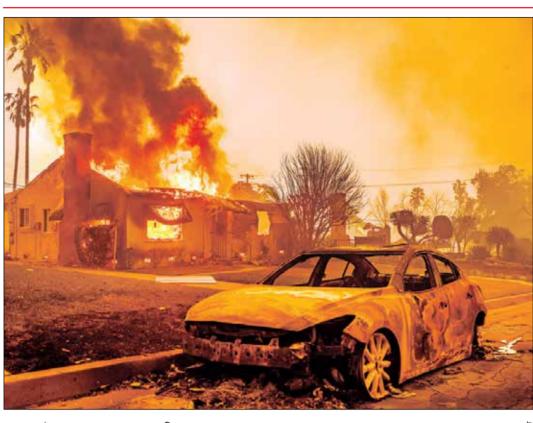
আমেরিকায় অদ্ভূত পরিস্থিতি। প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডির মমান্তিক মৃত্যুতেও যে আমেরিকার স্কুল একদিনও বন্ধ হয়নি, সেখানে লস অ্যাঞ্জেলেস ও তার কাউন্টির সব স্কুল গত তিনদিন বন্ধ।

এক হাজারের মতো বাড়ি পুড়েছে। আজ সকাল পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা এগারো। সরকার ইমার্জেন্সি ও রেড অ্যালার্ট ঘোষণা করেছে।

প্যালিসেডসে সাধারণভাবে হলিউড প্রযোজকরা থাকেন। আর ক্যামেরাম্যান, লাইটম্যান, মেকআপম্যান, সেট ডিজাইনারের মতো শিল্পীরা থাকেন বারব্যাংকে। যেটা ইটন ফায়ারের কাছে। বোঝা যাচ্ছে, হলিউডও আপাতত থমকে গিয়েছে। কে কাজ করবে! এমন ঘটনা আমেরিকা দেখেনি আগে। প্যালিসেডসে এই মুহুর্তে একটি মানুষও নেই, বারব্যাংকেও তাই। সবাই চলে গিয়েছেন অন্য কোথাও। ভাবতে পারেন, এমন শহরে লোকই নেই একটাও।

পরিস্থিতি বুঝবেন, একটা তথ্য শুনলে। ওয়ার্নার্স ব্রাদার্স স্টুডিও, ইউনিভার্সাল স্টুডিও, ডিজনির অফিস, ডক্টর ওডিসি, গ্রেইস আনোট্মি দ্য প্রাইস ইজ বাইটের মতো অজস্র টিভি শো বন্ধ। বন্ধ সিনেমার প্রিমিয়ারও।

মেয়র তীক্ষ্ণ চোখ রাখছেন। আগুন



রুমি বাগচী

কাছে এলেই, সেখানকার মানুষদের সরকারি আবাসে চলে আসার জন্য ই-মেল আর ফোনে অ্যালার্ম পাঠানো হচ্ছে। আর ফায়ার ফাইটাররা প্রাণ দিয়ে আগুনের সঙ্গে লডাই করছেন। শুনলাম, নেভাডা থেকেও প্রচুর ফায়ার ফাইটার চলে এসেছেন

অনেকের কৌতৃহল, কী কী ভাবে তাঁরা যন্ত্র দিয়ে গাছ কেটে ফেলে আগুনের সঙ্গে ব্যবধান তৈরি করেন প্রথমে। ওদিকে পাম্প, হেলিকপ্টার, প্লেন থেকে রাশি রাশি জল ঢালা হয়। আমেরিকার সমস্ত রাস্তায় কিছদর অন্তর জল নেওয়ার আউটলেট থাকে। যেখানে গাড়ি পার্ক করলে মারাত্মক ফাইন।

এই সময় দেখতে পাচ্ছিলাম, আকাশ থেকে তীব্র লাল রঙের ফস-চেক নামের আগুন নিরোধক কেমিক্যাল ও সারের মিশ্রণ ছড়ানো হচ্ছে। লাল রং কেন? পাইলট যাতে দেখে বুঝতে পারেন, কোথায় ইতিমধ্যেই ছডানো হয়েছে। তীব্র হাওয়ার জন্য অবশ্য প্রথম দিকে হেলিকপ্টারও ব্যবহার করা যায়নি। এখন দেখতে পাচ্ছি, অনেক হেলিকপ্টার কাজ করছে।

এক লক্ষ আশি হাজার মানুষকে সরকার বাড়ি থেকে সরিয়ে নিয়ে আবাসে রাখার ব্যবস্থা করেছে। সেখানে খাবার, এসি, ইন্টারনেট সব দেওয়া হচ্ছে। আর দু'লক্ষ মানুষকে সরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে আমার পরিবারও।

লস আঞ্জেলেসের বাডিগুলো কিন্তু সাধারণ বাড়ির মতো নয়। খুব তাড়াতাড়ি আগুনে পুড়ে যায়। এমনিতে এলএ ভূমিকম্পপ্রবর্ণ শহর। তাই এই বাড়িগুলোতে ইট, সিমেন্ট, লোহা খুব কম ব্যবহার করা হয়। হালকা করার জন্য কাঠের ফ্রেম ব্যবহার হয়। এই আগুনের ডালপালা দেখার পর হয়তো

আবার অন্যরকমভাবে ভাবতে হবে। যাতে ভূমিকম্প ও আগুনকে একসঙ্গে সামলানো

এসবের মধ্যে চলছে আরেকটা ব্যাপার। সোশ্যাল মিডিয়ায় খবরকে রসালো করে খেতে দেওয়া। অনেক ভুলভাল খবর রটছেও। বলা হচ্ছে, জানলা ভেঙে জিনিসপত্ৰ লুটপাট চলছে। আসলে উদ্ধার করার ভিডিওকে লটপাটের ঘটনা বলে দেখানো চলছে। জলের অভাব কখনোই হয়নি।জলের মান সামান্য নষ্ট হওয়ায় সরকার ওই জল পান করতে নিষেধ করে ফ্রিতে জলের বোতল সাপ্লাই করছে।

পৃথিবীজুড়ে সবচেয়ে অলীক কাহিনী হল, বিশ্বখ্যাত হলিউড সাইনে নাকি আগুন লেগে গিয়েছে। এটা একেবারে ভূল। এটা একদমই কল্পকাহিনী। হয়তো এরপর একটি জমাটি ফিল্মও হয়ে যাবে।

আগুন লাগার আগেই হলিউড সাইনের চারপাশে দু'মাইল জায়গা একেবারে আলাদা করে দেওয়া হয়েছে। আগুনের সঙ্গে লডাই যেমন চলছে, তেমন বাইডেন সরকারের দিকে ফেমা ও রেডক্রসের মতো নানা বিখ্যাত সংস্থা সাহায্যের শক্ত হাত বাডিয়ে দিয়েছে। যারা ক্ষতি হয়ে যাওয়া সম্পত্তির বেশ অংশ ও চার মাস বাড়িভাড়া করার অর্থ দিচ্ছে ক্ষতিগ্রস্তকে।

প্রেসিডেন্ট বাইডেন রাজ্যকে এই দর্যোগ সামলানোর সমস্ত খরচ দেওয়ার অঙ্গীকার করেছেন। ক্রেডিট ইউনিয়ন সহ নানা ব্যাংক ইতিমধ্যেই বিনা সদে অর্থ ধার দেওয়ার কথা দিয়েছে। 'ভ্যালি কাউন্টি মার্কেট' দুর্গতদের জামাকাপড়, খাবার ও বাথরুম ব্যবহারের জিনিস দিয়ে সাহায্য করছে। এছাড়া খাওয়া. ইন্টারনেট সহ শেলটারের ছড়াছড়ি

ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই যে সরকার এত

খেয়াল রাখছে, আগুন কাছে আসার আগেই সবাইকে সরিয়ে নিচ্ছে, তবু এগারোজন মান্য মুর্লেন কেন্ ?

িখোঁজ নিতে গিয়ে শুনলাম, আমাদের এলাকায় আগুন গায়ে এসে ছ্যাঁকা না দেওয়া পর্যন্ত অনেকেই নিজের বাড়ি ছেড়ে যেতে চাননি। যেমন আমিও চাই না। আর যখন আগুন চলে এসেছিল, তখন চারপাশে উদ্ধার করার আর কেউ থাকে না।

অ্যান্টনি মিশেল আর তাঁর ছেলে জাস্টিন মিশেল দুজনেই অসুস্থ ছিলেন। হাঁটতে পারতেন না। বাড়ির সঙ্গে নিজেদের সহমরণকে ওঁরা বেছে নিয়েছেন। আবার কেউ হয়তো হার্ট অ্যাটাকে মারা গিয়েছেন।

ওয়ার্নিং পেয়েও অরলিন লুই কেলি তাঁর চল্লিশ বছরের স্মৃতিবিজড়িত বাড়ি ছেড়ে যাননি। বাড়ির প্রতিটি কোণ তাঁর প্রিয়। না হোক সেসব জীবন্ত মানুষ। তাই বলে ছেড়ে যাব! এনেট রোসিল্লি, পঁচাশি বছর, প্যালিসেডসের বাড়ি ছেড়ে, পোষা কুকুরকে ছেড়ে যেতে চাননি। এমনই সব ঘটনা। যদিও ঘোড়া সহ সব রকমের পোষ্যদেরও শেলটারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

যা শুনছি, তাতে সোমবার হাওয়ার জোর নাকি আবার একটু বাড়বে। আমার এ পরবাসে আমার সন্তানদের শৈশব-কথা ছাড়া স্মৃতি আর তেমন কই! তবু নিজের হাতে সাজানো এই বাড়ি-বাগান আগুনের হাতে ছেড়ে দিয়ে যেতে কি ইচ্ছে করবে? কিন্তু দরকার হলে যেতে হবে।

"সরিয়ে নিও পুড়তে পারে যা যা/ আসবাব আর জীবন জোড়া ফাঁকা'' সব কি সরানো যায়? তবে স্মৃতির

জায়গা তো মনে। সেখানেই সে থাকবে। (লেখক শিলিগুড়ির ভূমিকন্যা। এখন থাকেন লস অ্যাঞ্জেলেসে।) আজ

১৯৩৮ আজকের দিনে জন্মগ্রহণ





আলোচিত



'ইন্ডিয়া' জোট এককাট্টাই আছে। বিজেপিকে মোকাবিলা করার জন্য আঞ্চলিক দলগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করতে 'ইন্ডিয়া' জোট তৈরি হয়েছিল। সমাজবাদী পার্টি এই জোটকে শক্তিশালী করতে দায়বদ্ধ এবং বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াইরত দলগুলির পাশে রয়েছে দৃঢ়ভাবে।

- অখিলেশ যাদব

ভাইরাল/১



মহিলা হেনস্তায় অভিযুক্ত মানুষ নয়, একটি বাঁদর। ঝাঁসির এক দোকানে ঢুকে পড়েছিল সে। সেখানে ওই মহিলা ক্রেতার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ঘাড়ে চড়ে বসে। জুতোও খুলে নেয়। ভয়ে জড়সড়ো মহিলা। সেই ভিডিও ভাইরাল সমাজমাধ্যমে।

ভাইরাল/২



রাশিয়ার বিমানবন্দরে ব্যাগেজ কনভেয়ার বেল্টকে যাত্রীদের চলার রাস্তা ভেবে উঠে পড়েন এক মহিলা। পৌঁছে যান লাগেজ চেক ইন জোনে। সুটকেসের বদলে মহিলাকে দেখে অবাক কর্মীরা। ভিডিওটি ভাইরাল।

বিবেকানন্দ যেন ইতিবাচক মানসিকতার পূর্ণ বিগ্রহ

আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হেনরি রাইট এক তরুণ সম্পর্কে 'আমেরিকার সব বলেছিলেন, অধ্যাপকের পাণ্ডিত্যকে এক করলেও এই তরুণের জ্ঞানের সমকক্ষ হবে না।' আবার সেই অধ্যাপকই নবীন সন্মাসীকে শিকাগোতে অনুষ্ঠিত ধর্ম মহাসভার পরিচয়পত্র চাইতে গিয়ে বলেন, 'আপনার কাছে পরিচয়পত্র চাওয়া আর সূর্যকে কিরণ দেওয়ার অধিকার আছে কি না জিজ্ঞাসা করার অর্থ একই।

স্বামীজির পাশ্চাত্যের সাফল্যের সংবাদ পরাধীন ভারতের যুব চিত্তকে গর্বে, গৌরবে শুধু আত্মবিশ্বাসী করে তোলেনি, বিপ্লব-আন্দোলনে এক জাগরণ ঘটিয়েছিল। বাংলার ছাত্রদের ঘরের



দেওয়ালে বিবেকানন্দের বাণী লেখা থাকত। তাঁর বই ছিল অবশ্যপাঠ্য। রাওলাট রিপোর্ট বারবার বলেছে, যবসমাজের মধ্যে ভয়ংকব।

আধুনিক যুবসমাজ বিভিন্ন কারণে কিছুটা বিভ্রান্ত ও হতাশাগ্রস্ত, তখন আরও একবার আমরা রবি ঠাকুরের সেই কথাকে স্মরণ করি যেখানে তিনি স্বামীজিকে

ইতিবাচক মানসিকতার এক পূর্ণ বিগ্রহ হিসাবে তুলে ধরেছেন। স্বামীজির প্রাণ্প্রদ বাণীর মধ্যে থাকা উপাদানকে আশ্রয় করে আমাদের দেশের যবসমাজ হতাশা কাটিয়ে নতন আলোর সন্ধান পাবেই পাবে।

সত্যজিৎ চক্রবর্তী, বিবেকানন্দপাড়া, ধুপগুড়ি।

শান্তি, ঐক্যে এখনও প্রাসঙ্গিক স্বামীজি

রবিবার ছিল স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন। শতবর্ষ পরেও তাঁর প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে যায়নি। বরং নতুন করে তা স্মরণ করার মধ্যে দিয়ে তাঁকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করছি।

একদিন তিনি বিশ্বের মানুষের কাছে সর্বধর্মের কথা বলেছিলেন। তবে বর্তমান সমাজে যা ঘটে চলেছে তাতে স্বামীজি বা তাঁর বাণীকে অগ্রাহ্য করা হচ্ছে।এটা কাম্য নয়।তিনি উদাত্ত কণ্ঠে শান্তি, মৈত্রী, সংহতি, ঐক্য ও মহামিলনের ডাক দিয়েছিলেন। কিন্তু আজকের সমাজে দাঁড়িয়ে আমরা তাঁর বাণী বিস্মৃত হয়েছি। আদর্শ থেকে দূরে ছিটকে পড়েছি। আমাদের মধ্যে প্রবল উন্মন্ততা। বিশ্বজুড়ে মারামারি আর রক্তস্রোত। অন্ধ তামসিকতা এখনও আমাদের আচ্ছন্ন করে রেখেছে। ক্ষুদ্র স্বার্থপরতা আজও আমাদের বিভ্রান্ত করে। অথচ বিবেকানন্দ এমন হিংসা-উন্মাদনা চাননি।

বর্তমান অশান্ত পরিস্থিতিতে আমরা যেন বারবার নতুন করে স্বামীজির উদার, কল্যাণমুখী সমন্বয়ের ধর্মনীতির কথা স্মরণ করি। তাঁর চলার পথকে যেন নিজেরা অনুসরণ করে চলতে পারি এবং নতুন প্রজন্মকেও যেন চালাতে পারি। মমতা চক্রবর্তী

উত্তর রায়কতপাড়া, জলপাইগুডি।

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুডি ফোন: সম্পাদক ও প্রকাশক: ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার: ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail: uttarbanga@hotmail.com, Website: http://www.uttarbangasambad.in

যে গাছের পাতায় পাতায় রবীন্দ্রনাথ

কালিম্পংয়ে রবীন্দ্রনাথের স্মতিধন্য গৌরীপুর হাউস নতুন করে সেজে উঠছে। বাঙালিদের পক্ষে যা খুব ভালো খবর।



আজও উত্তরবঙ্গের পাহাড়দেশে পাইন জুনিপারের ভিড়ে মিশে আছে একটি কর্পুর গাছ। কালিম্পংয়ের শীর্ষ দেশে 'গৌরীপুর হাউস'-এর সামনে মাথা উঁচ করে জীবনের স্থায়িত্বের অহমিকায় বেঁচে আছে রবীন্দ্রনাথের নিজের হাতে লাগানো তাঁর অতি প্রিয় কর্পূর গাছটি।

হ্যাঁ, রবীন্দ্রনাথ নিজ হাতে লাগিয়েছিলেন কি না তার নথি পেশ অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু স্থানীয় মানুষের বক্তব্য অনুযায়ী, তা কবি নিজে হাতে লাগিয়েছিলেন।

যেখানে আফগানিস্তানের রাজকুমারীর বাড়িটি আজও হিমালয়ের কোলে দাঁড়িয়ে আছে তারই একধাপ নীচে প্যাঁচানো রাস্তায় কিলোমিটারখানেক নেমে এলে বাংলাদেশের ময়মনসিংহের ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর তৈরি বাড়ি 'গৌরীপুর হাউস'। আফগানিস্তানের রাজকুমারীর মৃত্যুর পর তাঁর বাড়িটি হাতবদল হয়ে গিয়েছে। পার্শ্ববর্তী প্রতিবেশী মহাদেব ছেত্রীর কথা অনুযায়ী আজ তা 'ভিলা' (সম্পর্ণ বাড়ি) হিসেবে ভাড়া দেওঁয়া হয়। হয়তো রবীন্দ্র-প্রভাবেই গৌরীপুর হাউস ভিলা বা হোমস্টেতে পরিণত হয়নি। কেননা রবীন্দ্রনাথ বিক্রয়যোগ্য নন। রবীন্দ্রনাথ চিরস্থায়ী, চিরকালীন। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে তাকে অবিকৃত রেখে পুনর্জীবনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

কালিম্পংয়ের পাহাড় ও প্রকৃতিকে ভালোবেসে রবীন্দ্রনাথ শেষ বয়সে স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য বার চারেক এসেছিলেন বাড়িটিতে। রবীন্দ্রনাথ এমন এক কৃতী বাঙালি, যেখানে যেখানে তিনি পা রেখেছেন সেই জায়গা হয়ে

কৌশিকরঞ্জন খাঁ



উঠেছে বাঙালির তীর্থস্থান। পাহাড় ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আত্মিক সম্পর্কের অনুঘটক হয়ে উঠেছিল গৌরীপুর হাউস। চারপাশের অখণ্ড নিরিবিলি পরিবেশে বাড়িটি বিশ্বকবির স্মতি আঁকডে ধরে আজও অপেক্ষা করে আছে 'জন্মদিন' কবিতার প্রতিধ্বনি কাঞ্চনজঙ্ঘায় বাধা পেয়ে ফিরে আসার জন্যে। আকাশবাণীর সৌজন্যে এক ঋষিকবির আবৃত্তি গোটা বাঙালি জাতি শুনবে বলে টেলিফোনের খুঁটি বসানো হয়েছিল শৈলশহর কালিম্পংয়ের গৌরীপুর হাউসে।

গৌরীপুর হাউসের গাড়িবারান্দার খোলা ছাদ থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যায়। তারই সামনে প্রবাদপ্রতিম কর্পুর গাছটা। খোলা ছাদে দাঁড়িয়ে জোরে শ্বাস নিলে কর্পুরপাতা জানিয়ে যায় কবির স্পর্শ। কবি পাহাড়দেশে কপুর গাছ

লাগিয়েছিলেন কী মনে করে? সে প্রশ্নের উত্তর পাওয়া দুষ্কর। হয়তো ঔষধিগুণ কবিকে গাছটি লাগাতে উৎসাহ দিয়েছিল।

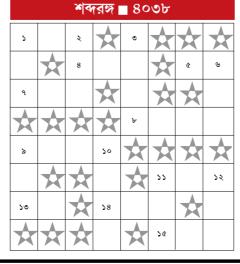
হয়তো পাতার সুগন্ধের প্রেমে পড়েছিলেন তিনি।

বিস্ময়কর ব্যাপার এটাই যে- এত বছর পর গাছটা মহীরুহ হয়ে উঠেছে। গৌরীপুর হাউসের আধুনিকীকরণের কাজে নিয়ক্ত মিস্ত্রি ও শিল্পীরা পর্যটক গেলে নিজেরাই গাইড হয়ে উঠতে ভালোবাসেন। জাতিতে বাঙালি এক কাঠমিস্ত্রি কয়েকটি লালচে ছোট ছোট পাতা হাতে দিয়েছিলেন। হাতে ঘষে নিয়ে নাকে ধরলে কর্পরের সাত্ত্বিক সুগন্ধ মনকেও জীবাণুমুক্ত করে তোলে। এই গন্ধ একদিন রবীন্দ্রনাথকেও অভিভূত করেছিল, আজও পর্যটকদের রবীন্দ্র-অস্তিত্বে অভিভূত করে এই গাছ।

গৌরীপুর হাউস স্বমহিমায় ফিরছে সরকারি উদ্যোগে। মরচে পড়া টিন সরে গিয়ে লাল রঙের টিন বসেছে। জানলা-দরজার পরোনো ডিজাইন অক্ষত রেখে নতন করে করা হচ্ছে। পুরোনো আসবাবগুলো মেরামতির অপৈক্ষায়। একবার স্পর্শেই শিহরণ জাগে। দোতলায় ওঠার কাঠের সিঁড়ির হাতলে স্পর্শ করে শ্রদ্ধায় হাত সরিয়ে নিতে ইচ্ছে হয়। যে হাতলে রবীন্দ্রনাথের স্পর্শ লেগে আছে তাকে ছঁতে চাওয়াও তো ধৃষ্টতা!

ক্য়াশায় পাহাড় আড়াল হলে ঢেকে যায় গৌরীপুর হাউস। লোকচক্ষুর অন্তরালে 'আবার ফিরে আসতে চাওয়া' অসুস্থ রবীন্দ্রনাথের অদৃশ্য পদচারণায় কর্পুর গাছের জীর্ণ পাতা থেকে ভেসে আসে মর্মরধ্বনি এবং তাঁতে মিশে থাকে কবির কণ্ঠস্বর।

(লেখক বালুরঘাটের বাসিন্দা। শিক্ষক)



পাশাপাশি: ১। উইয়ের ঢিপি, মাটির স্তুপ, গলগগু ৪। শিবের ধনুক, ধনুকের মতো আকৃতিবিশিষ্ট বাদ্যযন্ত্র ৫। মধ্য এশিয়ার প্রাচীন জাতি ৭। ভয়ংকর. ভয়ানক ৮। কড়ি, অর্থ ৯। ইহুদি, খ্রিস্টিয় ও ইসলাম ধর্মে ঈশ্বরবিরোধী পাপাত্মা, দুর্বৃত্ত ১১। গুজরাটি সম্মিলিত নৃত্য ১৩। গৃহিণী, পরিচালিকা, অধ্যক্ষা ১৪। খয়ের, খয়ের গাছ, ১৫। হলুদ রং, পীতবর্ণ। উপর–নীচ: ১। প্রিয়, পতি ২। হলুদ, পুরাণোক্ত মুনি যার শাপে সগর রাজার ষাট হাজার ছেলে পুড়ে ছাই হয়েছিল ৩। জাদর মন্ত্রতন্ত্র ৬। সোনা ৯। শামক. যে শুদ্র তপস্বীকে রামচন্দ্র হত্যা করেন ১০। গোলমাল, র্মঞ্জাট ১১। স্বার্থ, আগ্রহ ১২। মেঘ, জলধর।

পাশাপাশি : ১।মিজোরাম ৩।মাগ্গি ৫।মাসকাবার ৭। কবোষ্ণ ৯। বনাত ১১। আমজনতা ১৪। গদর

১৭। মরমর। উপর-নীচ: ১। মিতবাক ২। মহিমা ৩। মালিকা ৪। গিটার ৬। বাহানা ৮। বোষ্টম ১০। তরতর ১১। আবেগ ১২। জহর ১৩। তালিম।







নতুন পাঠক্রম সাইবার অপরাধ রুখতে এবার অস্টম শ্রেণি থেকে নত্ন পাঠক্রম চালু করছে শিক্ষা দপ্তর। স্বাস্থ্য ও শারীরশিক্ষায় বেশ কিছ

বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে।



বিষ্ণিণ ২৪ পরগনার কলতলির মৈপীঠের লোকালয়ে ফের বাঘের পায়ের ছাপ পাওয়া গেল। কয়েকদিন আগেই এখানে বাঘের পায়ের ছাপ দেখা গিয়েছিল। ফের নতন করে আতঙ্ক ছডিয়েছে

বাঘের আতঙ্ক



ধৃত মূল চক্ৰী কলকাতা পুরসভার ১০৮ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলার সুশান্ত ঘোষের ওপর হামলার ঘটনায় মূল চক্রীকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ধৃত আদিল বিহারের পাপ্প চৌধুরী গ্যাংয়ের সদস্য। সে এই ঘটনার

মূল মাথা বলে পুলিশের দাবি।



গ্রিন করিডর বিতর্কিত স্যালাইন ব্যবহারের

ঘটনার তদন্ত করতে রবিবার মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজে যায় এক বিশেষজ্ঞ দল। আশঙ্কাজনক তিন প্রসূতিকে প্রিন করিডর করে এদিন কলকাতায় নিয়ে আসা হয়।

অসুস্থ দুই তীৰ্থযাত্ৰীকে হেলিকপ্টারে কলকাতায় নিৰ্মল ঘোষ

কলকাতা, ১২ জানয়ারি সোমবার রাত ফুরোলেই 'শাহি স্নান' গঙ্গাসাগরে পুণ্যস্নানে তাই দলে দলে পণ্যার্থীদের আসা শুরু হয়েছে। শনিবার ভোররাত থেকেই দেশের বিভিন্ন প্রান্তের সাধুসন্তরা হাওড়া স্টেশনে আসতে শুরু করেছেন। তাঁদের সাহায্যের জন্য প্রশাসনিক তৎপরতা তুঙ্গে। খাবার, জল ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয়েছে বিনা পয়সায়। আছে স্বাস্থ্যশিবিরও। ইতিমধ্যেই গঙ্গাসাগরে গিয়ে দুজন অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁদের হেলিকপ্টারে করে কলকাতায় নিয়ে আসা হয়েছে। ভর্তি করা হয়েছে বাঙ্গুর হাসপাতালে।

যে দুই পুণ্যার্থী গঙ্গাসাগরে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন তাঁদের মধ্যে একজন উত্তরপ্রদেশের বরাবাঁকির বাসিন্দা। নাম ঠাকর দাস। বয়স ৭০। স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়েছেন তিনি। সাগরের হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁকে 'এয়ার লিফট করে কলকাতায় আনা হয়। অপরজন হলেন দক্ষিণ ২৪ পর্যানার তালদির

হাওড়া থেকে এক টিকিটে গঙ্গাসাগর

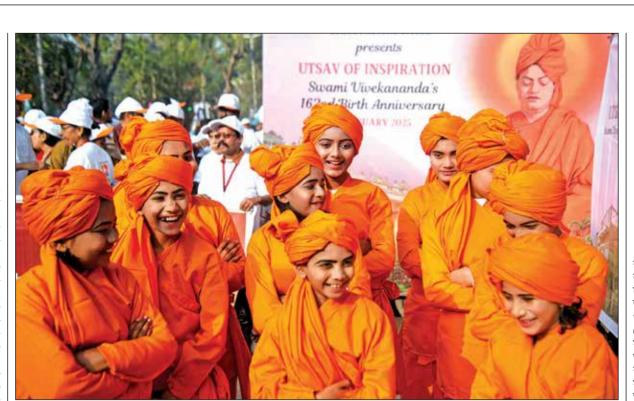
মহারানি মণ্ডল (৮৫)। তাঁকেও 'এয়ার লিফট' করে কলকাতায় এনে বাঙ্গুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

মঙ্গলবার সকাল থেকে বুধবার সকাল পর্যন্ত গঙ্গাসাগরের মকর স্নান। এবছর দেড় কোটিরও বেশি ভক্ত স্নান করতে আসবেন বলে ধারণা প্রশাসনের। যে সমস্ত ভক্ত আগেভাগেই চলে এসেছেন, তাঁরা কলকাতার বিভিন্ন জায়গা বিশেষ করে কালীঘাট, দক্ষিণেশ্বর প্রভৃতি ঘুরে দেখছেন। রবিবার থেকেই কালীঘাট যাওয়ার বাসে ভিড় উপচে পড়ছে। হাওড়া স্টেশনের বাইরে তীর্থযাত্রীদের খাওয়া ও বিশ্রামের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

অনুদানের আশ্বাস সুকান্তর

কলকাতা, ১২ জানুয়ারি : কেন্দ্রের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে রাজ্য সম্মতি দিলে গঙ্গাসাগরের জন্যে কেন্দ্রীয় অনুদান পেতে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দরবার করবেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। রবিবার গঙ্গাসাগরমেলার জন্য কেন্দ্রীয় বরাদ্দ নিয়ে বিতর্কে একথা বলেছেন সুকান্ত। কুম্ভমেলার জন্য কেন্দ্র ডত্তরপ্রদেশ সরকারকে পরিমাণ আর্থিক সহায়তা দিলেও গঙ্গাসাগরমেলার জন্য কোনও অর্থই দেয় না। প্রতিবারই গঙ্গাসাগরমেলাকে ঘিরে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবারেও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

এদিন মুখ্যমন্ত্রীর এই অভিযোগ প্রসঙ্গে সুকান্ত বলেন, 'উত্তরপ্রদেশের সরকার যৌথভাবেই কুম্ভের আয়োজন করে। এখানে সাগরমেলার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার যদি কেন্দ্রের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করতে রাজি থাকে. তাহলে সরকার আমাদের জানাক। আমি বিজেপির রাজ্য সভাপতি ও সাংসদ হিসেবে নিজে বিষয়টি নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছে দরবার করব।'



স্বামী বিবেকানন্দের বেশে ছোটরা। রবিবার সল্টলেকে। ছবি : আবির চৌধুরী

ফেব্রুয়ারিতেই আরও ১৪৩১টি বাংলা সহায়তাকেন্দ্র

অনলাইনে রাজস্ব বা

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১২ জানুয়ারি : রাজ্য সরকার একাধিক সামাজিক প্রকল্প চালাতে গিয়ে চরম আর্থিক সমস্যার মধ্যে পড়েছে। তাই রাজস্ব আদায়ে আরও জোর দিতে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজস্ব বৃদ্ধি করতে অনলাইন ব্যবস্থায় রাজ্য সরকার বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। তাতেই সুফল পেয়েছে হাতেনাতে। বাংলা সহায়তাকেন্দ্রগুলির মাধ্যমে রাজস্ব আদায় প্রায় ৭৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা হাসি ফুটিয়েছে অর্থ দপ্তরের কর্তাদের মুখে। বাংলা সহায়তাকেন্দ্রগুলিতে কোনও দালালরাজ নেই বলে দাবি রাজ্য

সরকারের। ফলে সাধারণ মানুষ সহজেই এই কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে অনলাইনে কর, খাজনা দিতে পারছেন। অনলাইন ব্যবস্থা চালুর আগে এই খাতে রাজস্ব আদায় অনেক কমে গিয়েছিল। সেই কারণে, আগামী দিনে আরও বেশি সংখ্যায়

বাংলা সহায়তাকেন্দ্র চালুর উদ্যোগ নিয়েছে নবান্ন।

অর্থ দপ্তরের রিপোর্ট. ২০২২-'২৩ সালে বাংলা সহায়তাকেন্দ্রের ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে ১৬৯ কোটি টাকার লেনদেন হয়েছিল। ২০২৩-'২৪ আর্থিক বছরে সেই পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩০৩ কোটি টাকায়। অথাৎ এক বছরেই তা ৭৯ শতাংশ বিদ্ধি পেয়েছে। চলতি আর্থিক বছরে অর্থাৎ ২০২৪-'২৫ সালে এই বৃদ্ধি আরও ৮০ শতাংশ হতে পারে বলেই আশা করছেন অর্থ দপ্তরের কর্তারা। এই মুহূর্তে বাংলা সহায়তাকেন্দ্রের মাধ্যমে রাজ্য সরকারের ৪০টি দপ্তরে ৩০০টিরও বেশি পরিষেবা পাওয়া যাচ্ছে। বর্তমানে ৩,৫৬১টি বাংলা সহায়তাকেন্দ্র চালু রয়েছে। আরও ১.৪৩১টি বাংলা সহায়তাকেন্দ্র নতন করে চালু করার উদ্যোগ নিয়েছে নবার। ফেব্রুয়ারির মধ্যে সেগুলি চাল হয়ে যাবে বলে আশা করছেন নবান্নের কতরা।

জমি-বাড়ির খাজনা, মিউটেশন

খরচ, লিজ ফি, বিদ্যুৎ বিল মেটানো খাতে বাংলা সহায়তাকেন্দ্রগুলিতে সহ একাধিক পরিষেবা বাংলা

সফল ■ ২০২২-'২৩ সালে বাংলা সহায়তাকেন্দ্রের ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে ১৬৯ কোটি টাকার লেনদেন

 ২০২৩-'২৪ আর্থিক বছরে সেই পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩০৩ কোটি টাকায়

🔳 অর্থাৎ এক বছরে তা ৭৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে

■ ২০২৪-'২৫ সালে এই বৃদ্ধি আরও ৮০ শতাংশ হতে পারে বলে আশা

সহায়তাকেন্দ্রগুলিতে পাওয়া যাচ্ছে। ২০২৩ সালের তুলনায় সালে আর্থিক পরিষেবা

লেনদেন বেড়েছে ৩৯ শতাংশ। ২০২৩-এর তুলনায় ২০২৪ সালে সহায়তাকেন্দ্রগুলিতে বাংলা কৃষিখাতে লেনদেন বেড়েছে ২১ শিক্ষাক্ষেত্রে শতাংশ। এছাড়াও লেনদেন ৫৪ শতাংশ ও সামাজিক প্রকল্পের ক্ষেত্রে ২৫ শতাংশ এই অর্থবর্ষে বৃদ্ধি হয়েছে। অর্থ কতরিা জানিয়েছেন, দপ্তরের পূর্ব বর্ধমান ও পূর্ব মেদিনীপুরের সহায়তাকেন্দ্রগুলিতে সবচেয়ে বেশি লেনদেন হয়েছে। রাজ্যের ১.৩৯ কোটি মানুষ বাংলা সহায়তাকেন্দ্রগুলিতে পরিষেবা নিয়েছেন। বাডির কাছে বাংলা সহায়তাকেন্দ্র থাকলে কেউ আর সংশ্লিষ্ট দপ্তরে গিয়ে ফি জমা দিচ্ছেন না। তাতে সময় ও যাতায়াত খরচ বেঁচে যাচ্ছে। আবার এর ফলে দালালরাজও বন্ধ করা সম্ভব হয়েছে। সেই কারণেই আগামী দিনে আরও বেশি সংখ্যায় বাংলা সহায়তাকেন্দ্র

বাম-কংগ্রেস সমঝোতা বিশবাঁও জলে

কলকাতা, ১২ জানুয়ারি : ২৬-এর বিধানসভা নিবাচনে বাম-কংগ্রেস আসন সমঝোতার সম্ভাবনা কার্যত বিশবাঁও জলে। জেলাগুলিতে সফরে গিয়ে নেতা-কর্মীদের মনোভাব জানছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার। আর তখনই বৈঠক থেকে বামসঙ্গ ত্যাগের প্রসঙ্গ উঠছে। সম্প্রতি সিপিএম নেতা বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের মন্তব্য এবং পালটা প্রদেশ কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়ায় দুই দলেরই সম্পর্ক তলানিতে ঠেকেছে। আর তারপরই বামেদের সঙ্গে না চলার বিষয়টি আরও জোরদার হয়েছে। ব্লকস্তর থেকে জেলা নেতৃত্ব প্রদেশ সভাপতির কাছে এই মনোভাব প্রকাশ করেছেন। তবে এখনই বাম-বিরোধিতার ক্ষেত্রে কর্মীদের চুড়ান্ত পদক্ষেপে না যাওয়ার নির্দেশ

দিয়েছেন প্রদেশ সভাপতি। সভাপতির পাওয়াব পবই শুভঙ্কব ক্ষাষ্ট্ **म्नी**य নেতাদের করেছিলেন, তিনি বি**শে**ষভাবে মতামতকেই গুরুত্ব দেবেন। এতদিন সিপিএম বা তণমল কংগ্রেসের থেকে সমদূরত্ব নীতি বজায় রেখেছিলেন সিপিএমের বিরুদ্ধে শুভঙ্কর। প্রকাশ্যে বিরোধিতাও করতে দেখা যায়নি তাঁকে। উপনিবাচনে শেষ মুহুর্তে হাইকমান্ডের নির্দেশ মেনে আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে কথাবার্তা এগিয়েও কোনও লাভ হয়নি। তারপরও দুই দলকে প্রকাশ্যে এভাবে বিরোধিতার

পথে হাঁটতে দেখা যায়নি। সম্প্রতি বিকাশরঞ্জনবাবুর মন্তব্যকে ইস্যু পরিস্থিতি করে সাঁইবাড়ি বদলেছে। প্রসঙ্গে মন্তব্যের পালটা বিকাশবাবর প্রতিক্রিয়া দেন শুভঙ্কর। তারপরই

জেলা সফরে বেরিয়ে নেতা-কর্মীদের বাম রোষানলের বিষয়ে বিশেষভাবে স্পষ্ট হয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি।

খবর, সাংগঠনিক সত্রের পরিস্থিতির বিষয়ে জেলা ও ব্লকস্তরের নেতাদের সঙ্গে আলোচনা হতেই ক্রমাগত বামেদের কটাক্ষের বিষয়টি এবং পালটা পদক্ষেপ নেওয়ার বিষয়ে মতামত রেখেছেন নেতা-কর্মীরা। যদিও জাতীয়স্তরে ইন্ডিয়া জোটের স্বার্থে প্রদেশ সভাপতি আপাতত পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে 'ধীরে চলো['] নীতি নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। নেতা-কর্মীদের বক্তব্য শুনে তা হাইকমান্ডের কাছে



পৌঁছে দেবেন প্রদেশ সভাপতি। এর ভিত্তিতেই রাজ্যের প্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত নেওয়ার নির্দেশ দেবে হাইকমান্ড।

প্রদেশ কংগ্রেসের এক নেতার 'আমরা রাহুল নীতিতে বিশ্বাসী। বামেরা যেভাবে কংগ্রেসকে আক্রমণ করে চলেছে. তাতে পালটা পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রদেশ সভাপতি 'ধীরে চলো' নীতি গ্রহণ করতে বলেছেন। আমরা মনে করি তিনি নীচুস্তরের নেতাদের মনোভাবকেই গুরুত্ব দেবেন। কংগ্রেসের আর এক নেতার বক্তব্য 'যে নেতারা কংগ্রেসের বিরোধিতা করছেন, তাঁদের এই ধরনের কার্যকলাপে বামেদের শীর্ষ নেতৃত্ব সম্ভুষ্ট নন। তবে আমরা বামেদের সঙ্গে যাওয়ার পক্ষে নই।'



সিমলা স্টিটে স্বামী বিবেকানন্দের পৈতক বাডিতে অভিযেক। রবিবার।

বিবেকানন্দের সর্বধর্ম সমন্বয়ের কথা বলে কার্যত সেটা আমাদের মনে রাখার দিন। বিজেপিকে বিঁধলেন সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

রবিবার উত্তর কলকাতার সিমলা স্ট্রিটে স্বামীজির পৈতৃক বাড়িতে তাঁর প্রতিকৃতিতে মালা দৈন অভিষেক। তারপর তিনি বলেন, '৪২ বছর আগে ভারত সরকার বিবেকানন্দের জন্মদিনকে জাতীয় যব দিবস ঘোষণা করেছিল। স্বামীজি জীব সেবার কথা বলেছিলেন। আগামী দিনে ওঁর মতো

কলকাতা. ১২ জানুয়ারি : মানুষ আমরা পাব না। উনি সর্বধর্ম জন্মদিনে সমন্বয়ের কথা বলেছিলেন। আজ তৃণমূলের জাতি, ধর্ম, বর্ণ, দলমত নির্বিশেষে আমাদের স্বামীজির দেখানো পথ মেনে চলা উচিত।'

'স্বামীজি অভিষেক বলেন, একমাত্র বিশ্ববরেণ্য, বীর সন্ন্যাসী। যিনি বলেছিলেন, গীতা পাঠ অপেক্ষা ফটবল খেললে ঈশ্বরের বেশি কাছে যাওয়া যায়। এরকম লোক ভারতবর্ষ কেন, গোটা পৃথিবীতে কোনও দিন খুঁজে পাইনি। আগামী দিনেও পাব না[।]'

বঙ্গে পদ্মের মহারাষ্ট্র মডেলের চর্চা

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১২ জানয়ারি : মহারাষ্ট্রের মতো বঙ্গেও কি আপাতত স্থায়ী সভাপতির জায়গায় কার্যকরী সভাপতি ঘোষণার দিকে এগোচ্ছে দিল্লি বিজেপি? শনিবার সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডার নির্দেশে মহারাষ্ট্রে কার্যকরী সভাপতি হিসাবে রবীন্দ্র চহ্নানের নাম ঘোষণা করেছে দিল্লি। এরপরেই বঙ্গ বিজেপিতে সুকান্ত মজুমদারের উত্তরসূরি হিসাবে স্থায়ী সভাপতির বদলে আপাতত কার্যকরী সভাপতির নাম ঘোষণা করার সম্ভাবনা নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে দলের অন্দরে। গত শনিবার মহারাষ্ট্র বিজেপির কার্যকরী সভাপতি হিসাবে মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবীশের ঘনিষ্ঠ বিধায়ক রবীন্দ্র চহানের নামে সিলমোহর দিয়েছেন নাড্ডা। এরপরেই রাজ্যের ক্ষেত্রেও মহারাষ্ট্র মডেলই কি গ্রহণ করতে পারেন দিল্লির নেতৃত্ব, তা নিয়েই চর্চা শুরু

হয়েছে রাজ্য বিজেপিতে। আশঙ্কার কারণ, সম্প্রতি দেশের মোট ৪২টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত এলাকার মধ্যে ২৯টি প্রদেশের রাজ্য স্তরের সাংগঠনিক নিবাচনের যে জাতীয় রিটার্নিং অফিসারদের (এনআরও) নামের তালিকা প্রকাশ করেছিল দিল্লি, তাতে মহারাষ্ট্র, ঝাড়খণ্ড, হরিয়ানার পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের জন্যও কোনও এনআরও নিয়োগ করা হয়নি। এরপরেই, ঝাডখণ্ডে কার্যকরী সভাপতির নাম ঘোষণা হয়। শনিবার, ওই তালিকায় না থাকা মহারাষ্ট্রেও কার্যকরী সভাপতির নাম ঘোষণা হয়েছে।

বিজেপির এক রাজ্য নেতার মতে, নাড্ডা থেকে শুরু করে গত কয়েক বছরে বিজেপিতে স্থায়ী সভাপতি ঘোষণার পরিবর্তে কার্যকরী সভাপতি ঘোষণা করার ট্রেন্ড শুরু হয়েছে। ট্রেন্ড বলছে, নাড্ডার মতোই, দেবেন্দ্র ফড়নবীশ-ঘনিষ্ঠ বিধায়ক রবীন্দ্রই মহারাষ্ট্রের পরবর্তী সভাপতি হতে চলেছেন। সেই সুত্ৰেই আবার দলের একাংশ মনে করছেন, যেহেতু রাজ্য সভাপতি মুখ নিয়ে ধোঁয়াশার জন্য রাজ্যের সংগঠনে নানা সমস্যা তৈরি হচ্ছে এবং সাংগঠনিক কারণে আনুষ্ঠানিকভাবে বাজ্য সভাপতির নাম ঘোষণায় কিছটা সময় লাগছে দিল্লির, তাই কার্যকরী সভাপতি হিসাবে ভাবী সভাপতির নাম ঘোষণা করে দিয়ে দু-দিকই বাঁচাতে পারে দিল্লি।

বিজেপির বিবেক বন্দনা

কলকাতা, ১২ জানয়ারি : যব মোর্চার যুব ম্যারাথনে দৌড দিয়ে শুরু হল রাজ্য বিজেপির 'বিবেক বন্দনা'। স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন উপলক্ষ্যে রবিবার সকাল থেকেই ব্যস্ত সুকান্ড, শুভেন্দু থেকে আরম্ভ করে বিজেপির ছোট বড় নেতারা। এদিন সকালে উত্তর কলকাতার সিমলা স্ট্রিটে বিবেকানন্দের পৈতৃক বাডি থেকে শুরু হয় বিজেপির কর্মসূচি। বিজেপি যুব মোচর্র উদ্যোগে যুব ম্যারাথনে অংশ নিয়ে কিছুটা রাস্তা দৌড়োন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। এর আগে সেখানে স্বামীজির প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানান তিনি। ম্যারাথনে সুকান্তর পাশে ছিলেন যুব মোর্চার রাজ্য সভাপতি ইন্দ্রনীল খাঁ, উত্তর কলকাতার জেলা সভাপতি তমোদ্ম ঘোষ। শুভেন্দ অধিকারীও বিবেকানন্দের বাড়িতে গিয়ে শ্রদ্ধা জানান।

সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য দমদম পাতিপুকুরে বিবেকানন্দ সংঘের একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেন। দলের শীর্ষনেতারা ছাড়াও রাজ্য স্তরের নেতারাও দলের নির্দেশে তাঁদের নিজ নিজ এলাকায় বিবেকানন্দের জন্মদিনটিকে জনসংযোগের কাজে

ড় বাড়ি জল সরবরাহ

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১২ জানুয়ারি : ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের সংযোগ দেওয়ার পর কী ধরনের আগে বাড়ি বাড়ি পানীয় জল পৌঁছে সমস্যা দেখা দিচ্ছে, তা দেখে দেওয়ার লক্ষ্য নিয়েছে রাজ্য সরকার। প্রকল্পের কাজ কতটা এগিয়েছে, তা নিয়ে জনস্বাস্থ্য কাবিগবি দপ্তবেব কর্তাদের সঙ্গে নিয়মিত পর্যালোচনা বৈঠক করছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ৪ জানুয়ারি এই প্রকল্পের কাজ নিয়ে দপ্তরের কর্তারা বৈঠক করেছেন।

সেখানে সিদ্ধান্ত হয়েছে, প্রকল্পের কাজ আরও দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাওয়া ও জল সরবরাহে কোনও সমস্যা রয়েছে কি না তা খতিয়ে দেখতে একটি বিশেষ অ্যাপ তৈরি করা হবে। নতুন সংযোগ নেওয়ার জন্য এই অ্যাপের মাধ্যমে যেমন আবেদন করা যাবে. তেমনই জল সরবরাহে কোনও বিঘ্ন ঘটলে এই অ্যাপের মাধ্যমে সেই অভিযোগও সঙ্গে সঙ্গে জানানো যাবে। দপ্তরের কতারা প্রকল্পের কাজ আরও মস্ণ ও দ্রুত করতে অ্যাপের ওপর বিশেষ নির্ভরশীল হতে চলেছেন।

রাজ্যের জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের মন্ত্রী পুলক রায় বলেন, 'কোনও এলাকায় পানীয় জলের নেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। সেইজন্যই এই অ্যাপের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রথমে পাইলট প্রোজেক্ট হিসেবে নদিয়ার করিমপুর ব্লকে এই



অ্যাপ চালু করা হবে।

ইতিমধ্যেই এই ব্লকে প্রতিটি বাড়িতে জলের সংযোগ দেওয়া সম্ভব হয়েছে। পাইলট প্রোজেক্ট সফল হলে রাজ্যের সর্বত্রই তা চালু করা হবে। খব শীঘ্রই এই অ্যাপের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হবে। অ্যাপ তৈরির কাজ অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে।

জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যেই করিমপর ব্লকে প্রতিটি বাড়িতে জল সরবরাহ হয়েছে। সেই কারণেই এখানে পাইলট প্রোজেক্ট চালু হচ্ছে। এই ব্লকের ৮টি পঞ্চায়েতের ৬৭টি গ্রামের মোট ৪৬ হাজার ৭৫৩টি বাড়িতে জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে। যা লক্ষ্যমাত্রার ১০০ শতাংশ। যে কোনও ব্যক্তি নিজের অ্যানড্রয়েড ফোনের প্লে স্টোর থেকে অ্যাপটি বিনামূল্যে ডাউনলোড করতে পারবেন। এর মাধ্যমে দপ্তরকে কিছু জানাতে গেলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আধার কার্ড নম্বর ও ফোন নম্বর যাচাই করা হবে। তারপরই তাঁর দেওয়া বার্তা বা অভিযোগ নথিভুক্ত করা হবে।

অভিযোগ নথিভুক্ত হওয়ার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে যাবতীয় সমস্যার সমাধান করবেন দপ্তরের আধিকারিকরা। গোটা প্রক্রিয়ায় নজরদারি চালাবেন দপ্তরের শীর্ষ কর্তারা। এর ফলে পানীয় জলের সমস্যার জন্য এদিক-ওদিক ছুটতে হবে না। ঘরে বসে মোবাইল নিয়ে ওই অ্যাপের মাধ্যমে বার্তা বা অভিযোগ পাঠিয়ে দিলেই সমস্যার সমাধান হবে।

বিশ্বের দ্বিতীয় শ্লুথ গতির শহর কলকাতা, ১২ জানুয়ারি :

হাওড়ার একটি কারখানায়। রবিবার। -পিটিআই

১০ কিলোমিটার যেতে সময় লাগে ৩৪ মিনিট ৩৩ সেকেন্ড। এই রেকর্ডেই বিশ্বের দ্বিতীয় শ্লথ গতির শহরের তকমা পেল আমাদের প্রিয় কল্লোলিনী কলকাতা। সম্প্রতি 'টমটম' নামে একটি সংস্থা বিশ্বজুড়ে যে 'ট্রাফিক ইনডেক্স' রিপোর্ট পেশ করেছে, তাতে এই তথ্য উঠে 'টমটম'-এর রিপোর্ট এসেছে।



গতির শহরের অনযায়ী, শ্লুথ তালিকাব প্রথম দশে কলকাতা ছাড়াও ভারতের আরও দুটি শহর আছে। সেই দুটি হল বৈঙ্গালুরু ও পুনে। গত বছর এই তালিকায় কলকাতার আগে ছিল পুনে। কিন্তু কলকাতা এবার সেই স্থান দখল করেছে। রিপোর্ট অনুযায়ী বিশ্বের শ্লথ গতির শহরের তালিকার প্রথমে আছে কলম্বিয়ার ব্যারনকুইলা শহর। এই শহরে ১০ কিলোমিটার যেতে সময় লাগে ৩৬ মিনিট।

সিবিআই কলকাতা, ১২ জানয়ারি : ৯০ দিনের মাথায় সিবিআই চার্জশিট

রায়ের

চালুর উদ্যোগ নিয়েছে নবান্ন।

পেশ করতে না পারায় জামিন পেয়ে গিয়েছিলেন আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ ও টালা থানার প্রাক্তন ওসি অভিজিৎ মণ্ডল। ফলে সিবিআই তদন্তের গতিপ্রকৃতি নিয়ে আমজনতাও প্রশ্ন তোলে। সুত্রের খবর, এখন ১৮ জানুয়ারি রীয়ের অপেক্ষাতেই রয়ৈছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। ধর্ষণ ও খুনে বৃহত্তর ষড়যন্ত্র ও তথ্যপ্রমাণ লোপাটে সন্দীপ ও অভিজিতের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত চার্জশিট পেশ করার আগে রায়ের দিকে তাকিয়ে তারা। ধর্ষণ ও খুনে সঞ্জয় রায়কে অভিযুক্ত হিসেবে চার্জশিটে উল্লেখ করেছিল সিবিআই। সন্দীপ ও অভিজিৎ জামিন পেতেই সিবিআই দাবি করে, এই ঘটনার এখনও তদন্ত শেষ হয়নি। তাঁদের বিরুদ্ধে সাক্ষীদের বয়ান এবং তথ্যপ্রমাণ জোগাড় করেছে সিবিআই। সেগুলি একত্রিত করেই আদালতের কাছে অতিরিক্ত চার্জশিট দেবে তারা।

কলকাতা, ১২ জানুয়ারি : পৌষ মাসের শেষ রবিবার। হালকা মিঠে বোদ ও উত্তবে হাওয়ায় উষ্ণতাব পারদ ওঠানামা করছে।এই আমেজেই চড়ইভাতির মেজাজে মেতেছে গোটা রাজ্য। কলকাতা ও শহরতলির বাইরে পিকনিক স্পটগুলিতে উপচে পড়ছে ভিড়। এর মধ্যে পিকনিকের অন্যতম ডেস্টিনেশন 'বাঞ্জাবামেব বাগান'।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুরে অবস্থিত ৪ বিঘে জমির ওপর বিস্তীর্ণ এই বাগানেই শুটিং হয়েছিল ১৯৮০ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত প্রয়াত মনোজ মিত্র অভিনীত কালজয়ী বাংলা ছবি 'বাঞ্ছারামের বাগান'। শুটিংয়ের ৪৭ বছর পরও চক্রবর্তী পরিবারের এই আমবাগান 'বাঞ্ছারামের বাগান' হিসেবে পরিচিত। শীতের মরশুমে শুধু স্মৃতির টানে নয়, সপ্তাহান্তে এখন

পিকনিকে জমজমাট এই বাগান। কাটাতে ভিড় বেড়েছে শহরতলির চক্রবর্তী পরিবারের পঞ্চম প্রজন্মের বাগানবাড়ি ও রিসর্টগুলিতেও। সদস্য দ্বৈপায়ন চক্রবর্তী বলেন, জোকা মেট্রো স্টেশন থেকে 'নভেম্বরের শেষ থেকেই মানুষ পিকনিকের জন্য এখানে ভিড় করেন। পরিবৈশে একটি

কিছুদুর এগিয়ে একটুকরো গ্রাম্য ভিড় থাকছে এখানেও। সেখানকার বাগানবাডি। বিশেষ করে সপ্তাহের শেষ দিনগুলিতে সেখানেও সপ্তাহান্তে ভিড় জমাচ্ছেন সাধারণ মানুষ। কর্মী গোপাল দাস চাপ বেশি থাকে। এখানে বিভিন্ন ছবির শুটিং হয়। তাই পিকনিক ও শুটিংয়ের জানালেন, এই মাসে বুকিং ভালোই। জন্য আলাদাভাবে সময় নিধারণ শহরের অবরুদ্ধ আবহাওয়া থেকে ভিন্ন মেজাজে শীতের সময় কাটাতে



ভিড বেডেছে আনন্দপরের একটি রিসর্টে। শহরের বুকেই পাহাড়ি পরিবেশের অনুভূতি অনুভব করতে কর্মী ত্রাণি প্রামাণিক বলেন, 'বছরের শেষ থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আমাদের এখানে ঠাসা ভিড় থাকে।' উত্তব ১৪ প্রবগনার মধ্যেগ্রামের

বাদু ইটখোলার একটি পিকনিক রিসটেও একই অবস্থা। কর্ণধার কোয়েল মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য, 'নভেম্বরের শেষ থেকেই বুকিং শুরু হয়েছে। রিসর্টের একদিনের ভাড়া ১২ হাজাব টাকা।' আবাব ডিসেম্বব থেকে ফেব্রুয়ারিতে পিকনিকের মরশুমে মূলত কপোরেট জগতের কর্মরতদের চাহিদা থাকে মুকুন্দপুরের একটি বাগানবাড়িতে। পৈলান হাটের একটি বিখ্যাত রিসর্টেও শীত শুরু হতেই বিভিন্ন জেলা থেকে বুকিং শুরু করে দিয়েছেন মানুষ।

আরবান ফরেস্ট করার চেম্ভা করতাম

जिल्लान यपि **१**

ইতিহাসে পুরসভার বিরোধীদের তেমন একটা ভূমিকা দেখা যায়নি। ২০২২ সালের পুর ভোটে ১৫টি ওয়ার্ডের মধ্যে ১৪টিতেই তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসে। শুধু ৪ নম্বর ওয়ার্ড বিজেপি পায়। ওয়ার্ডের কাউন্সিলার হন সুশান্ত সাহা।

তিনি যদি চেয়ারম্যান হতেন, 'তাহলে কোন কোন বিষয়কে অগ্রাধিকার দিতেন? সুশান্ত বলেন, 'আমি চেয়ারম্যান হলে জল, আবর্জনা সমস্যা নিবারণে গুরুত্ব দিতাম।' এছাড়াও কাউন্সিলারের সংযোজন, শহরে কর্মসংস্থানের অভাব রয়েছে। ক্ষুদ্রশিল্পগুলিকে শহরে আনার চেম্বা করা উচিত। জেলা পরিষদের সঙ্গে কথা বলে পরিষদের অব্যবহৃত ভবনে মিনি হংকং মার্কেটের মতো কিছু একটা করা প্রয়োজন। শহর পরিচ্ছন্ন রাখার ক্ষেত্রেও রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের নানা পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করা উচিত বলে তিনি মনে করেন। ক্ষমতায় থাকলে তিনি এসবের বাস্তবায়নে গুরুত্ব দিতেন বলে জানান।

মালবাজারে। যেমন, গত কয়েক বছর ধরে জলের আকাল দেখা দিয়েছে সেখানে। বৃষ্টির জল ধরে রাখার ব্যাপারে কিছু করা যায় কি না, সেব্যাপারেও চিন্তা রয়েছে সার্ভে করতাম।'

সুশান্ত মনে করেন, শহরের মন্তব্য, 'আধুনিক বিজ্ঞানে রাস্তা সৌন্দর্যায়নে কৃত্রিমতা ও কংক্রিটের শুধুমাত্র পিচ গলিয়ে হয় না। এখন প্রভাব বাড়ছে। সৌন্দর্যায়ন বৃদ্ধিতে প্রচুর বৃক্ষরোপণ জরুরি। দরকার সহ নানা জিনিস মিশিয়ে টেকসই পড়লে জায়গা দেখে আরবান ফরেস্ট করতেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনার গ্যাস

সংযোগ করিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি

কাছ থেকে টাকা তুলে বেপাত্তা

গ্যাস সরবরাহকারী এজেন্ট। এই

অভিযোগে রবিবার ওই এজেন্ট

ভৈসাল রায়ের বাডিতে বিক্ষোভ

দেখালেন প্রতারিত ২৫ জন মহিলা।

তাঁরা অভিযোগ করে বলেন,

আমাদের উজ্জলা গ্যাস



যানজট অন্যতম প্রধান সমস্যা মালে। - সংবাদচিত্র

পরিকল্পনায় যা

বিরোধী কাউন্সিলার।

প্রকল্প নিয়ে ল্যাজেগোবরে অবস্থা

পুর কর্তৃপক্ষের। সুশান্ত বলেন,

'প্রকল্পের শুরু থেকে সজাগ

থাকলে এই পরিস্থিতি আসত না।

ঘর নিয়ে মাল শহরের যে সমস্যা

হক্ষে আমি চেয়াবম্যান হলে সৌ

হত না। চেষ্টা করতাম, যাঁদের

মাথার উপরে ছাদ নেই, তাঁদের ঘর

দেওয়ার। তার জন্য ক্যাম্প করে তথ্য

সংগ্রহ করতাম আগে। তারপর ফিল্ড

নানা জায়গায় পিচের সঙ্গে প্লাস্টিক

রাস্তা বানানো হয়। আমাদের শহরেও

এমনটা করার চেম্টা করতাম।'

গ্যাস সংযোগ কবিয়ে দেওয়াব

এলাকার

নাম করে ২০২১ সালে শিকারপুর

হাসয়াপাডা

বাসিন্দা ভৈসালু বিভিন্ন এলাকার

মহিলার থেকে টাকা তোলে। কিন্তু

আজ পর্যন্ত গ্যাস কানেকশন না

পাওয়ায় ক্ষুব্ধ ওই মহিলারা। ভৈসালুর

মেয়ে বলেন, 'এবিষয়ে আমরা কিছু

জানি না। বাবা বাড়িতে নেই। এলে

কাউন্সিলারের

রাস্তা নিয়ে

গ্যাস সংযোগ না

পেয়ে বিক্ষোভ

গ্রাহকের

পাইয়ে

দেওয়ার নাম করে ওই এজেন্ট প্রচুর বলতে পারবে।' ভৈসালু বাড়িতে না

মিশনে জাতীয় যুব দিবস

নিউজ ব্যুরো

জাতীয় যব দিবস পালিত হয়। এদিন সকালে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে

অনুষ্ঠানের সূচনা করেন সিধো-কানহো-বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য

অধ্যাপক ডঃ পবিত্রকুমার চক্রবর্তী। স্বামী বিবেকানন্দের স্বদেশমন্ত্র পাঠ করা

হয়। বিদ্যাপীঠের ছাত্ররা কুচকাওয়াজে অংশগ্রহণ করেন। উপাচার্য এদিনের

গুরুত্ব এবং আগামীদিনে বিবেকানন্দের শিক্ষাদর্শকে স্মরণে রেখে শিক্ষার্থীদের

কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন। জাতীয় যুব দিবস

উপলক্ষ্যে এদিন বিদ্যাপীঠের ৬৬তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজিত

হয়। তিন শতাধিক ছাত্র ৩০টি বিভাগে অংশগ্রহণ করে। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব

করেন উপাচার্য ডঃ পবিত্রকুমার চক্রবর্তী এবং প্রখ্যাত প্রাক্তন ভারতীয়

ফুটবলার সুবীর সরকার প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন। তাঁরা উভয়েই

পিড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে খেলাধুলোর গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেন। ছাত্রদের

মধ্যে তাঁরা পরস্কার ও শংসাপত্র প্রদান করেন। স্বামী শিবপ্রদানন্দ সকলকে

স্বাগত জানান। স্বামী জ্ঞানরূপানন্দ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা পরিচালনা করেন।

গৌতম মুখোপাধ্যায় সহ ক্রীড়া বিভাগের শিক্ষকগণ এই কাজে সহযোগিতা

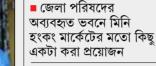
করেন। বিদ্যাপীঠের শিক্ষক মানস সরকার সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

১২ জানুয়ারি : রবিবার পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠে মহাসমারোহে

টাকা নিয়েছে। কিন্তু এখনও গ্যাস থাকায় এদিন ফিরে যান মহিলারা।

আমাদের।

অঞ্চলের



 বৃষ্টির জল ধরে রেখে জলসমস্যা মেটানোর ব্যবস্থা করা যেতে পারে

 রাস্তা যাতে বহুদিন টেকে, সেভাবে বানাতে হবে

 পার্কিংয়ের ব্যবস্থা করে তা থেকে আয়ের সুযোগ রয়েছে

করা সহ মাঝেমধ্যে শিলিগুড়ি অথবা জলপাইগুড়ি থেকে ভালো ডাক্তার এনে মেডিকেল ক্যাম্প করার ইচ্ছে রয়েছে তাঁর। ক্ষুদিরামপল্লিকে শহরের সঙ্গে যুক্ত করার দাবি রয়েছে স্থানীয়দের। চেয়ারম্যান হলে তিনি সেই চেষ্টা করতেন বলে জানান।

বহুদিনের। সুশান্ত বলেন, 'ছোট শহরে পুরসভার আয়ের সংস্থান খুব কম। তাই পার্কিংয়ের ব্যবস্থা করলে একটা বিরাট আয়ের ক্ষেত্র তৈরি হয়। চেষ্টা করতাম তেমন কিছু একটা করার। এতে মানুষের সমস্যাও মেটে, বর্তমানে হাউজিং ফর অল পুরসভার স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিকে উন্নত পুরসভার ঝুলিতেও বড় অর্থ আসে।

সিপিএমের

প্রতিবাদ

ধপগুড়ি, ১২ জান্য়ারি

পিকনিকের জঞ্জালে দূষিত চেল

ক্রান্তি, ১২ জানুয়ারি : সবুজে ঘেরা পরিবেশের পাশ দিয়ে তিরতির করে বয়ে যাচ্ছে চেল নদী। নদীর উপরের সমধুর বাতাস মন ভরিয়ে দেয় পর্যটক সহ পিকনিক করতে আসা মানুষজনকে। এমন নৈসর্গিক সৌন্দর্যভরা পরিবেশ পিকনিক করতে আসা একশ্রেণির মানুষজনের জন্য ক্রমশ দৃষিত হচ্ছে। এলাকাজুড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে প্লাস্টিকের থালা, গ্লাস, মদের বোতল, নানা আকার-আয়তনের ক্যারিব্যাগ। যত্রতত্র এইসব আবর্জনার ফলে মারাত্মকভাবে দৃষিত হচ্ছে পরিবেশ। ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে নদীতে থাকা জলজ প্রাণীরা। ক্রমশ ভেঙে পড়তে চলেছে বাস্তুতন্ত্র। পরিবেশ দৃষণের ফলে প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে এলাকার জৌলুস হারাতে পারে বলে আশঙ্কা স্থানীয়দের। থেকে

ববিবার জলপাইগুডি পরিবার পরিজন নিয়ে এসেছেন

নদীর চরে প্লাস্টিক, মদের বোতল



চেল নদীর পাড়ে আবর্জনার স্তপ।

তাপস সরকার। চারিদিকে প্লাস্টিকের জিনিসপত্র দেখে হতাশ তিনি। আক্ষেপের সুরে বললেন, 'আমাদের মতো মানুষজনই পরিবেশকে দৃষিত করতে যথেষ্ট। গত বছর আমার

পরিচিতরা এখানে এসেছিলেন। তাঁদের মুখে শুনেই এসেছিলাম। পিকনিকের আবর্জনা চারিদিকে না ফেলে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় ফেলে পুড়িয়ে দিলেই

বেঁধে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। রাতুল রায়, চৌরঙ্গি বছর কয়েক আগে বন দপ্তর থেকে চেল নদীর বিরাট চরে পরিকল্পনা নেওয়া

এলাকাটির সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেতে থাকে।

হয়েছিল। গাছগুলি বড়

আদর্শ জায়গা চেল নদীর

মাঝের বিরাট চর। এমন

সবুজে ভরা এলাকাকে

আমাদের সবাইকে জোট

ডুয়ার্সে পরিবার-

পিকনিক করার

পরিজন নিয়ে

শুধমাত্র পিকনিকের মবশুমেই নয গরমের দিনেও হামেশাই লোকজন সবুজ বনানীর শীতল ছায়ায় আশ্রয় পেতে ভিড় জমান। ক্লান্ত পথিক নদী পেরিয়ে মালবাজার যাওয়া-আসার পথে গাছের নীচে জিরিয়ে নেন।

গত ৫-৬ বছর ধরে স্থানীয়দের পাশাপাশি ডুয়ার্সের পিকনিকপ্রেমীদের কাছে চেলের পাড় ক্রমশই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। দাবি উঠছে ইকো পার্ক, সেলফি জোন, বসার ব্যবস্থা, অন্যান্য বিনোদনের ব্যবস্থা, স্থায়ী শৌচাগার, পানীয় জল ইত্যাদি গড়ার। ক্রান্তি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পঞ্চানন রায় বলেন, 'এলাকাটির উন্নয়নে বন বিভাগ, পঞ্চায়েত সমিতি ও এলাকার জমির মালিকদের নিয়ে কিছু একটা করার পরিকল্পনা চলছে। এতে সারাবছর মান্যজন আসতে পার্বেন।' পিকনিক করতে আসা মানুষজনও পরিবেশকে রক্ষা করে যাতে বনভোজনের আনন্দ নেন সে ব্যাপারে তিনি আবেদন জানান।

ছাত্রের মৃত্যুর পর এমজেএন মেডিকেলে উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়য়া, আধিকারিকরা। রবিবার।

নিখোঁজ ইঞ্জিনিয়ারিং পড়য়ার দেহ ফরাক্কায়

সৌরভকুমার মিশ্র

এক দেশ এক ভোট নীতির প্রতিবাদে কেন্দ্রের বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ হরিশ্চন্দ্রপুর, ১২ জানুয়ারি: সরকারের প্রতি একনায়কতন্ত্র কায়েম আটদিন ধরে রহস্যজনকভাবে করার চেষ্টার অভিযোগ তুলে রুবিবার ছিলেন। হরিশ্চন্দ্রপুর বিকেলে শহরে প্রতিবাদ মিছিল ও থানা এলাকায় বারদুয়ারির বাসিন্দা পথসভা করেন সিপিএমের ধুপগুড়ি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়য়া বছর কুড়ির কমিটির নেতা-কর্মীরা। দীপ্তি ভগতের পঁচা গলা মৃতদেহ স্থানীয় কলেজ রোডে উদ্ধার হল রবিবার জঙ্গিপুরের অবস্থিত দলীয় কার্যালয় থেকে শুরু ফরাক্কা ফিডার ক্যানালে শংকরপুর করে শহরের বিভিন্ন অংশ পরিক্রমা ঘাট থেকে। কি এমন হয়েছিল যে করে চৌপথি মোড় এলাকায় মিছিল ফরাক্কায় ওই তরুণীকে নামতে শেষ হয়। সেখানে হয় পথসভা। হয়েছিল? মৃত্যু না আত্মহত্যা? হাজির ছিলেন সিপিএম রাজ্য সম্পর্কের টানাপোড়েন নাকি অন্য সম্পাদকমগুলীর সদস্য জিয়াউল কোনও কারণ? উঠছে একাধিক আলম, রাজ্য কমিটির সদস্য সলিল আচার্য প্রমুখ। এদিনের কর্মসূচি নিয়ে শুক্রবার রাত্রে দীপ্তির আত্মীয়ের সিপিএম ধপগুড়ি এরিয়া কমিটির সম্পাদক জয়ন্ত মজুমদার বলেন, 'বিজেপি শুরু থেকেই গণতন্ত্রিক

সংবর্ধিত

ব্যবস্থার টুঁটি চেপে একদলীয় শাসন

কায়েম করতে সচেষ্ট।

জলপাইগুড়ি, ১২ জানুয়ারি বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার পাশাপাশি বাংলা সাহিত্যে তাঁর অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে শিলিগুড়িতে দু'দিনব্যাপী লিটল ম্যাগাজিন মেলায় বাংলা আকাদেমির পক্ষ থেকে 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'-এর সাংবাদিক জ্যোতি সরকারকে সংবর্ধনা জানানো হল। বাংলা আকাদেমির সচিব বাসুদেব ঘোষ তাঁর হাতে সম্মাননা তুলে দেন।

রওনা দিয়েছিলেন বারদুয়ারি গ্রামের বাসিন্দা বছর কুড়ির দীপ্তি ভগত। রামপুরহাট স্টেশনে নেমে দুমকা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে যাওঁয়ার পরিকল্পনা ছিল তাঁর। সেখানে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে গত বছর ভর্তি হয়েছিলেন। রবিবার ট্রেন

ধোয়াশা গত রবিবার ডাউন কলিক এক্সপ্রেস টেনে উদ্দেশে রওনা দিয়েছিলেন দীপ্তি ভগত

মোবাইলে ২ লক্ষ টাকা মুক্তিপণ চেয়ে মেসেজ আসে। জানানো হয়েছিল মুক্তিপণ দিলে মিলবে মেয়ের খোঁজ। আর এই ঘটনার ৪৮ ঘন্টা কাটতে না কাটতেই আত্মহত্যা

তদন্তের জানিয়েছেন তারা। বাড়ির মেয়ের দেহ এই অবস্থায় উদ্ধার হওয়ায় কান্নায় ভেঙে পড়েছেন আত্মীয়স্বজনেরা। শংকরপুর ঘাটে মৃতদেহটি পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তারা থানায় খবর দেন। মতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। বেশ কিছুদিন ধরে নিখোঁজ ওই তরুণীর মৃত্যুর কারণ নিয়ে দানা বাঁধছে নানা জল্পনা।

নাকি খুন,ধন্দে রয়েছে পরিবার।

গত রবিবার হরিশ্চন্দ্রপুর স্টেশন থেকে ডাউন কুলিক এক্সপ্রেস ট্রেনে চেপে এবং ১৩০০ টাকা উদ্ধার করে

রামপুরহাট স্টেশনের উদ্দেশে স্থানীয় এক ব্যক্তি। তিনি নিকটবর্তী জমা করেন। পুলিশের তদন্তে উঠে এসেছে.

চেপে রামপুরহাট স্টেশনের

 ট্রেন মালদায় ঢোকার আগে শেষবার তাঁর বাবার সঙ্গে ফোনে কথা হয়

 এরপর আর কোনও হদিস পাওয়া যায়নি

 নেতাজি সেতু এলাকায় তরুণীর কাগজপত্র, ব্যাগ, উদ্ধার করেন স্থানীয় ব্যক্তি

মালদায় ঢোকার আগে শেষবার তাঁর বাবার সঙ্গে ফোনে কথা হয়। এরপর আর কোনও হদিস পাওয়া যায়নি। ফরাক্কা স্টেশনে সিসিটিভি ফুটেজে দীপ্তি ভগতকে দেখা গিয়েছে। শহরের নেতাজি সেতু এলাকায় ওই তরুণীর সমস্ত কাগজপত্র, কলেজের ব্যাগ, আইডেন্টিটি কার্ড, মোবাইল

সরকার। অগানিক চা

পাতাকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে

এনটিপিসি পুলিশ ফাঁড়িতে সেগুলো

নিহত তরুণীর দাদুর বাডির দিকে পরিচিত মধুসূদন মাহাতো নামে এক তরুণের সঙ্গে বারবার ফোনে কথা বলত ওই ছাত্ৰী। যদিও এই কথা বলার বিষয়

নিয়ে জানে না পরিবারের লোক। শংকরপুর ঘাট এলাকার বাসিন্দা আবুল কালাম আজাদ রবিবার সকালে এখানে এক তরুণীর মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা

আমরা জানতে পারি. ওই মেয়েটি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুয়া। এলাকার বাসিন্দারাই পুলিশে খবর দেয়। পুলিশ দেহ উদ্ধার করে নিয়ে গিয়েছে।'

পরিবারের মেয়ের মৃত্যুর খবর পেয়ে দীপ্তির জ্যেঠু গুরুচরণ ভগৎ রবিবার বলেন, 'আজ সকালে মেয়ের দেহ উদ্ধারের ঘটনা জানতে পেরেছি। গত রবিবার দিন টেন থেকে ওর মাকে জানিয়েছিল মালদায় টিফিন করবে এবং রামপুরহাটে গিয়ে ভাত খাবে। কিন্তু কি ঘটনায় এভাবে তার মৃত্যু হল আমরা কিছুই বুঝতে পারছি না। আমরা চাই পুলিশ সঠিক তদন্ত

হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ জানিয়েছে ঘটনায় একটি নিখোঁজ ডায়ারি হয়েছিল। পুলিশ ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে। সমস্ত ঘটনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

দেশীয় খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ সংস্থাকে

তাঁদের চাষাবাদের কাজে জৈব সার

প্রয়োগ করার বিষয়ে জোর দিয়েছে।

যে কোনও খাদ্য বা পানীয়র দর

আন্তজাতিক বাজারে তলনামলক

শুভদীপ রায় বলেন, 'জৈব সার

কোম্পানির অন্যতম কর্ণধার

পার্থপ্রতিমকে

হতেই

নাগরাকাটা, ১২ জানুয়ারি ভুয়ার্সরত্ন পেলেন সমাজকর্মী বানারহাটের পার্থপ্রতিম। রবিবার আলিপরদয়ারে বিশ্ব ডয়ার্স দিবসের শেষ দিনে আরও ১৪ জনের সঙ্গে তাঁর হাতে ওই পুরস্কার তুলে

তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে ডুয়ার্সে সমাজসচেতনতামূলক কাজ করে চলেছেন তিনি। এদিন উৎসব কমিটির তরফে বঙ্গরত্ন প্রমোদ নাথ বলেন, 'বহুবছর ধরে পার্থপ্রতিম যে কাজ করে চলেছেন. তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। তাঁর কাজের ব্যাপ্তি অনেক বড়। আগামীতে আরও সৃজনশীল কাজ তিনি করবেন। ডুয়ার্সে এধরনের মানুষ খুব দরকার[°]।

বিভিন্ন বিষয় অডিও ভিজুয়াল শো'র মাধ্যমে চা বাগান, গ্রাম এবং বনবস্তির মানুষের কাছে তুলে ধরেন। এছাড়া, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান সম্বন্ধে শতাধিক প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখেছেন। ২০০৯-'১০ সাল নাগাদ বিভিন্ন ভাষাভাষী এবং জনগোষ্ঠীর মানুষ পৃথক রাজ্যের দাবিতে ডুয়ার্সজুড়ে ধ্বংসাত্মক আন্দোলন শুরু করেন। সেইসময় শান্তি, সম্প্রীতি

এবং প্রগতির বার্তা নিয়ে তিনি ১৪ জানুয়ারি ডুয়ার্স ডে পালনের ডাক দেন। গত ১৩ বছর ধরে ওদলাবাড়ি থেকে কুমারগ্রামের বিভিন্ন ক্লাব, সামাজিক প্রতিষ্ঠান, গণসংগঠন দিনটি পালন করে চলেছে। এবছর ডুয়ার্স দিবস ১৪ বছরে পা দিতে চলৈছে। ডাঃ পার্থপ্রতিমের বক্তব্য, 'আগে জাতীয় এবং প্রাদেশিক কিছু সম্মাননা স্তরে তবে নিজের ঠিকানা ড্য়ার্সের পার্থপ্রতিম এদিন প্রোজেক্টরের কাছ থেকে পাওয়া এই সম্মানের

সাহায্যে স্বাস্থ্য এবং বিজ্ঞানের তাৎপর্যই আলাদা। দায়িত্ব আরও

সীমান্ত নিয়ে বিবাদে কড়া বাংলাদেশ

দ'দেশের উত্তাপ বাডছে বাংলাদেশের বিভিন্ন হাসপাতালের মর্গে ভারতের আটজন এবং পাকিস্তানের একজন নাগরিকের দেহ ৬ মাসেরও বেশি সময় পডে থাকায়। বাংলাদেশের দাবি, ভারত ও পাকিস্তানের হাইকমিশনকে বারবার চিঠি দিয়ে লাভ হয়নি। ঢাকার মর্গে পড়ে রয়েছে ইমতাজ ওরফে ইনতাজ, তারেক বাইন, খোকন দাস, অশোক কমার, কনালিকার দেহ। কারা দপ্তরের দাবি, তাঁরা সকলেই ভারতীয়। অনুপ্রবেশের অভিযোগে বাংলাদেশে বন্দি ছিলেন।

শরীয়তপুরের মর্কে রয়েছে সত্যেন্দ্র কমার ও বাবল সিং এবং খলনার হিমঘরে আছে সুরজ সিংয়ের দেহ। এঁরাওঁ ভারতীয়। বিএসএফ-বিজিবি'র টানাপোডেনের মধ্যে পাকিস্তানে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মুহাম্মদ ইকবাল খান জানিয়েছেন, পাকিস্তানিদের জন্য ভিসার শর্ত শিথিল করেছে ঢাকা। পাক নাগরিকরা এখন অনলাইনে বাংলাদেশের ভিসার আবেদন কবতে পাববেন।

একইদিনে পুর্বাচলে নতুন শহর প্রকল্পে সরকারি প্লট বেআইনিভাবে নিজেদের নামে করিয়ে নেওয়ার অভিযোগে শেখ হাসিনা, তাঁর বোন শেখ রেহানা সহ ১৬ জনের নামে মামলা করেছে বাংলাদেশের দুর্নীতিদমন কমিশন।

প্রথম পাতার পর

পরে চিকিৎসক ওঁকে মৃত ঘোষণা করলে আমরা সেকথাও বাড়িতে জানিয়ে দিয়েছি।' বন্ধুর আকস্মিক মৃত্যুতে ভেঙে পড়েছে তাঁর সহপাঠীরাও।

বাবা-মাকে নিয়ে রিয়েশের পরিবার। বাবা কর্মসত্রে দুবাইয়ে থাকেন। রিয়েশের মা ফাগুতেই থাকতেন। ছেলের অসুস্থতার খবর পেয়ে প্রথমে রিয়েশের মা ফাগু থেকে কোচবিহারের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। পরে ছেলের মৃত্যুসংবাদ শুনে তিনিও অসুস্থ বোধ করেন। তারপরে তাঁকে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে অবশ্য রিয়েশের কাকা, খুড়তুতো ভাই ও এক নিকটাত্মীয় হাসপাতালে আসেন। তাঁদের দাবি, রিয়েশের শারীরিক কোনও সমস্যা ছিল না। রিয়েশের আত্মীয় নকল রাই বলেন, 'পডাশোনাতে ও খুব ভালো ছিল। নিরামিষ খাবার খেত। নেশাও ছিল না। হঠাৎ করে এমনটা হয়ে যাবে ভাবতেও পারছি না!'

স্বাস্থ্যকতর্বি গাড়ি

বিল্টুরাই দাবি করেছেন যে তাঁরা অনলাইনে যাচাই করে দেখেছেন যে ওই গাড়ির নথিপত্র ঠিকঠাক নেই। ঘটনার পর স্বাস্থ্য আধিকারিকের গাড়ি ঘিরে ধরেন এলাকাবাসীরা। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে খবর পৌঁছে যায় মাল থানায়। খবর পেয়ে মাল থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। সেই গাড়ির কাগজপত্রে কি সত্যিই গোলমাল আছে? এপ্রশ্নের স্পষ্ট জবাব দিতে চাননি মাল থানার ট্রাফিক ওসি দেবজিৎ বোস। তিনি কেবল বলেন. 'পরিবহণ অ্যাপের সাভর্রি ডাউন আছে। আমরা গাড়ি বাজেয়াপ্ত করছি না। কারণ কোনওরকম অভিযোগ জমা পড়েনি।'

গত বছরের এপ্রিল-মে মাসে উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে ১২ জন প্রসূতির মৃত্যু হলে প্রাথমিকভাবে ওই স্যালাইনটিকে দায়ী মনে হয়েছিল বলে জানান উত্তরবঙ্গ মেডিকেলের প্রসূতি বিভাগের চিকিৎসক সন্দীপ সেনগুপ্ত। রাজ্যের একটি মেডিকেলের প্রসৃতি বিভাগের প্রধানের বক্তব্য শিউরে

ওঠার মতো। তিনি বলেন, 'রিংগার ল্যাকটেট ব্যবহারে রোগীর শরীরে প্লেটলেট নম্ভ হয় এবং রোগী দ্রুত মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়ে বলে আমাদের অনুমান। ২০২৪-এর ২২ মার্চ পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসিউটিক্যালসকে কণার্টক কালো তালিকাভুক্ত করলেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার কোনও পদক্ষেপ করেনি। (তথ্য সহায়তাঃ বিশ্বজিৎ সরকার ও সৌরভ মিশ্র)

স্মরণসভা

জলপাইগুড়ি, ১২ জানুয়ারি : খারিজা বেরুবাড়ির মালকানি হাটে

স্মরণসভায় প্রদেশ কংগ্রেসের সহ সভাপতি নির্মল ঘোষ দস্তিদার. কংগ্রেস নেতা রঞ্জিত রায়, যুব আইএনটিইউসি নেতা গণেশ

মশনহিলকে জৈব চা বাগানের স্ব

অভিষেক ঘোষ

মালবাজার, ১২ জানুয়ারি : স্তরে স্বীকৃতি পেল কালিম্পং নয়াদিল্লিতে কেন্দ্রীয় সরকারের একটি অনুষ্ঠানে ওই চা বাগানের কর্তৃপক্ষকে জৈব চা বাগানের শংসাপত্র প্রদান করা হয়েছে। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে মোট পাঁচটি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে এই শংসাপত্র দেওয়া হয়েছে। হিমাচলপ্রদেশ, গুজরাট পশ্চিমবঙ্গের কালিম্পং জেলার নাম জুড়ে গেল সেই তালিকায়। আশা টি কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেডের পরিচালিত হয় এই

দেশে চায়ের বাজারে মিশনহিলের চায়ের বেশ কদর রয়েছে। প্রায় সাড়ে পাঁচশো শ্রমিক এবং কর্মীরা বাগান পরিচর্যার কাজে যুক্ত। ২০২০ সাল থেকেই একটু

বাগানটি।

দিকে অগ্রসর হয়েছে কর্তৃপক্ষ। স্থনিয়ন্ত্রিত সংস্থা অ্যাপিডার মাধ্যমে

জৈব চা বাগান হিসেবে জাতীয় তিন বছরের নজরদারি ছিল বাগানে। জেলার মিশনহিল বাগান। সম্প্রতি নমুনা সংগ্রহ করে পাঠানো হয়েছে করেছে সংস্থাটি। সমীক্ষা হয়েছে দিল্লিতে আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানে

চা গাছের পরিচর্যা করা হয়েছে। বাগানের মাটিতে

রাসায়নিক পদার্থ আছে, সেটা চা গাছের কাণ্ড, মূল, পাতার জানতে মাটির নমুনা পরীক্ষা কেন্দ্রীয় পরীক্ষাগারে। মূলত পচা চা প্রক্রিয়াকরণের প্রতিটি বিভাগে। সেই কোম্পানির

দিল্লিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর হাত থেকে শংসাপত্র গ্রহণ করলেন অপলা ভদ্র রায়।

একট্ করে জৈব পদ্ধতিতে চা চাযের প্রয়োগ করে বিগত সাড়ে তিন বছর হয় গতবছর অক্টোবরে।সেই মাসের কেন্দ্রীয় ২৫ তারিখে মিশনহিল চা বাগানের পাতাকে সম্পূর্ণ জৈব উৎপাদনের তালিকায় আনা হয়।

পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত

जा

জন্য জানুয়ারির ৯ তারিখ শিল্পবাণিজ্যমন্ত্রকের অধীনে ন্যাশনাল প্রোগ্রাম ফর অগানিক প্রোডাকশনের শংসাপত্র দেওয়া হয়। কোম্পানির তরফে ডিরেক্টর মালিকের পাতা, কেঁচো সার, গোবর সার সবশেষে বাগানের পূর্ণাঙ্গ সমীক্ষা হাতে সেই শংসাপত্র তুলে দেবে অপলা ভদ্র রায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযুষ গোয়েলের হাত থেকে শংসাপত্রটি গ্রহণ করেন। কেন্দ্রীয় সরকার জৈব

কোন পথে

ভারত প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন

পদার্থের পরিমাণ জানতে মাটির নমুনা পরীক্ষা

গতবছর অক্টোবরে বাগানের পূণাঙ্গ সমীক্ষা

এবং পদ্ধতি ব্যবহার করলে প্রথমে উৎপাদন কম হয়। কিন্তু কয়েক বছর পর রেকর্ড উৎপাদন হবে চায়ের। তার থেকেও বড় কথা জৈব

চা মানবদেহের উপকার করবে। সে কারণে এর কদর বিদেশের বাজারে বেশি।' অপলা জানান, উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে এরপর তাঁরা বিদেশে চা রপ্তানির বিষয়ে চিন্তাভাবনা করবেন। ইন্ডিয়ান টি প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের উপদেষ্টা অমিতাংশু চক্রবর্তী বলেন, 'চা গাছে জৈব সার প্রয়োগ করলে গাছের গুণমান বৃদ্ধি পায়। তবে লোকসানের

প্রথমে চা গাছের কাণ্ড, মূল,

পাতার নমুনা সংগ্রহ বাগানের মাটিতে রাসায়নিক

আশঙ্কায় অনেক বাগান এই পদ্ধতি ব্যবহার করে না।

সিংয়ের স্মরণসভা হয় রবিবার। রাখেন।

প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন ঘোষ, প্রেমানন্দ রায় প্রমুখ বক্তব্য





ফরওয়ার্ড ক্লাব ময়দানের পাশের সবজি মার্কেটে উত্তেজনা। রবিবার।

কাউন্সিলার, পুলিশের মধ্যস্থতা

বাজারের জায়গা নিয়ে বিবাদ

রবিবার মাল শহরের পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের ফরওয়ার্ড ক্লাব ময়দানের বড়দিঘি তেশিমলা থেকে কিছু পাশের সবজি মার্কেটকে ঘিরে সামান্য উত্তেজনার পরিবেশ সৃষ্টি হয়। ওয়ার্ড কাউন্সিলার সুরজিৎ ইত্যাদি নিয়ে দোকান শুরু করেন। দেবনাথের সঙ্গে মাল থানার পুলিশও ঘটনাস্থলে আসে। পরবর্তীতে কাউন্সিলার ও পুলিশ উভয়পক্ষের কথা শুনে মধ্যস্থতায় উত্তেজনার

এলাকার কাউন্সিলার সুরজিৎ দেবনাথ বলেন, 'আমি দ'পক্ষকে অনুরোধ করেছি আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য। ফরওয়ার্ড ক্লাব ময়দানের পাশের সবজি মার্কেট ব্যবসায়ীদের দৈনিক বাজারে কোনও স্থান দেওয়া যায় কি না তা নিয়ে চিন্তা করব। কারণ বাজার কমিটির দাবি ন্যায্য। অপরপক্ষেরও পরিবার

দৈনিক বাজারের ব্যবসায়ীরা ফরওয়ার্ড ক্লাব ময়দানের পাশের সবজি বাজারে এসে এই বাজারের ব্যবসায়ীদেরকে অনুরোধ করেন এখানে ব্যবসা না করার জন্য। কারণ তাঁরা এখানে ব্যবসা করলে মানুষ আর দৈনিক বাজারে আসছেন না, এতে তাঁদের ব্যবসার ক্ষতি হচ্ছে। দৈনিক বাজার ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষে শুভ পাল বলেন, 'আমরা স্থানীয় ব্যবসায়ীরা দোকান চালানোর জন্য পুরসভাকে শুক্ষ দিই। আর তাঁরা বাইরে থেকে এসে আমাদের বাজারের কিছুটা দূরে দোকান বসিয়েছেন। যার ফলৈ আমরা ক্রেতা হারাচ্ছি। দরকার পড়লে তাঁরা পুরসভায় আবেদন করতে পারেন। সঠিক শুক্ষ দিয়ে ব্যবসা করুক আমাদের দৈনিক

অন্যদিকে, দৈনিক বাজারের ব্যবসায়ীদের বাজার বন্ধের কথা শুনে শহরের বাইরের সবজি বিক্রেতা মোস্তফা আলম বলেন, বিষয়টি যেমন তুলেছেন, অন্যদিকে 'বড়দিঘি থেকে এসে ত্রিপল পেতে এখানে ব্যবসা করি। আমাদের রেখে সাধারণ মানুষের জন্য এই উঠিয়ে দেবেন না। এতগুলো টাকার এলাকায় বসেছিলেন বাইরে থাকা সবজি নষ্ট হয়ে গেলে আমাদের মরে ব্যবসায়ীরা। যেহেতু তাঁদের দ্বারা যেতে হবে। দরকার পড়লে বিকল্প উপকৃত হয়েছেন। তাই অনেক ব্যবস্থা করে দিন। আমরা সেখানেই ক্রেতা ওই ব্যবসায়ীদের দিকটি

২০২০ সালে করোনাকালে ব্যবসায়ী মাল শহরের রেলওয়ে ময়দান লাগোয়া স্থানে সবজি, মাছ করোনাকালে উঠে গেলেও তাঁরা বেলওয়ে ময়দান পাব কবে ফবওয়ার্ড ক্লাব লাগোয়া মূল রাস্তায় দোকান বসান। স্থানীয় ও পথচলতি মান্য হাতের কাছে সবজি, মাছ পেয়ে যাওয়ায় মূল বাজারে না গিয়ে এখান থেকেই কৈনাকাটা শুরু করেন। যার ফলে একটা বিশাল সংখ্যক ক্রেতা হারাতে হয় মালবাজার দৈনিক বাজারকে। অনেকবার নানা স্থানে বলার পর কিছু না হওয়ায় এদিন দৈনিক বাজারের ব্যবসায়ীরা সরাসরি বাজার বন্ধের কথা জানান।



বড়দিঘি থেকে এসে ত্রিপল পেতে এখানে ব্যবসা করি। আমাদের উঠিয়ে দেবেন না। দরকার পড়লে বিকল্প ব্যবস্থা করে দিন। আমরা সেখানেই মাথা গুঁজে নেব। দরকার হলে পুরসভাকে শুল্ক দেব।

> -মোস্তফা আলম সবজি বিক্রেতা

মাল শহরের দৈনিক বাজারে যাওয়া নাগরিকরা এই বিষয়ে ভিন্ন ধারণা পোষণ করছেন। লালু সিং বলেন বলেন, 'দৈনিক বাজারের চেয়ে এই রাস্তার পাশের দোকানগুলো কম দামে সবজি বিক্রি করেন। তাই অনেকে এখান থেকে সবজি কেনেন।' একই বক্তব্য কৃতিকা ঘোষেরও।

অনেকে বাস্তা আটকে ব্যবসা এলাকায় আবর্জনা ফেলে রাখার করোনার সময় নিজের জীবন বাজি মাথা গুঁজে নেব। দরকার হলে ভেবে দেখার আর্জি জানিয়েছেন।

জলপাইগুড়ি. ১২ জানয়ারি : স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তীতে চার দেওয়ালের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে মাঠে নেমে হুটোপাটি করতে দেখা গেল জলপাইগুড়ি কোরক হোমের আবাসিকদের। এদিন অস্টম শীতকালীন বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় হোমের ৯৫ জন আবাসিক ২৩টি ইভেন্টে অংশ নেয়। লংজাম্প, রিলে রেস, কক ফাইট, আলু দৌড় সহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতা হয়। উপস্থিত ছিলেন সদর মহকুমা শাসক তমোজিৎ চক্রবর্তী, হোমের সপারিন্টেন্ডেন্ট গৌতম দাস প্রমুখ। মহকমা শাসক বলেন, 'বাচ্চাদের সঙ্গে সময় কাটাতে পেরে খুব ভালো লেগেছে।' হোমের সুপারিন্টেভেন্ট বলেন, 'বাচ্চারা খেলা নিয়ে মেতে উঠেছিল। অনুশীলন ও হিট-এর পর ফাইনাল খেলা হয়।

তিস্তাপাড়ের পিকনিকে মাত্রাছাড়া আওয়াজ

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ১২ জানুয়ারি : প্রশাসনের নির্দেশকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ছুটির দিনে বিকট শব্দে সাউন্ড সিস্টেম বাজিয়ে পিকনিক হল জমজমাট। রবিবার এমনই ছবি ধরা পড়ল জলপাইগুড়ি সদর সংলগ্ন তিস্তাপাড় এলাকায়। বেলা বাডলে ১ ও ২ নম্বর স্পারে বক্সের আওয়াজ সেভাবে কানে না এলেও ৩, ৫ এবং বিশেষ করে ৪ নম্বর স্পার থেকে বিভিন্ন পিকনিক পার্টির গানের আওয়াজ ছিল মাত্রাতিরক্ত। স্পারজুড়ে শব্দ দৃষণ সম্পর্কিত ব্যানার কিংবা মাইকিংকে পাত্তাই দিলেন না বনভোজনের আমেজে ডুবে থাকা লোকজন।

করতে আসা সকলের উদ্দেশ্যে তিস্তাপাড়ের পরিবেশ দৃষণ নিয়ে বিশেষ বাতা দিয়েছিলেন মহকুমা শাসক তমোজিৎ চক্রবর্তী। তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বিডিও মিহির কর্মকার, খড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান মনোজ ঘোষ, ভিলেজ রিসোর্সপার্সন সহ অন্যরা। প্রবেশপথ থেকে শুরু করে স্পারজুড়ে টাঙানো ছিল দৃষণ সম্পর্কিত নানা ব্যানার ও পোস্টার। প্লাস্টিকের থালা, গ্লাস সহ আবর্জনা ডাস্টবিনে ফেলার অনুরোধ করা হয়েছে তাতে। পাশাপাশি সাউভ বক্স আস্তে বাজানোর নির্দেশও দেওয়া হয়েছিল। তবে এসবে কোনও ফল হয়নি।



প্রশাসনের নিষেধকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে সাউভ বক্স বাজিয়ে চলছে পিকনিক।

পাখিদের তিস্তাপাড়ের কোনওরকম সমস্যা না হয়, সেই কারণেই এমন উদ্যোগ নিয়েছিল

প্রশাসন। এমনকি, সারাদিন যাতে মাইকিংয়ের মাধ্যমে সচেতনতামলক প্রচারও চলে। কিন্তু বক্সের তীব্র শব্দে সেই আওয়াজ যেন চাপা পড়ে যায়। ণুব্দ দৃষণের মাত্রা নিয়ে ভাবার ইচ্ছে শাসক বলেন, 'সাধারণ মানুষের

বন্ধদের সঙ্গে পিকনিকে আসা সেনপাড়ার বাসিন্দা প্রণব ঘোষ বলেন, 'পিকনিকে এসে যদি গান বাজিয়ে মজাই না করি, তাহলে আর কী করব!' তাঁর 'যুক্তি' হল, ভাডা দিয়ে সাউন্ড বক্স এনেছি। কম ভলিউমে গান বাজিয়ে শুনতে হলে হেডফোনেই শুনতাম।'

তিস্তাপাড়ের ৪ নম্বর স্পারের তেজপাতা বাগান সংলগ্ন এলাকায় এদিন প্রচুর মানুষের সমাগম হয়। প্রায় প্রতিটি পিকনিকের দলের সঙ্গেই ছিল বড় বড় সাউন্ড সিস্টেম। সেই গানের সঙ্গে চলে দেদার নাচ। পিকনিকে আসা বেশিরভাগই নিয়ম মানতে নারাজ। সদর মহকুমা

এমন মনোভাব সত্যিই দুঃখের। তবে, সচেতনতা বাড়াতে আমাদের লাগাতার প্রচার ও অভিযান চলবে। পিকনিক করতে আসা প্রতিটি মানুষকে বুঝতে হবে জোরে গান বাজিয়ে পাখিদের ক্ষতি করা হচ্ছে। সায়েন্স অ্যান্ড নেচার ক্লাবের

সম্পাদক রাজা রাউত জানান, পরিযায়ী পাখিরা এসময় তিস্তাপাড় এলাকায় আসে। বিকট শব্দে গান বাজালে তারা ভয় পাবে। এই পরিবেশে তারা অভ্যস্ত নয়। ফলে পাখিদের প্রজনন ও খাদ্যসংস্থান সমস্যা বাড়বে। তাই প্রশাসনের লাগাতার নজরদারির সঙ্গে সাধারণ মানুষকেও বিষয়টিকে বুঝতে হবে



বিবেকানন্দর মূর্তির ফেন্সিং ভাঙার পর। রবিবার মাল পুরসভার সামনে। -সংবাদচিত্র

ফেরার চালক হাসপাতালে কীভাবে, প্রশ্ন

অপ্পের জন্য রক্ষা স্বামীজির মাত্র

সুশান্ত ঘোষ

মালবাজার, ১২ জানুয়ারি মাল প্রসভার সামনে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বিবেকানন্দ মূর্তির সামনে থাকা ফেন্সিং ভেঙে দিল একটি ডাম্পার। অল্পের জন্য রক্ষা পেল স্বামীজির মূর্তি। ঘটনাটি স্বামীজির ১৬৩তম জন্মদিনের আগের রাতের। পরে গাড়িটি উদ্ধার করে মাল থানার পুলিশ।

সকালে ঘটনাস্থলে আসেন পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান উৎপল ভাদুড়ি। বলেন, 'ঘটনাটি পুলিশকে লিখিতভাবে জানাব। পূর্বনিধারিত অনুষ্ঠান অনুযায়ী স্বামীজির মূর্তিতে মাল্যদানও করা হবে।' সেইমতো রবিবার ভাঙা দেওয়ালের মাঝে দাঁডিয়ে থাকা স্বামীজির মূর্তিতে মাল্যদান করেন পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান ও আধিকারিকরা। পুলিশ ঘটনার তদন্ত

শনিবার রাত আনুমানিক ২টার সময় ওই ফেন্সিং ভাঙার আওয়াজে দৌড়ে আসেন পুরসভার নাইট গার্ড তসলিম আল সিদ্দিকী। তিনি সঙ্গে সঙ্গে ক্যালটেক্স মোড়ের ট্রাফিক গার্ডদের ডেকে আনেন। তসলিমের কথায়. 'আমরা ফিরে এসে দেখে ডাম্পার চালক ফেরার'। পরবর্তীতে ওই চালককে মাল সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় পাওয়া যায়। কে বা কারা ওই

ঘটনাক্রম

- নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বিবেকানন্দর মূর্তির ফেন্সিং ভাঙে একটি ডাম্পার
- 🔳 ঘটনাটি স্বামীজির ১৬৩তম জন্মদিনের আগের রাতের মাল পুরসভার সামনে
- মূর্তিটির কোনও ক্ষতি হয়নি

 পরে ডাম্পারটি উদ্ধার করে মাল থানার পুলিশ

চালককে হাসপাতালে ভর্তি করালেন তাই নিয়ে ধন্দে সকলে।

প্রত্যক্ষদর্শীদের গাড়িচালক মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন। চোখে ছিল গভীর ঘম। ডাস্পারটি মাল নদীর দিক থেকে ক্যালটেক্স মোড়ের দিকে আসছিল। জাতীয় সড়ক থেকে অনেকটা ভিতরে থাকা ওই মূর্তির ফেন্সিং ভেঙে কীভাবে ভিতরে ঢুকল ডাম্পার এবং এই ঘটনা যদি দিনেরবেলা ঘটত তাহলে কত মানুষ আহত বা নিহত হতেন সে নিয়ে জোর আলোচনা করছিলেন আশপাশের লোকজন।

যদিও স্বামীজির মূল মূর্তিটি অক্ষত রয়েছে। তবে ডাম্পার নিয়ে কড়া পদক্ষেপের জন্য প্রশাসনের আরও বেশি সক্রিয় হওয়া উচিত বলে এলাকাবাসী মনে করেন। বাসিন্দা প্রদীপ সোনার কথায়, 'রাতের এই ঘটনায় আমাদের এলাকার অনেক মানুষের জীবন রক্ষা হয়েছে বটে, কিন্তু এর আগেও একটি ঘটনা ঘটেছিল। একটি দোকানের ক্ষতি হয়েছিল। এ ধরনের দ্রুতগতিতে গাড়ি চালানো ও নেশাগ্রস্ত অবস্থায় গাড়িচালকদের বিরুদ্ধে আরও কঠোর হতে প্রশাসনকে অনুরোধ করব।

বিষয়ে মালবাজারের টাফিক ওসি দেবজিৎ বসু বলেন, 'দিনেরবেলা ফোর্সের সংখ্যা বেশি থাকে। রাতেরবেলা একট কম। সুযোগে বেপরোয়াভাবে সেই গাড়ি চালিয়ে এ ধরনের দুর্ঘটনা ঘটাচ্ছে কিছু গাড়িচালক। এর আগে অনেক সচেতনতা কর্মসূচি হয়েছে। পরবর্তীতে এ বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে নজরদারি বাডানো হবে।'

মাল শহরের অনেকেই সকাল-বিকেলে হাঁটতে মাল নদীর দিকে বা নিউ মালের চা বাগানের দিকে যান। তাঁবা মাঝে মাঝে ওভাবলোডিং ও দ্রুতগতির ডাম্পারের সামনে পড়েন। শিক্ষক রঞ্জিত দত্তর কথায়, 'আমরা যারা সকাল-সন্ধ্যায় হাঁটতে বের হই তাদের মনে ডাম্পারের এহেন গতি বেশ আতঙ্ক ধরায়। চিন্তায় থাকে পরিবার।' তিনিও চালকদের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে প্রশাসনকে অনুরোধ করেন।

জরুরি তথ্য ্বব্লাড ব্যাংক (রবিবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

জলপাইগুড়ি মেডিকেল

কলেজের ব্লাড ব্যাংক এ পজিটিভ এ নেগেটিভ বি পজিটিভ

বি নেগেটিভ এবি পজিটিভ এবি নেগেটিভ ও পজিটিভ

ও নেগেটিভ মালবাজার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল ব্লাড

 পিআরবিসি এ পজিটিভ

এ নেগেটিভ বি পজিটিভ

বি নেগেটিভ ও পজিটিভ

এবি পজিটিভ এবি নেগেটিভ - ০

জাগৃতি মোড়ে রাতে থাকে না ট্রাফিক পুলিশ

সংলগ্ন ৭১৭ নম্বর জাতীয় সড়কে জাগৃতি চৌপথি মোড়। এই মোড়ে দিনের বেলায় ট্রাফিক পুলিশ থাকে। তবে সন্ধ্যার পর অনেক সময়ই ট্রাফিক পুলিশ থাকে না বলে অভিযোগ। এই মোডেই জাতীয় সডকের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নিউ ময়নাগুড়ি রেলস্টেশন রোড ও দুর্গাবাড়ি মোড়ে যাওয়ার রাস্তা। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই মোড়ে সন্ধের পরেও যাতে ট্রাফিক পুলিশ মোতায়েন থাকে সেই দাবিই করছেন

পুরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দী পূর্ণিমা মল্লিকের কথায়, 'সন্ধ্যার পর মাঝেমধ্যেই জাগৃতি মোড়ে ট্রাফিক পুলিশের দেখা পাওয়া যায় না। সে সময় রাস্তা পারাপারের সমস্যায় পড়তে হয়। তাই সন্ধ্যার পর নিয়মিত কিছুটা সময় ট্রাফিক পুলিশ মোতায়েন রাখার দিকটায় নজর দিলে ভালো হয়। এতে সকলের সুবিধা হবে। আমরা একটু নিশ্চিন্তে চলাফেরা করতে পারব।

ময়নাগুড়ি শহরের গুরুত্বপূর্ণ মোড়গুলি হল ট্রাফিক মোড়, দুগাবাড়ি মোড়, থানা মোড়, নতুন বাজার ট্রাফিক মোড় এবং জাগৃতি মোড়। সমস্ত মোড়েই ট্রাফিক পুলিশ

ময়নাগুড়ি, ১২ জানুয়ারি : মোতায়েন থাকে বলে জানালেন ময়নাগুড়ি শহরের ট্রাফিক মোড় ময়নাগুড়ি ট্রাফিক ওসি অতুলচন্দ্র দাস। তাঁর বক্তব্য, 'শহরের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ মোড়েই ট্রাফিক পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। তেমনি জাগতি মোড়েও ট্রাফিক পুলিশ থাকে। অভিযোগ খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।'

> শহরের সকল মোড়েই ট্রাফিক পুলিশ মোতায়েন থাকে বলে দাবি পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান মনোজ রায়ের। তিনি বলেন, 'কোনও কারণে



কিছুটা সময় জাগৃতি মোড় ফাঁকা থাকে। বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা হবে।' পুরসভার রাস্তাঘাট সংকীর্ণ থাকায় যানজট সমস্যা বাড়ছে বলে মত ৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা অনিল চক্রবর্তীর। জাগৃতি মোড়ের পার্শ্ববর্তী এলাকায় পাকা রাস্তার একাংশ জুড়েই যানবাহন পার্কিং করতে দেখা যায়। এতে যানজট সমস্যা আরও বেডে যায়। বিষয়টি নজরে রেখে প্রশাসন পদক্ষেপ করবে, আশা শহরবাসী।

আবর্জনার ভ্যান থেকে অস্বস্তি

জলপাইগুড়ি, ১২ জানুয়ারি : দুই নম্বর ওয়ার্ডে রাজবাড়িদিঘির পাশের রাস্তায় রাখা রয়েছে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের একটি ভ্যান। এলাকার মানুষ যাতে সেখানে আবর্জনা ফেলতে পারেন এবং ওয়ার্ড যাতে অপরিষ্কার না থাকে। কিন্তু ওই রাস্তা দিয়ে যেতেই দেখা যাবে ওয়েস্ট ভ্যান থেকে আবর্জনা উপচে পড়ছে। ছড়াচ্ছে দুর্গন্ধ।

রাজবাড়িপাড়ার বাসিন্দা সাম্য চক্রবর্তী বলেন, 'রোজ রোজ এই ভ্যান থেকে আবর্জনা নেওয়া হয় না। তাই রাস্তায় উপচে পড়ছে আর্বজনা। আর সেগুলো থেকে খাবার খুঁজতে গোরু, কুকুর সেগুলো ছড়িয়ে দিচ্ছে চারদিকে। বিষয়টি দৃষ্টিকটু এবং অস্বাস্থ্যকর।'

এই বিষয়ে দুই নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার মহুয়া দত্ত বলেন, 'কিছু মানুষ নিজেরা অসচেতন। তারা ভ্যানটি থাকলেও তার আশপাশে আবর্জনা ফেলে। এছাড়াও অন্য পাড়ার মানুষ এসেও বর্জ্য ফেলে যায়। আমরা প্রতিদিন এটা পরিষ্কার করাই।



ভ্যান থেকে উপচে পড়ছে বর্জ্য।



হাসপাতালপাড়ার বিপজ্জনক রাস্তা।

ময়নাগুড়ি

বিপজ্জনক রাস্তা সংস্কারের আশ্বাস

ময়নাগুড়ি, ১২ জানয়ারি : একে সরু রাস্তা। তার ওপরে রাস্তার পাশে নর্দমার ওপর থাকা অধিকাংশ স্ল্যাবই ভেঙে গিয়েছে। অন্ধকারে রাস্তায় চলতে গিয়ে দুর্ঘটনায় পড়তে হচ্ছে পথচারীদের। ময়নাগুডি পুরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের হাসপাতালপাড়া এলাকার ঘটনা। এব্যপারে কাউন্সিলার প্রদ্যোৎ বিশ্বাস বলেন, পুরসভার বোর্ড মিটিংয়ে বিষয়টি জানানো হয়েছে। আর্থিক বরাদ্দ মিললে পদক্ষেপ করা হবে।'

বেশ কয়েক বছর আগে রাস্তাটি মেরামত করা হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে রাস্তা ভেঙে বেহাল হয়ে গিয়েছে।ভ্যান, রিকশা, টোটো এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে চায় না। কয়েকদিন আগে রাতেরবেলায় একটি টোটো এক পথচারীর পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সময় সেটির পেছনের একটি চাকা নর্দমার মধ্যে পড়ে যায়। স্থানীয়দের সহযোগিতায় সেখান থেকে টোটোটি তোলা হয়। বাসিন্দা নগেন রায়, অনীতা রায়রা বলেন, বিপজ্জনক হয়ে গিয়েছে রাস্তাটি। মেরামত করা দরকার। পুরসভার চেয়ারম্যান অনন্তদেব অধিকারী বলেন, 'আমরা পুর এলাকায় একাধিক রাস্তার কাজ শুরু করেছি। ইতিমধ্যে কয়েকটির কাজ শেষ হয়েছে। ওই রাস্তাটির নিয়ে অভিযোগ এসেছে। চেষ্টা করছি সমস্যা মেটানোর।'

ময়নাগুড়ির পাপিয়ার পরিচিতি কলকাতাতেও ঘরসংসার সামলে সন্তানকে বড় করার পাশাপাশি নিজে হাতে সামলান 'কথায় সুর হয়ে বেঁচে থাকব' গানটি

ব্যবসাও। বাদ পড়ে না সংগীত সাধনা এবং ক্রীড়াচর্চাও। সবকিছু

করে আরও বড় লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়াই স্বপ্ন ময়নাগুড়ির ১৩ নম্বর

ওয়ার্ডের সুভাষনগরপাড়ার বাসিন্দা পাপিয়া মিত্র ঘোষের। লিখেছেন



সাফল্যের চাবিকাঠি নিরলস চেষ্টা। এই অন্তহীন পথ চলায় প্রতিবন্ধকতা করেন অনেক। তবুও সময়ের সঙ্গে ছন্দ একডাকে চেনেন। তাঁর পরিচিতি মিলিয়ে বাধা ঠেলে দুর্বার গতিতে কলকাতাতেও কম নয়। সংগীত এগিয়ে যেতে চান ময়নাগুড়ির ঘরানায় জন্ম। প্রয়াত দিদি মালতী পাপিয়া মিত্র ঘোষ।

একাধিক সংগীতশিল্পীর সঙ্গে প্লেব্যাক গানে কণ্ঠ মিলিয়েছেন। আন্তজাতিক সংগীতে সুনাম অর্জন করেছেন। মাস্টার্স অ্যাথলেটিক চ্যাম্পিয়নশিপে একাধিকবার পুরস্কার পেয়েছেন। হারাতে হয়েছে। এরপর দাদা, এবার বলিউড-টলিউডে প্লেব্যাক গানে অংশ নেওয়া স্বপ্ন পাপিয়ার। নাতনিকে নিয়ে সংসার। স্বামী সূভাষনগরের বাড়ির একটি দেবব্রত মিত্র প্রয়াত হয়েছেন

ময়নাগুড়ি, ১২ জানুয়ারি : ছোট্ট ঘর সংগীত আর অ্যাথলেটিক্সে পাওয়া পুরস্কার ও স্মারকে ভর্তি। সেইসঙ্গে ঘরসংসার সামলানো এবং আর রয়েছে কিছু বাদ্যযন্ত্র। অবসর অর্থ রোজগারও আবশ্যক। জীবনের পেলেই সেখানে বসে রেওয়াজ পাপিয়া। তাঁকে সকলে

ঘোষ প্রখ্যাত সংগীতশিল্পী ছিলেন। উত্তরবঙ্গ এবং দক্ষিণবঙ্গের ছোটবেলা থেকে আর্য নাট্য সমাজ, যুব উৎসব সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ছোটবেলাতেই দিদি, ভাইপো, ভাইপো-বৌ এবং



সুভাষনগরপাড়ার বাড়িতে সংগীতশিল্পী পাপিয়া মিত্র ঘোষ।

২০২১ সালে। মেয়ে রাজন্যা মিত্র রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্রসংগীতের শেষ বর্ষের ছাত্রী। টু হুইলারের শোরুম রয়েছে পাপিয়ার, যার দেখাশোনা করেন নিজেই। ঘরসংসার-ব্যবসা সামলেও সংগীত সাধনা এবং ক্রীড়াচচায় কোনও রকম অবহেলা করেন না। পাপিয়ার কথায়, 'আন্তজাতিক মাস্টার্স অ্যাথলেটিকে পাঁচ হাজার মিটার পথ হাঁটায় যেমন সাফল্যের শিখরে পৌঁছে যেতে চাই। তার জন্য অহর্নিশি ছুটে চলেছি।' দেবাশিস রায় পরিচালিত সাগর বৃষ্টি নামক অ্যালবামে আঞ্চলিক

আগমন তাঁর। ১৯৯৫ সালে

সংগীতশিল্পী পুলক ভদ্রের কথা ও সুরে

ব্যাপক প্রশংসা পায়। ২০০৬ সাল আকাশবাণী শিলিগুডির থেকে নিয়মিত শিল্পী তিনি। শান্তিনিকেতনের প্রখ্যাত লেখক রজতশুভ্র মজুমদার তাঁর চারটি কবিতা মুভিতে প্লেব্যাক করার সুযোগ দেন পাপিয়াকে। সংগীতশিল্পী রাঘব চটোপাধ্যায়ের সঙ্গে আগেই বাংলা ডুয়েট গেয়েছেন পাপিয়া। শৈশবে জলপাইগুড়ির প্রয়াত রামলাল দাসের কাছে হাতেখড়ি। পরবর্তী সময়ে জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়, সুনীল বরণ এবং মুর্শিদাবাদের বিভূতিভূষণ আচার্যের কাছে তালিম নিয়েছেন। কলকাতা আকাশ মিউজিক আয়োজিত বঙ্গ সাফল্য পেয়েছি, তেমনই সংগীতেও সংস্কৃতি উৎসবে উত্তরবঙ্গের একমাত্র সংগীতশিল্পী হিসেবে অংশ নিয়েছেন। গড়ে তুলেছেন পাপিয়া অ্যান্ড ফ্রেন্ডস নামে বাংলা ব্যান্ডও।

ঘর সামলে, সন্তান মানুষ করেও চলচ্চিত্রে প্রথম প্লেব্যাক সংগীতে যে বাহ্যিক জগতে একাধিক ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করা যায় তা দেখিয়ে দিয়েছেন পাপিয়া। তিনি যেন প্রকৃত কলকাতা থেকৈ একটি অ্যালবামে অর্থেই দশভূজা।

মালবাজার

সমাধিস্থল আজ ডাম্পিং গ্রাউন্ড

মালবাজার, ১২ জানুয়ারি : শহরের পালপাড়ায় থাকা ঐতিহাসিক চিনা সমাধিস্থল আজ সংস্কারের অভাবে ডাম্পিং গ্রাউন্ডে পরিণত হয়েছে। স্থানীয় কাউন্সিলার মণিকা সাহা বলেন, 'ওই জায়গাটি বর্ষার সময় জল জমে ডোবায় পরিণত হয়। মশামাছির উপদ্রব হয়, সেক্ষেত্রে আজ থেকে নয় বাম আমল থেকেই। সেখানে আবর্জনা ফেলছেন কিছু অসচেতন মানুষ। ডাম্পিং গ্রাউন্ড না থাকায় এই সমস্যা হচ্ছে।'

প্রাক স্বাধীনতা পর্যায় থেকেই শহরের বুকে বড় চিনা বসতির অবস্থান ছিল। স্বাধীনতার পরবর্তীতে ১৯৬২ সালে চিন–ভারত যুদ্ধের সময় এদের অস্তিত্ব প্রবলভাবেই ছিল। অন্তত ২০০ জন চিনার বাসস্থান



চিনা সমাধিস্থলের বর্তমান হাল।

ছিল পানোয়াড় বস্তি, ক্যালটেক্স মোড় ও সত্যনারায়ণ মোড়ে। তাঁদেরই প্রিয়জনদের মৃত্যুর পর শেষ কার্য করার জন্য সমাধিক্ষেত্র তৈরি হয় পালপাড়ায়। কিন্তু বর্তমানে ওই সমাধিক্ষেত্রটি ডাম্পিং গ্রাউন্ডে পরিণত হয়েছে। এর আগে ওই সমাধিস্থল ঘিরে ঐতিহাসিক ট্যুরিজমের বিষয়ে পরিকল্পনা হয়েছিল। স্থানীয় বাসিন্দা দেবাঞ্জন চক্রবর্তী বলেন, 'একসময় এলাকাটা সুন্দর ছিল, এখন সেটি ডাম্পিং গ্রাউন্ডে পরিণত হয়েছে। পুরসভাকে এ বিষয়ে আরও সদর্থক ভূমিকা নিতে হবে। কারণ এটা একটি ঐতিহাসিক ভূমি।

তথ্য : অনীক চৌধুরী, সুশান্ত ঘোষ এবং বাণীব্রত চক্রবর্তী।

সাবিবরের ব্যান্ডে ঐক্যের সুর জুনা আখড়ায় বাদ মহান্ত

পশ্চিমবঙ্গের গঙ্গাসাগর মেলার উত্তরপ্রদেশের জমতে শুরু করেছে। ১৩ জানুয়ারি থেকে অগণিত সাধারণ মানুষ। রবিবার থেকেই তার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। সেই কোলাহলের মধ্যেই মাওলানা

বজায় থাকবে।' গত সপ্তাহ থেকে ধর্মীয় নেতাদের বিতর্কিত মন্তব্য নিয়ে বিতর্কের ঝড় বয়ে যাচ্ছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে হস্তক্ষেপ করতে হয়েছে গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথকে। সেই ত্রিবেণি সঙ্গমে স্নান করবেন সাধুসন্ত সব তকাতির্কি থেকে বহু যোজন দূরে সুর তুলছে ব্যান্ড-সাব্বির। অল ইন্ডিয়া মুসলিম জামাতের সভাপতি শাহাবুদ্দিন শোনা যাচ্ছে ব্যান্ডের সুর। যা গোটা বেরেলভি দাবি করেছেন, ওয়াকফ

আজ থেকে মহাকুম্ভ

তলেছে। মেলায় মুসলিম ব্যবসায়ীদের জমির ওপর কুম্ভমেলার আয়োজন প্রবেশ নিয়ে দু-তরফের ধর্মীয় নেতারা যখন একের পর এক বিতর্কিত মন্তব্য স্বামী নরেন্দ্রনাথ সরস্বতীর পালটা করছেন, সেই সময় সঙ্গম তীরের সওয়াল, 'যদি সনাতন হিন্দুদের ব্যান্ডটি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও মক্কায় প্রবেশের অনুমতি না দেওয়া ঐতিহ্যের প্রতীক হয়ে উঠেছে।

পারফর্ম করা ব্যান্ডের ব্যাভ মাস্টার অনুমতি দেওয়া হবে?' মহম্মদ সাব্বিরের কথায়, 'সংগীত

হয় তাহলে কেন ওইসব লোকদের সরস্বতী দুয়ার এবং নীলকণ্ঠ দুয়ার। ৪০ বছর ধরে কুম্ভমেলায় (মুসলিম ব্যবসায়ী) মেলায় প্রবেশের

চলতেই থাকবে। কিন্তু এর সঙ্গে বলেন, 'এখানে (কুন্তু) কোনও হাজার এলইডি লাইট এবং ২,০১৬টি দোকান তৈরি করা হয়েছে।

যোগী-বার্তার পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। তাঁর কথার রেশ ধরে সাব্বিরের ব্যান্ডের দিকে ইঙ্গিত করেছেন অখিল ভারতীয় আখডা পরিষদের প্রধান মহন্ত রবীন্দ্র পুরী। তাঁর কথায়, 'যদি আপনারা এখানে কাজ করা শ্রমিকদের দিকে তাকান, যাঁরা আমাদের আশ্রম তৈরিতে সাহায্য করেছেন, আমাদের আখড়ায় কাজ করছেন তাঁদের বেশিরভাগই অ-হিন্দু। আমাদের ব্যাভগুলির কথাই ধরুন। ওদের অনেকেই মুসলিম।'

যুক্তি-তর্কের মাঝে নিজের গতিতে চলছে শতাব্দী প্রাচীন মহাকুম্ভ। দর্শনার্থীদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে এবার ব্যাপক প্রস্তুতি প্রাঙ্গণে চারটি দরজা তৈরির জন্য খরচ করা হয়েছে সাড়ে ১৪ কোটি টাকা। এগুলি হল গঙ্গা দুয়ার, যমুনা দুয়ার, এগুলি ত্রিবেণি সঙ্গম থেকে প্রায় ১৫-২০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। ৪ হাজার হেক্টরের বেশি এলাকায় একটি সাগরের মতো। এর কোনও কুম্ভের প্রাচীন ঐতিহ্য বজায় রাখার ছড়িয়ে থাকা কুম্ভমেলাকে আলোকিত শেষ নেই। হিন্দু-মুসলিম বিতর্ক পিন্ধেই সওয়াল করেছেন। তিনি করতে ২ হাজার বৈদ্যুতিন খুঁটি, ৭০



প্রয়াগরাজে ভিড় জমিয়েছেন সাধুসন্ত এবং দূরদূরান্ত থেকে আগত পুণ্যার্থীরা। রবিবার। আগ্রা, ১২ জানুয়ারি : মহান্ত নাবালিকাকে দান করেছিল তার

সৌর হাইব্রিড লাইট স্থাপন করা হয়েছে। ৪৫ দিন ধরে চলা অনুষ্ঠানে বিদ্যতের খরচ ধরা হয়েছে ৩০ কোটি টাকা। উত্তরপ্রদেশ বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থা সবচেয়ে বড় সংগঠন জুনা আখড়া। ১৩ বছর বয়সি একটি মেয়েকে দান মহাকুম্ভ চত্বরে দৈনিক বিদ্যুতের হিসাবে গ্রহণ করায় কৌশল গিরির চাহিদা ২ লক্ষ ইউনিট হতে পারে বলে অনুমান করছে। পুণ্যার্থীদের

ঘটনার সূত্রপাত দিনকয়েক আগে। সন্যাস গ্রহণের জন্য গিরির সঙ্গে যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন

পরিবার। মেয়েটির নতুন নামকরণ বরখাস্ত করল দেশে হিন্দু সন্মাসীদের হয় গৌরী গিরি। দানের ছবি প্রকাশ্যে আসতেই বিতর্কের ঝড় ওঠে। এরপরেই পদক্ষেপ করে বিরুদ্ধে এই পদক্ষেপ করা হয়েছে। তাঁকে সংগঠন থেকে বহিষ্কার করা হয়। শুধু আখড়াই নয়,

করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কুম্ভ মেলা কর্তৃপক্ষও। মেয়েটিকে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। সূত্রের খবর, জুনা আখড়ায় নতুন সন্যাসী বা সন্যাসিনীকে অন্তর্ভুক্ত করার যে নিয়ম রয়েছে, তা মানেননি মহন্ত কৌশল গিরি। সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হতে হলে সন্ন্যাসিনীর ন্যুনতম বয়স হতে হবে ২২ বছর। মেয়েটি তার চেয়ে অনেক ছোট।

নাবালিকা দান গ্রহণ

তাকে দান হিসাবে গ্রহণ করা নিয়ে উপযুক্ত যুক্তি পেশ করতে পারেননি কৌশল গিরি।

জুনা আখড়ার অন্যতম সদস্য মহন্ত হরি গিরি বলেন, 'মহিলারা আখড়ার সদস্য হতেই পারেন। তবে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে তাঁকে পরিণত হতে হবে। কোনও শিশুকে পরিত্যক্ত অবস্থায় পাওয়া গেলে আখড়া তাকে দত্তক নিতে পারে। কিন্তু ২২ বছরের কম বয়সি কাউকে সাধারণত গ্রহণ করা হয় না। যে নাবালিকাকে কৌশল গিরিকে দান করা হয়েছিল, সে একটি ব্যবসায়ী

মহাস্নানে আজ স্টিভ-জায়া

প্রয়াগরাজ, ১২ জানুয়ারি মহাকুম্ভ উপলক্ষ্যে এদেশে এসেছেন অ্যাপল-এর সহকারী প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত স্টিভ জোবসের স্ত্রী লরেন পাওয়েল জোবস। সোমবার তিনি প্রয়াগরাজে যাচ্ছেন। বেশ কয়েকদিন মহাকুম্ভে কাটাবেন। ডুব দেবেন গঙ্গায়। মগ্ন হবেন তপস্যা, ধ্যান ও আধ্যাত্মিক ক্রিয়াকলাপে। শনিবার বারাণসীর কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরে গিয়ে প্রার্থনা জানালেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন নিরঞ্জনী আখড়া মন্দিরের কৈলাসনন্দ গিরিজি মহারাজ।

স্টিভ-জায়া লরেন কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরের গর্ভগৃহের বাইরে থেকে প্রার্থনা জানিয়েছেন। মহারাজ জানিয়েছেন, হিন্দু ছাড়া কেউই শিবলিঙ্গ স্পর্শ করতে পারেন না। সেই কারণে লরেন মন্দিরের গর্ভগৃহে ঢুকতে পারেননি। মহাকম্ভ নির্বিয়ে সম্পন্ন হোক, এই প্রার্থনা করেছেন তাঁরা। মন্দির দর্শন উপলক্ষ্যে লরেন পরেছিলেন সাবেকি ভারতীয় পোশাক। মাথা ঢেকেছিলেন সাদা ওড়নায়।

প্রয়াত ধনকুবেরের স্ত্রী হিন্দু ধর্ম ও আধ্যাত্মিক চেতনাকে বুঝতে চান। সাধ্বী হিসেবে কল্পবাসও করবেন। মহারাজ জানিয়েছেন, লরেন পাওয়েল জোবসের নতুন নামকরণ হয়েছে কমলা।

পুলিশের নজরে

ইউক্রেনীয়

প্রতারক

১২ জানুয়ারি



শৈশব যখন বিপন্ন... ইজরায়েল-হামাস যুদ্ধে মা-বাবাকে হারিয়েছে দুই খুদে। কবরস্থানের মাঝেই ছোট্ট ভাইকে খাবার তুলে দিচ্ছে দিদি।

নেই প্রধানমন্ত্রিত্বের দৌড়ে

রাজনীতি ছাড়ছেন অনীতা আনন্দ

আইনের অধ্যাপক ছিলেন অনীতা।

পুরোনো পেশায় ফিরে যাওয়ার

কথা জানিয়েছেন তিনি। গত

সপ্তাহে জাস্টিন ট্রুডো প্রধানমন্ত্রী

পদ ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর

কানাডার পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হিসাবে

অনীতার নাম সামনে এসেছিল।

আচমকা তাঁর রাজনীতি ছাডার

সিদ্ধান্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা

হচ্ছে। পর্যবেক্ষকদের মতে, ২-৩

মাসের মধ্যে কানাডায় পালামেন্ট

ভোটের সম্ভাবনা রয়েছে। এদিকে

আইনশৃঙ্খলা, বিদেশনীতি, আর্থিক

পরিস্থিতি নিয়ে ট্রুডো সরকারের

বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের ক্ষোভ তুঙ্গে

উঠেছে। আগামী ভোটে লিবারাল

পার্টির ক্ষমতায় ফেরা কার্যত অসম্ভব

বলে মনে করা হচ্ছে। পাশাপাশি

একজন ভারতীয় বংশোদ্ভতকে

প্রার্থী করায় খালিস্তানপন্থী ভৌটও

ট্রডোর হাতছাডা হতে পারে। এই

পরিস্থিতিতে অনীতার প্রধানমন্ত্রী

হওয়ার দৌড় থেকে সরে যাওয়া

অপ্রত্যাশিত নয় বলেই অনেকে মনে

করছেন। ট্রডোর উত্তরসূরি না হতে

তাঁর ওপর চাপ সষ্টি করা হয়েছে কি

জাস্টিন ট্রডোর উত্তরসূরি হওয়া দূরস্ত, রাজনীতি থেকেই সন্মাস নিতে চলেছেন কানাডার ভারতীয় বংশোদ্ভত পরিবহণমন্ত্রী অনীতা আনন্দ। আসন্ন পালামেন্ট নিবাচনে প্রার্থী না হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। শনিবার সমাজমাধ্যমে একটি বিবৃতি পোস্ট করেন অনীতা।সেখানে তাঁকৈ মন্ত্রিসভায় ঠাঁই দেওয়ার জন্য বিদায়ি প্রধানমন্ত্রী টডোকে ধন্যবাদ জানানোর পাশাপাশি নিজের ভবিষ্যৎ

পরিকল্পনার কথাও জানিয়েছেন। পোস্টে অনীতা লিখেছেন 'পালামেন্ট সদস্য হিসাবে লিবারাল পার্টিতে আমাকে স্বাগত জানানো এবং মন্ত্রীসভায় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী ট্রডোকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই। কানাডার হাউস অফ কমন্সে তাঁদের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ দেওয়ার জন্য ওকভিলের (অনীতার নির্বাচনি কেন্দ্র) জনগণের প্রতি আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ।... পরবর্তী নির্বাচনের আগে পর্যন্ত আমি একজন সরকারি কর্মকর্তা হিসাবে আমার দায়িত্ব

সম্মানের সঙ্গে পালন করে যাব।' রাজনীতিতে না তা নিয়েও জল্পনা চলছে।

সঙ্গে না থাকলেও ভরণ-পোষণ পাবেন স্ত্রী

স্বামীর সঙ্গে না থেকেও ভরণ-পোষণ চাইতে পারেন। ঝাড়খণ্ডের এক দম্পতির বৈবাহিক কলহ মামলায় শুক্রবার এমন গুরুত্বপূর্ণ রায় দিল সবেচ্চি আদালত। ভরণ-পোষণ পাওয়া নির্ভর করবে পরিস্থিতির ওপর। এই বিষয়ে কোনও কড়া নিয়ম থাকতে পারে না।

প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না ও বিচারপতি সঞ্জয় কুমারের বেঞ্চ জানিয়েছে, দাম্পত্য অধিকার পুনরুদ্ধারের বিষয়ে কোনও স্বামী আদালত থেকে ডিক্রি আদায় করলেও তাঁর স্ত্রী যদি সেই ডিক্রি অত্যাচারিত হয়েছেন। ৫ লক্ষ মেনে চলতে অস্বীকার করেন, শ্বশুরবাড়িতে ফিরে না যেতে চান. সেক্ষেত্রে আইনের দৃষ্টিতে তিনি তাঁর স্ত্রীকে ভরণ-পোষণ প্রদান

থেকে বিরত থাকতে পারেন না। বেঞ্চ বলেছে, ভরণ-পোষণের করছে। এই মামলার রায় স্ত্রীর পক্ষে গেলেও সবক্ষেত্রে তা নাও পবিবর্তে হতে পারে। সংশ্লিষ্ট মামলার তথা ও প্রমাণের উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। স্বামীর সঙ্গে অধিকার পুনরুদ্ধারে ডিক্রি আদায় বাতিল করে দেয় হাইকোর্ট।

ভরণ-পোষণের অধিকার হারাবেন. এটা ঠিক নয়।

মামলাটি ঝাড়খণ্ডের এক দম্পতিকে নিয়ে। ২০১৪ সালে তাঁদের বিয়ে হয়। ২০১৫ সালে স্ত্রী শৃশুরবাড়ি ছাড়েন। স্বামী পারিবারিক আদালতে দাম্পত্য প্রবায় অধিকারের আবেদন করলে স্ত্রী জানান, তিনি শ্বশুরবাড়িতে শারীরিক ও মানসিকভাবে

সুপ্রিম কোর্ট

টাকা যৌতুক চাওয়া হয়েছে। তাঁর গর্ভপাতের সময় স্বামী তাঁকে দেখতে পর্যন্ত আসেননি। তাঁকে শৌচালয়, গ্যাস ওভেন ব্যবহার করতে দেওয়া হয় না। এদিকে, স্বামী তাঁর সঙ্গে থাকতে চান বিষয়টি পরিস্থিতির ওপর নির্ভর বলে পারিবারিক আদালত ডিক্রি জারি করেছিল। স্ত্রী তা মানেননি। তিনি পারিবারিক আদালতে ভরণ-পোষণের আবেদন করেন। পারিবারিক আদালত ১০ হাজাব টাকা ভবণ-পোষণেব নির্দেশ থাকতে অস্বীকার করার জন্য স্ত্রীর দিলে স্বামী হাইকোর্টে যান। স্ত্রী বৈধ ও পর্যাপ্ত কারণ আছে কি না, একসঙ্গে থাকার ডিক্রি মানেননি তা দেখতে হবে। স্বামী দাম্পত্য বলে পারিবারিক আদালতের নির্দেশ

ট্রাম্পের শপথে চ্ছেন জয়শংকর

আমেরিকার ৪৭তম প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নিতে চলেছেন রিপাবলিকান নেতা ডোনাল্ড ট্রাম্প। ২০ জানুয়ারি শপথ। ভারত সরকারের তরফে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর। ট্রাম্পের শপথ গ্রহণের পর মার্কিন সরকারের সঙ্গে জয়শংকরের উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক হতে পারে।

রবিবার বিদেশমন্ত্রক হ্যান্ডেলে জয়শংকরের আমেরিকা সফর নিশ্চিত করে জানিয়েছে, এই সফরে জয়শংকর মার্কিন প্রশাসনের নবনিযুক্ত প্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখা করবেন। জয়শংকরকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে ট্রাম্প-ভান্স উদ্বোধনী বিদেশমন্ত্রকের দাবি,

সম্পর্ক মজবুত করার পাশাপাশি দ্বিপাক্ষিক ও আন্তজাতিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্র



শপথ অনুষ্ঠান হবে মার্কিন সময় অনুযায়ী দুপুর ১২টায়। অনুষ্ঠান হবে ওয়াশিংটন ডিসির নিউ ক্যাপিটলের না। জানা গিয়েছে, তাঁর পরিবর্তে ওয়েস্ট ফ্রন্টে। শপথ নেওয়ার এক উচ্চপর্যায়ের দূত যাবেন।

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তারপর মার্কিন রীতি অনুযায়ী কিছু প্রশাসনিক নির্দেশে সই করবেন তিনি। হবে কুচকাওয়াজ ও মধ্যাহ্নভোজ।

থাকবেন আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট জেভিয়ার মিলেই, ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মিলোনি জাপানের বিদেশমন্ত্রী তাকেশি ইওয়ায়া প্রমুখ। আমন্ত্রিত হয়েছেন ব্রাজিলের প্রাক্তন বোলসোনারো। চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংকে শপথ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন ট্রাম্প। জিনপিং যাবেন

যৎসামান্য বিনিয়োগ। বিপুল রিটার্ন। এই প্রলোভন দেখিয়ে প্রায় ১.২৫ লক্ষ বিনিয়োগকারীর সঙ্গে প্রতারণা করে টোরেস জুয়েলার্স নামে একটি সংস্থা। ২২ কোটি টাকার প্রতারণার অভিযোগের তদন্তে নেমে মুম্বই পুলিশের ইকনমিক অফেন্সেস উইং দুজন ইউক্রেনীয় নাগরিকের হদিস পেয়েছে। তাঁদের মধ্যে একজন মহিলা। তাঁদের নাম আর্টেম এবং ওলেনা স্টোইন। ওই দুজনই এই আর্থিক প্রতারণা চক্রের মূল কুচক্রী বলে জানা গিয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে শীঘ্রই একটি লুকআউট সার্কলার জারি করা হবে। সোনা, রুপো, বিভিন্ন দামী পাথরে লগ্নি করলে বিপুল রিটার্নের প্রলোভন দেখানো হয়েছিল সাধারণ মানুষকে। লাকি ড্র পুরস্থার হিসেবে ১৪টি বিলাসবহুল গাড়িও দেওয়া হয়েছিল বিনিয়োগকারীকে। প্রতারণা, অপরাধমূলুক ষড়যন্ত্র এবং অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গের অভিযোগে পুলিশ একটি অভিযোগে এফআইআর দায়ের করেছে।

বিবেকানন্দকে জন্মদিনে শ্রদ্ধা

নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারি

বিবেকানন্দের ১৬৩তম জন্মজয়ন্তীতে তাঁকে শ্রদ্ধা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নবেন্দ্র মোদি। হ্যান্ডেলে তিনি লিখেছেন, 'স্বামী বিবেকানন্দ তরুণদের চিরন্তন অনুপ্রেরণা। তরুণদের কাছে তিনি এক চিরকালীন আদর্শ। তাঁদের মনে এগিয়ে চলার ইচ্ছা জাগান স্বামীজি। তিনি যে শক্তিশালী এবং উন্নত ভারতের স্বপ্ন দেখেছিলেন আমরা সেই স্বপ্নের বাস্তবায়নে অঙ্গীকারবদ্ধ।' ২০২৪ সালে লোকসভা ভোটের পর বিবেকানন্দ রকে গিয়ে ধ্যান করেছিলেন মোদি। সেই ছবিও এদিন এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট কবেন তিনি। সামী বিবেকানন্দকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা। তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন. 'স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর সার্বিক চিন্তা দিয়ে বিশ্বকে মানবতার সেরা পথ দেখিয়েছিলেন। আন্তজাতিকভাবে ভারতীয় দর্শন এবং সকল ধর্মের মধ্যে সমতার ধারণা শক্তিশালী করেছিলেন এবং ভারতের মাথা উঁচু করেছিলেন।' তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক বন্দ্যোপাধ্যায় এক্সে লিখেছেন, 'ঐক্য, সম্প্রীতি ও শক্তির বুনিয়াদে ভারত গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন স্বামীজি। তাঁর জন্মদিনে শপথ নিলাম, এই দর্শনকে এগিয়ে নিয়ে যাব।' উত্তর কলকাতার সিমলায় স্বামীজির পৈতৃক ভিটেয় গিয়ে বিবেকানন্দকে শ্রদ্ধা জানান অভিষেক।

লস অ্যাঞ্জেলেসে

মৃত বেড়ে ১৬

অ্যাঞ্জেলেস, জানুয়ারি : আমেরিকার লস আসার কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। কয়েকদিনের অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে হাজার হাজার হেক্টর বনভূমি। আগ্নদক্ষ অগাণত বাডিঘর। লক্ষাধিক মান্যকে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তারপরেও এড়ানো যাচ্ছে না প্রাণহানি। রবিবার পর্যন্ত দাবানলের কবলে পড়ে ১৬ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। পরিস্থিতি জটিল হয়েছে সৈকত শহর মালিবুতে। পর্যটকদের এই জনপ্রিয় গন্তব্যের এক-তৃতীয়াংশের বেশি পুড়ে গিয়েছে।

লস অ্যাঞ্জেলেস সার্ভিসের এক মুখপাত্র কয়েকটি জানিয়েছেন, বেশ দাবানলে পুড়ছে গোটা রাজ্য। সবচেয়ে ভয়াবহ প্যালেসেইডস দাবানল। এরপর রয়েছে পাসাডেনার কাছে ইটন দাবানল। এই দাবানলের কবলে পড়ে সবচেয়ে বেশি প্রাণহানি ঘটেছে। পাসাডেনায় কমপক্ষে ১১ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত শতাধিক। কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। লস অ্যাঞ্জেলেস শহরের চারপাশে ৪টি দাবানল সক্রিয় রয়েছে। মালিবতে লাগা দাবানলের সংখ্যা ৩। বাতাসের গতিবেগ তীব্রতর হওয়ায় দাবানলগুলির তীব্রতা আরও বেড়েছে। আগামী কয়েকদিনে অবস্থা জটিল হওয়ার আশঙ্কা করছেন ওই মুখপাত্র।

ডোনাল্ডের সাক্ষাৎ চান গ্রিনল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী

ওয়াশিংটন, ১২ জানুয়ারি : চিন প্রভাব বিস্তার করতে চায়। ডেনমার্কের আধা-স্বশাসিত অঞ্চল গ্রিনল্যান্ড দখল করতে সামরিক শক্তি প্রয়োগের হুঁশিয়ারি কয়েকদিন আগেই দিয়েছেন ভাবী মার্কিন মুখে পড়ে গ্রিনল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড টাম্প। টাম্পকে সতর্ক করে দিয়েছে ইউরোপীয় বিষয়টি ফের তুলে ধরলেন। তিনি ইউনিয়নের দই সদস্য জামানি ও ফ্রান্স। এই পরিস্থিতিতে

ডেনমার্ক বা মার্কিন অধীনে বিরোধিতা থাকার গ্রিনল্যান্ডের করে প্রধানমন্ত্রী মিউট এগেডে তিনি জানিয়েছেন,

গ্রিনল্যান্ডের স্বাধীনতার পক্ষে। গ্রিনল্যান্ডকে তাদের সম্প্রসারিত ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠক করতে চান। তেল, গ্যাস ইত্যাদি প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর গ্রিনল্যান্ড সুমেরু অঞ্চলে অবস্থিত। তার ভূ-কৌশলগত অবস্থানের কারণে বহু করে মার্কিন যক্তরাষ্ট্র। ১৯৫১

বলেছেন, 'আমরা ডেনস(ড্যানিশ)

বা আমেরিকান(মার্কিন) হতে চাই না। আমুবা হতে চাই গ্রিনল্যান্ডিক। গ্রিনল্যান্ড আমেরিকা মহাদেশের কারণে আমেরিকানরা

অংশ বলে মনে করে। গ্রিনল্যান্ড ডেনমার্কের আধা স্বশাসিত অঞ্চল হলেও দ্বীপের প্রতিরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন দেশের লোলুপ দৃষ্টি রয়েছে বিশ্বের সালের চুক্তি অনুযায়ী এখানে

কৌশলগত অবস্থান ও আর্থিক

সমৃদ্ধির জন্য গ্রিনল্যান্ডকে কবজা

করতে চায় আমেরিকা। এই চাপের

আত্মনিয়ন্ত্রণ ও স্বাধীনতা পাওয়ার

বেকার তরুণদের ভাতা দেবে কংগ্ৰেস

বৃহত্তম দ্বীপটির প্রতি। রাশিয়া, আমেরিকার সামরিক ঘাঁটি আছে।

नग्रामिल्लि, ১২ জानुगाति দৈরথ ক্রমশ চড়ছে। কিন্তু তৃতীয় শক্তি হিসেবে কংগ্রেসও যে পিছিয়ে থাকতে রাজি নয় সেটা তাদের একের পর এক ঘোষণায় স্পষ্ট।

পাইলট, দিল্লি প্রদেশ সভাপতি পাইলট বলেন, '৫ ফেব্রুয়ারি দিল্লির মানুষ একটি নতুন সরকার নিব্রচন করতে চলেছেন। আজ আমাদের দল ঠিক করেছে, দিল্লির যে সমস্ত তরুণ শিক্ষিত কিন্তু বেকার তাঁদের এক বছরের জন্য প্রতিমাসে ৮৫০০ টাকা করে ভাতা দেওয়া হবে। এটা শুধু আর্থিক সহায়তা নয়। তরুণরা যাতে শিল্পসংস্থায় চাকরি পান তার জন্য আমরা তাঁদের প্রশিক্ষণও দেব।' পাইলটের কথায়, আজ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী। দিল্লির তরুণরা কম্টে রয়েছেন। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার তাঁদের কষ্ট বঝতে নারাজ। কংগ্রেস সরকারের জন্য দিল্লির পরিকাঠামো বিকাশ হয়েছে। গত কয়েক বছরে আমরা শুধু অভিযোগের পালা দেখেছি। দিল্লিকে

স্পেস ডকিংয়ের পথে ইসরে

বেঙ্গালুরু, ১২ জানুয়ারি

মহাকাশ গবেষণায় নতুন সাফল্যের দোরগোডায় ইসরো। দিন কয়েক আগে মহাকাশে পাড়ি জমিয়েছিল ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থার রকেট। এই স্পেডেক্স মিশনের মাধ্যমে পৃথিবীর কক্ষপথে ২টি মহাকাশযানকে যুক্ত এবং বিচ্ছিন্ন করার প্রযুক্তির কার্যকারিতা খতিয়ে দেখছে ইসরো। রবিবার জানিয়েছে, কক্ষপথে পৌঁছে গিয়েছে ভারতের পিএসএলভি সি৬০ রকেট। সেটি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মাত্র ৩ মিটার দরতে অবস্থান করেছে চেজার ও টার্গেট যান দুটি। সেগুলিকে যুক্ত করার প্রক্রিয়া নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করার ব্যাপারে আশাবাদী ইসরো।

আপের গান্ধিগিরিতে নতিস্বীকার বিধুরির

অরবিন্দ কেজরিওয়াল এবং আপের গান্ধিগিবিব চোটে ল্যাজেগোবরে অবস্থা হল বিজেপির জানিয়ে দিয়েছেন, 'আমি মুখ্যমন্ত্রী বিতর্কিত নেতা তথা কালকাজি বিধানসভা আসনের প্রার্থী রমেশ তিনি বলেছেন, 'আমি মানুষের প্রতি আমার ওপর আস্থা রেখেছে। গত ঘোষণা হলেই আমি গণতন্ত্রকে বিধুরির। কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা এবং দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অতিশী সম্পর্কে ককথা বলে ভোটের আগেই রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়িয়েছিলেন তিনি। যেহেতু বিধুরিকে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে প্রার্থী করা হয়েছে এবং বিজেপির তরফে এখনও পর্যন্ত মুখ হিসেবে ঘোষণা করা হয়নি, তাই আপের তরফে লাগাতার প্রচার শুরু হয়, বিতর্কিত একাংশের চাপেই নতিস্বীকার করতে মানুষের নেতাকেই এবার মুখ্যমন্ত্রী প্রার্থী

করছে পদ্মশিবির।

রবিবার কার্যত হার মেনে নিয়েছেন রীতিমতো বিধুরি। এক বিবৃতিতে তিনি সাফ পদপ্রার্থী হওয়ার দৌড়ে নৈই।' দাবিদার নই। আমার দল বারবার করতে চলেছে বিজেপি। ওঁর নাম যতটা, ততটাই আমাদের

দলের প্রতি অনুগত। আমাকে মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব দেওয়া হবে বলে যে

ভিত্তিহীন। আমি আপনাদের সেবক হিসেবে অক্লান্তভাবে কাজ করে যেতে চাই।' রাজনৈতিক মহলের মতে, আপ তো বটেই, বিজেপির বাধ্য হয়েছেন বিধুরি। যদি তিনি না আপনাদের এবং দেশের জন্য আরও করতেন, তাহলে আপের প্রচারের অনেক কিছু করতে চাই।'

বলেন, আমার বিরুদ্ধে বিভ্রান্তিকর প্রচার চালাচ্ছেন। আমি কোনও পদের জন্য

করেছে, তিনবার বিধায়ক করেছে।

আপনাদের দরজায় চতুর্থবারের

জন্য ভোট চাওয়ার সুযোগ দিয়েছে।

সেবায়

আপনাদের

আশীর্বাদে

আমি

নিয়োজিত।

শা–কে চ্যালেঞ্জ কেজারর

'অরবিন্দ কেজরিওয়াল করেছিলেন, 'একটি নির্ভরযোগ্য সত্রেব মাধ্যমে আমি জানতে পেবেছি বিধুরিকে নিজেদের মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী

মজবুত করার মুখ্যমন্ত্ৰী পদপ্রার্থীর

ওই কথা শুনে খোদ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত করছি।' কেজরির শা তোপ দেগেছিলেন, 'কেজরিওয়াল কি এবার বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থীর নামও ঘোষণা কর্বেন। বিধরি বিতর্কের মধ্যেই রবিবার

শা'কে চ্যালেঞ্জ করেন কেজরি। তিনি বলেন, 'দিল্লির ঝুপড়িবাসীদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন আদালতে আপনারা যত মামলা করেছেন সেগুলি যদি প্রত্যাহার করে নেন. যে সমস্ত জমি থেকে তাঁদের উচ্ছেদ করেছেন সেখানেই যদি আবার তাঁদের বাড়ি তৈবি কবে দেবেন বলে হলফনামা দেন তাহলে আমি নিবচিনে লডব কথাবার্তা চলছে, তা পুরোপুরি ২৫ বছরে আমাকে দল দুবার সাংসদ প্রকাশ্যে বিতর্কে নামতে চাই।' তাঁর না। আমি আপনাকে চ্যালেঞ্জ আক্রমণের জবাবে বিজেপি নেত্রী স্মৃতি ইরানি বলেন, 'দুজন আপ বিধায়ক মহিন্দর গোয়েল এবং জয় ভগবান উপকার বাংলাদেশি দিল্লির ঝুপড়িবাসীদের মন জেতার অনুপ্রবেশকারীদের জন্য ভূয়ো জন্য শা²কে নিশানা করেন আপ আধার কার্ড তৈরির ষড়যন্ত্রে লিপ্ত।

মহিলাদের জন্য ২৫০০ টাকা করে দেবেন্দর যাদব প্রমুখ যুব উড়ান মাসিক ভাতা এবং ২৫ লক্ষ টাকা যোজনার ঘোষণা করেন। শচীন পর্যন্ত স্বাস্থ্যবিমার পর এবার দিল্লির তরুণ ভোটারদের কাছে টানতে উদ্যোগী হল কংগ্রেস। রবিবার যব দিবসে দিল্লির বেকার তরুণ. তরুণীদের জন্য প্রতিমাসে ৮৫০০ টাকা করে ভাতা দেওয়ার কথা ঘোষণা করল হাত শিবির। এই প্রকল্পের নাম দেওয়া হয়েছে যুব উড়ান যোজনা। মাসিক বেকার ভাতার পাশাপাশি একবছরের শিক্ষানবিশি করার সুযোগও থাকছে এই প্রকল্পে। দিল্লিতে ৫ ফেব্রুয়ারি বিধানসভা ভোট। সেদিকে লক্ষ্য রেখে আপ এবং বিজেপির মধ্যে রাজনৈতিক

রবিবার কংগ্রেস নেতা শচীন অবহেলা করা হয়েছে।'





নতুন অধিনায়ক খুঁজে নাও, বললেন রো

কলকাতা, ১২ জানুয়ারি : ছিল রুমাল। হল

বিড়াল ! দল নির্বাচনি বৈঠক। পরিস্থিতির দাবি মেনে দল নির্বাচনের পাশে সেই বৈঠকই হয়ে দাঁডাল অস্ট্রেলিয়া সিরিজে ব্যর্থতার ময়নাতদন্তের আসর। যার ফলে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি২০ সিরিজের দল ঘোষণা হতে দেরি হল। সঙ্গে আগামীর ভারতীয় ক্রিকেট নিয়েও জল্পনা ও সংশয় বাডল

অধিনায়ক রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলিরা আর কতদিন খেলা চালিয়ে যাবেন? স্যার ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে সিডনি টেস্টের আগেই ক্রিকেট থেকে অবসর ঘোষণা করতে চেয়েছিলেন রোহিত। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত বদল করেন তিনি। ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়া সফরের ব্যর্থতার পর হিটম্যান আর বেশিদিন টিম ইন্ডিয়ার হয়ে খেলবেন না, সেটা স্পষ্ট। রোহিতের ঘনিষ্ঠ মহলের দাবি, হয়তো চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পরই টেস্ট ও একদিনের ক্রিকেট থেকে অবসর নেবেন তিনি। জাতীয় নির্বাচক কমিটির সদস্য, ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সচিব দেবজিৎ শইকিয়া ও সভাপতি রজার বিনির সঙ্গে মুম্বইয়ের এক পাঁচতারা হোটেলে গতকালের বৈঠিকে রোহিত জানিয়েছেন, আর কয়েক মাসের মধ্যে তিনি দায়িত্ব ছাড়বেন। বোর্ডকে নতুন অধিনায়ক খোঁজার কথাও বলেছেন। বৈঠকে হাজির থাকা জাতীয় নির্বাচক কমিটির এক প্রতিনিধি নাম না কোচ হওয়ার পর থেকেই দলের সিনিয়ারদের

লেখার শর্তে আজ উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে বলেছেন. 'রোহিত বলেছে, ও আরও কয়েক মাস রয়েছে জাতীয় দলে। তারপর অবসর নেবে। সময়টা সম্পূর্ণভাবে ওর উপর নির্ভর করছে। একইসঙ্গে ও জাতীয় দলের নতুন অধিনায়ক খুঁজে নেওয়ার কথাও বলেছে আমাদের।'

কোচ গৌতম গম্ভীরের উপস্থিতিতে যেভাবে রোহিত তাঁর বক্তব্য জানিয়েছেন, তা নিয়ে চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে ভারতীয় ক্রিকেটে। সঙ্গে এসেছে



রোহিত বলেছে, ও আরও কয়েক মাস রয়েছে জাতীয় দলে। তারপর অবসর নেবে। সময়টা সম্পূর্ণভাবে ওর উপর নির্ভর করছে। একইসঙ্গে ও জাতীয় দলের নতুন অধিনায়ক খুঁজে নেওয়ার কথাও বলেছে আমাদের।

জাতীয় নির্বাচক কমিটির প্রতিনিধি

আরও একটি প্রশ্ন. রোহিত আরও কয়েক মাস থাকলে বিরাট কতদিন থাকবেন? কোহলি গতকালের বৈঠকে ছিলেন না। তিনি এখনও বিসিসিআই-কে তাঁর মনোভাব স্পষ্ট করেননি। তবে সূত্রের খবর, কোহলি এখনই অবসরের কথা ভাবছেন না। বোর্ডের এক কর্তার কথায়, 'অন্তত এক সন্ধিক্ষণে ভারতীয় ক্রিকেট। গম্ভীর

সঙ্গে ওর এমন দূরত্ব তৈরি হয়েছে. যা কোনও দিনও মেটার নয়। ফল ভুগতে হচ্ছে দলকে।'

রোহিত সরলে টিম ইন্ডিয়ার পরবর্তী অধিনায়ক কে হতে পারেন? কুড়ির ক্রিকেটে সূর্যকুমার যাদবকে নিয়ে কোনও সংশয় নেই। কিন্তু টেস্ট ও একদিনের ক্রিকেটে রোহিতের উত্তরসূরি হিসেবে সবচেয়ে জোরদার নাম জসপ্রীত বুমরাহ।দলের অন্দরে তাঁর জনপ্রিয়তার কথাও স্বার জানা। কিন্তু চোটপ্রবণ বুমরাহকে অধিনায়ক করা নিয়ে বোর্ড ও জাতীয় নির্বাচকদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। গতকালের বৈঠকে বিসিসিআইয়ের নতুন সচিব দেবজিৎ শইকিয়া চমকপ্রদভাবে বর্তমান অধিনায়ক রোহিতকেই তাঁর উত্তরসূরি বেছে দেওয়ার অনুরোধ করেছেন বলে খবর। জবাবে হিটম্যান কী বলেছেন, স্পষ্ট নয়। এদিকে, বোর্ডের তরফে রোহিত-বিরাটদের ঘরোয়া রনজি ট্রফি খেলার কথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে গতকালের বৈঠকে। বিরাট-রোহিতরা ২৩ জানুয়ারি থেকে শুরু হতে চলা রনজির দ্বিতীয় পর্বে নিজেদের রাজ্যের হয়ে খেলবেন কিনা সেটাই এখন দেখার। ২০১২ সালের পর বিরাট ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলেননি। রোহিত শেষবার ঘরোয়া ক্রিকেট খেলেছেন ২০১৫ সালে।

বাস্তবে রোহিত-বিরাটদের ভাবনা যাই হোক না কেন, সময়ের সঙ্গে বদলে চলা ভারতীয় ক্রিকেটে নিশ্চিতভাবেই বড় পরিবর্তন আসন্ন। সেই বদল ভারতীয় ক্রিকেটকে কোন পথে নিয়ে যায়, সেই যাত্রাপথে কোচ গম্ভীরের ভূমিকা কী হয়, সেটাই এখন দেখার।

মুম্বইয়ের এক পাঁচতারা হোটেলে শনিবার জাতীয় নিবর্চিক কমিটির সদস্য, বিসিসিআই সচিব দেবজিৎ সইকিয়া ও সভাপতি রজার বিনির সঙ্গে বৈঠকে বসেন রোহিত শর্মা।

অবসরের সময়টা রোহিত শর্মা নিজেই বাছবেন।

বিরাট কোহলি এখনই অবসরের কথা ভাবছেন না।

গৌতম গম্ভীর কোচ হওয়ার পর থেকেই দলের সিনিয়ারদের সঙ্গে ওর এমন দূরত্ব তৈরি হয়েছে, যা কোনওদিনও মেটার নয়।

বৈঠকে বোর্ডের তরফে রোহিত-বিরাটদের ঘরোয়া রনজি ট্রফি খেলার কথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ফুলেছে পিঠ, সংশয়

১২ জানুয়ারি : কারও মতে ধাকা। কেউ আবার বলছেন, সঠিকভাবে ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্ট সামলাতে না পারার ফল। আবার অনেকের মতে, দলের অতিরিক্ত নির্ভরতার

বাস্তব যাই হোক না কেন, বুমরাহর ক্রিকেট জসপ্রীত কেরিয়ারের আকাশে কালো মেঘ। সিডনি টেস্টের তিন নম্বর দিনে পিঠের পেশিতে চোট পেয়েছিলেন তিনি। ভারতীয় সাজঘরে থাকলেও নামা হয়নি বুমুরাহর। মাঠে অস্ট্রেলিয়াও অনায়াসে সিডনি টেস্ট ও বর্ডার-গাভাসকার ট্রফি জিতে নিয়েছিল। সার ডন ব্রাডিমাানের দেশে টিম ইন্ডিয়ার সিরিজ হার যদি ভারতীয় ক্রিকেটের জন্য ধাক্কা হয়ে থাকে, তাহলে সামনে রয়েছে আরও বড় ধাকা।

অস্টেলিয়া সিরিজে পাওয়া পিঠের চোট (ব্যাক স্প্যাজম) বুমরাহর ক্রিকেট কেরিয়ারে তৈরি করেছে চরম অনিশ্চয়তা। টিম ইন্ডিয়া ও ভারতীয় ক্রিকেট কন্টোল বোর্ডের তরফে বুমরাহর চোট নিয়ে সরকারিভাবে কোনও মন্তব্য এখনও পাওয়া যায়নি। কিন্তু ভারতীয়

ক্রিকেটের অন্দরের খবর, বুমরাহর ৩২ উইকেট পাওয়া বুমরাহকে পিঠের চোট গুরুতর। অন্তত দেড় ঘরের মাঠে ইংল্যান্ড সিরিজে তো থেকে দুই মাস মাঠের বাইরে থাকতে হবে তাঁকে। তিনি কবে ফিট হয়ে ক্রিকেট মাঠে ফিরতে পারবেন, স্পষ্ট নয়। জানা গিয়েছে, বুমরাহর পিঠের একটা অংশ ফুলে

বুমরাহর চোট গুরুতর। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে খেলার সম্ভাবনা বেশ কম। ও ঠিক কবে পুরো ফিট হয়ে মাঠে ফিরতে পারবে, এখনই বলা কঠিন।

বিসিসিআই কর্তা

রয়েছে। কিন্তু কেন, স্পষ্ট নয়। বিসিসিআইয়ের তরফে জাতীয় বমরাহকে বেঙ্গালরুর ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে রিপোর্ট করতে বলা হয়েছে। আগামীকাল বেঙ্গালুরুর এনসিএ-তে বুমরাহর হাজির হওয়ার কথা। সেখানকার ফিজিওরা চিকিৎসক, বমরাহর পিঠের চোট নতুনভাবে পর্যবেক্ষণ করবেন। কিন্তু তার আগে অস্ট্রেলিয়া সফরে পাঁচ টেস্টে

নয়ই, ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে চলা চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতেও পাওয়ার সম্ভাবনা কম। এমনকি আইপিএলেও অনিশ্চিত বুমরাহ। মুম্বই থেকে বোর্ডের এক প্রতিনিধি আজ দুপুরে বিশেষ সাধারণ সভার মাঝে উত্তরবঙ্গ সংবাদকে জানিয়েছেন, 'বুমরাহর চোট গুরুতর। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে খেলার সম্ভাবনা বেশ কম। ও ঠিক কবে পুরো ফিট হয়ে মাঠে ফিরতে পারবে, এখনই বলা কঠিন।'

বুমরাহর পিঠের চোটকে কেন্দ্র করে বোর্ডের অন্দরেও পরস্পরবিরোধী মন্তব্য রয়েছে। অতীতে পিঠের যে অংশে চোট পেয়েছিলেন বুমরাহ, ঠিক একই জায়গায় ফের সমস্যা তৈরি হয়েছে। অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন কি না, জানা যায়নি এখনও। কিন্তু পরিস্থিতি অস্ত্রোপচার পর্যন্ত গডালে বমরাহ শুধু চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি বা আইপিএলই নয়, জুন মাসের ইংল্যান্ড সফরেও অনিশ্চিত। সার ডনের দেশে ১৫১.২ ওভার বল করার মাশুল যে ব্যবাহকে এভাবে মেটাতে হবে. কে আর জানত।





বিসিসিআইয়ের এসজিএমে চলেছেন দেবজিৎ সইকিয়া ও জয় শা।

মুম্বই, ১২ জানুয়ারি : ২০২৫ আইপিএল শুরু হচ্ছে ২১ মার্চ

ইডেন গার্ডেন্সে অনষ্ঠিত উদ্বোধনী ম্যাচে অভিযান শুরু করবে গতবারের চ্যাম্পিয়ন কলকাতা নাইট রাইডার্স। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের বিশেষ সাধারণ সভায় মেগা লিগের দিনক্ষণ নিয়ে এই ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ম্যারাথন লিগের টক্কর শেষে খেতাবি যদ্ধ ২৫ মে। ফাইনাল ও দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার ম্যাচও হবে ইডেনে। প্রথম কোয়ালিফায়ার ও এলিমিনেটর হবে গতবারের রানার্স সানরাইজার্স হায়দরাবাদের হোম গ্রাউন্ড রাজীব গান্ধি ইন্টাবন্যাশনাল সৌডিয়ামে।

প্রাথমিকভাবে ১৪ মার্চ লিগ শুরুর ইঙ্গিত দিয়েছিল বোর্ড। কিন্তু এদিনের বিশেষ সাধারণ সভায় এক সপ্তাহ পিছিয়ে ২১ মার্চ করা হয়। বোর্ডের বার্ষিক সভা শেষে সাংবাদিকদেব একথা জানিয়েছেন বিসিসিআই সহ সভাপতি বাজীব শুকা।

মুম্বইয়ে অনুষ্ঠিত বিশেষ সাধারণ সভায় এদিন সরকারিভাবে সচিবপদে জয় শা-র স্থলাভিষিক্ত হলেন অসমের দেবজিৎ সইকিয়া। কোষাধ্যক্ষ পদের দায়িত্ব নিলেন ছত্তিশগড়ের প্রভতেজ সিং ভাটিয়া। দুইজনই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নিবাচিত হন। ১ ডিসেম্বর জয় আইসিসি-র

দায়িত্ব নেওয়ার পর অন্তর্বর্তীকালীন সচিব হিসেবে দায়িত্ব নেন দেবজিৎ। সচিব পদের নির্বাচনে একমাত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দেন। আজ সরকারি সিলমোহর। অপরদিকে

জয় শা–র শূন্যস্থানে অসমের দেবজিৎ

প্রাক্তন কোষাধ্যক্ষ আশিস শেলার বোর্ডের দায়িত্ব ছেড়ে মহারাষ্ট্র সরকারের

ক্যাবিনেট মন্ত্রীর দায়িতে।

রাজীব শুক্লা জানান, পরবর্তী বৈঠক বসবে ১৮-১৯ জানুয়ারি, যেখানে গুরুত্ব পাবে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির চূড়ান্ত দল নির্বাচন প্রক্রিয়া। ১২ জানুয়ারি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দল ঘোষণার চূড়ান্ত দিন ছিল। যদিও জসপ্রীত বুমরাহর ফিটনেস সহ একাধিক

কারণে সেই দল নির্বাচন পিছিয়ে দেয় ভারত। টিম ইন্ডিয়ার সাম্প্রতিক ব্যর্থতা নিয়ে কোনও আলোচনা হয়নি বলেও জানান রাজীব শুক্লা। এক প্রশ্নের জবাবে জানান, এদিনের বৈঠকে মূল অ্যাজেন্ডা ছিল দুই পদাধিকারীর নির্বাচন। পাশাপাশি এক বছরের মেয়াদে আইপিএলের নতুন কমিশনার নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বৈঠকে। এদিনের সভায় জয়কে সংবর্ধনাও দেওয়া হয় বিসিসিআইয়ের তরফে।

লি দেবকে গুলি করতে যান যোগরাজ

ভোল বদলে মাহির প্রশংসায় যুবির বাবা

নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারি : ছিলেন হরিহর আত্মা। ঘনিষ্ঠ বন্ধু। হরিয়ানা ক্রিকেট থেকে দজনেই পা রাখেন ভারতীয় দলেও। একজন কপিল দেব বিশ্ব ক্রিকেটের অন্যতম সেরার তকমা আদায় করে নিয়েছিলেন। আরেকজন যোগরাজ সিং দ্রুত হারিয়ে গিয়েছিলেন অন্ধকারে।

নিজের যে হারিয়ে যাওয়ার পিছনে বিশ্ববিখ্যাত বন্ধুটিকেই দায়ী করেন যুবরাজের বাবা। কপিলের মাথায় গুলি করতেও নাকি ভারতের প্রথম বিশ্বজয়ী অধিনায়কের বাড়িতে বন্দুক নিয়েও গিয়েছিলেন! কপিলের মায়ের জন্য গুলি না করে ফিরে আসেন। এক সাক্ষাৎকারে এমনই চাঞ্চল্যকর দাবি করেছেন খোদ যুবরাজ সিংয়ের বাবা যোগরাজ। অভিযোগ, কপিলের কারণেই ভারতীয় দল, উত্তরাঞ্চল দল থেকেও তাঁকে বাদ পড়তে হয়েছে। পিছন থেকে কলকাঠি নেড়েছেন দীর্ঘদিনের বন্ধুই। ক্ষোভ বারবার উসকে দিয়েছেন। সবকিছ ছাপিয়ে গুলি করতে যাওয়া

চাঞ্চল্যকর দাবি। যোগরাজ বলেছেন, 'কপিল হরিয়ানা, উত্তরাঞ্চলের পব ভারতের অধিনায়ক হওয়ার পর কোনও কারণ ছাড়াই আমাকে বাদ দেয়। আমার স্ত্রী (যুবরাজের মা) উত্তরটা কপিলের থেকে জানতে চেয়েছিল। ওকে বলি, কপিলকে উচিত শিক্ষা দেব। পিস্তল বের করে সোজা কপিলের সেক্টর ৯-এর বাড়িতে চলে যাই। মাকে নিয়ে বেরিয়ে আসে ও। মায়ের জন্য গুলি চালাতে পারিনি। কারণ ওর মা অত্যন্ত ধর্মপ্রাণা। কপিলকে তা ছেড়ে ছেলে যুবরাজকে ক্রিকেটার



কপিল দেবকে বিঁধলেও সবাইকে অবাক করে আরেক বিশ্বজয়ী অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনিকে প্রশংসায় ভরালেন যুবরাজের বাবা যোগরাজ সিং।

যোগরাজ।

বিষেণ সিং বেদির বিরুদ্ধেও অভিযোগ মারাত্মক করেছেন পিতা। বলেছেন, যবরাজের 'কপিলের সঙ্গে বিষেণ সিং বেদি আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছেন। তাই কখনও বেদিকে ক্ষমা করিনি। উত্তরাঞ্চল দল থেকে কেন বাদ পড়লাম জানতে চেয়েছিলাম অন্যতম নির্বাচক রবীন্দ্র চাড্ডার কাছে। উনি বলেন, বেদির (প্রধান নির্বাচক) ধারণা আমি সুনীল গাভাসকারের

ঘনিষ্ঠ। তাই বাদ। ' বেদিদের বিরুদ্ধে কপিল, বোমা ফাটালেও সবাইকে অবাক করে মহেন্দ্র সিং ধোনির প্রশংসা যুবরাজের কেরিয়ার দ্রুত খুব কম পাওয়া যায়।'

বানানোকেই ধ্যানজ্ঞান করে নেন শেষ করার পিছনে মাহিকেই দায়ী করেন বরাবর। এই নিয়ে প্রকাশ্যে 'ক্যাপ্টেন কুলের' বিরুদ্ধে আক্রমণ শানিয়েছেন। আজ বিপরীত সুর।

যোগরাজ সিং বলেছেন, 'সতীর্থদের অত্যন্ত অনুপ্রাণিত করার দুর্দান্ত ক্ষমতা ছিল অধিনায়ক ধোনির। সবচেয়ে প্রশংসনীয় ব্যাপার হল, উইকেটটা খুব ভালো বুঝত। সেই অনুযায়ী বোলারদের গাইড করত, বলটা কোথায় রাখতে হবে, দিশা দেখাত। একইসঙ্গে সেই ভয়ডরহীন চরিত্র। অস্ট্রেলিয়া সফরের কথা মনে আছে। মিচেল জনসনের বল ওর হেলমেটের গ্রিলে জোরে আঘাত করে। কিন্তু ধোনিকে বিন্দুমাত্র বিচলিত হতে দেখিনি। বলেও আসি।' এরপর ক্রিকেট শোনা গেল যোগরাজের মুখে। পরের বলেই ছক্কা। এরকম লোক

নিউজিল্যান্ডের নেতৃত্বে স্যান্টনার

সাকিবকে ছাড়াহ দল বাংলাদেশের

অকল্যান্ড ও ঢাকা, ১২ জানয়ারি : ইঙ্গিত ছিল। শেষপর্যন্ত সেটাই হল। চ্যাম্পিয়ন ট্রফির দলে ঠাঁই হল না সাকিব আল হাসানের। বোলিং অ্যাকশন নিয়ে প্রশ্নের মখে। দ্বিতীয় চেষ্টাতেও আইসিসি-র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেননি। ওঠেনি আন্তজাতিক ক্রিকেটে বোলিংয়ের ওপর থাকা নিষেধাজ্ঞা। চলতি বছরে আর টেস্ট দিয়ে নিজেকে সঠিক প্রমাণ করার সুযোগ পাচ্ছেন না সাকিব। আন্তৰ্জাতিক ক্রিকেটে শুধু ব্যাটিং করতে পারবেন। তবে বাংলাদেশের নিবাচকরা শুধুমাত্র ব্যাটার হিসেবে সাকিবকে গুরুত্ব দেননি। সাকিবের সঙ্গে দলে জায়গা পাননি তারকা ব্যাটার লিটন দাসও। পাকিস্তান সফরে টেস্ট সিরিজে সফল হয়েছিলেন লিটন। মনে করা হয়েছিল,

CHAMPIONS TROPHY

অভিজ্ঞতা হয়তো কাজে লাগাবে বাংলাদেশ। উইকেটকিপার-ব্যাটারের দায়িত্ব সামলাবেন মুশফিকুর রহিম।

মিচেল স্যান্টনারের নেতৃত্বে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দল ঘোষণা করল নিউজিল্যান্ড। উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে দলে রয়েছেন কেন উইলিয়ামসন। ১৯ জানুয়ারি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচে নামবে ব্ল্যাক ক্যাপসরা। আইসিসি-র সময়সীমা মেনে এদিন যে লক্ষ্যে প্রাথমিক দল ঘোষণা করল নিউজিল্যান্ড। তারকাদের ভিডে যে দলে রয়েছেন তিন তরুণ তুর্কি পেসার উইল ও'রৌরকে, বেন সিয়ার্স ও নাথান স্মিথ। ব্যাটিংয়ে ড্যারেল মিচেল, কেন উইলিয়ামসনের মতো তারকা। একঝাঁক অলরাউন্ডার নিঃসন্দেহে কিউয়ি দলের সম্পদ। ব্যটিংয়ের পাশাপাশি বোলিংয়েও ভারসাম্য, দক্ষতার ছোয়া।

নাজমূল হোসেন শান্ত (অধিনায়ক), সৌম্য সরকার, তানজিদ হাসান, মুশফিকুর রহিম, মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ, জাকের আলি, তৌহিদ হৃদয়, মেহেদি হাসান মিরাজ, রিশাদ হোসেন, তাসকিন আহমেদ. মুস্তাফিজুর রহমান, পারভেজ হোসেন ইমন, নাসিম আহমেদ, তানজিম হাসান সাকিব ও নাহিদ রানা।

নিউজিল্যান্ড দল

মিচেল স্যান্টনার (অধিনায়ক), ডেভন কনওয়ে, রাচিন রবীন্দ্র, কেন উইলিয়ামসন, ড্যারিল মিচেল, মার্ক চ্যাপম্যান, উইল ইয়ং, গ্লেন ফিলিপস. মাইকেল ব্রেসওয়েল, মিচেল স্যান্টনার, নাথান স্মিথ, বেন সিয়ার্স, লকি ফার্গুসন, ম্যাট হেনরি ও উইল ও'রৌরকে।

হাশমাতুল্লাহ শাহিদি (অধিনায়ক), ইব্রাহিম জাদরান, রহমানুল্লাহ জাদরান, সেদিকল্লাহ অটল, রহমত শা, रेकाम व्यानिथिन, खनवािमन নাইব, আজমাতুল্লাহ ওমরজাই, মহম্মদ নবি, রশিদ খান, আল্লাহ মহম্মদ গজনফর, নর আহমদ, ফজলহক ফারুকি, ফরিদ আহমদ, নাভিদ জাদরান।

হাশমাতৃল্লাহ শাহিদির নেতৃত্বে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির জন্য ১৫ জনের দল ঘোষণা করেছে আফগানিস্তান। চোট সারিয়ে ফেরা ইব্রাহিম জাদরান ও পাঁচ স্পিনারকে নিয়ে শক্তিশালী দলই গডেছে তারা

পাঞ্জাব কিংসের অধিনায়ক

হলেন শ্ৰেয়স

মুস্বই, ১২ জানুয়ারি : মেগা নিলাম থেকে ২৬.৭৫ কোটি টাকায় শ্রেয়স আইয়ারকে দলে নিয়েছিল পাঞ্জাব কিংস। গত বছর কলকাতা নাইট রাইডার্সকে আইপিএল চ্যাম্পিয়ন করানো শ্রেয়স শুরু থেকে পাঞ্জাব কিংসের নেতৃত্বের দাবিদার ছিলেন। তাঁকেই অধিনায়ক ঘোষণা করা হয়। চমক রয়েছে তাঁর নাম ঘোষণার মধ্যে। পাঞ্জাব কিংসের অধিনায়ক হিসেবে শ্রেয়সের নাম ঘোষণা করেন বলিউড সুপারস্টার সলমন খান। বিগ বসের অনুষ্ঠানে এই ঘোষণা করা

বিগ বসে হল নাম ঘোষণা

হয়। রিয়্যালিটি শোয়ে অতিথি হিসেবে পাঞ্জাব কিংস স্কোয়াডের দুই সদস্য যুযবেন্দ্র চাহাল ও শশাঙ্ক সিংকে নিয়ে হাজির হয়েছিলেন শ্রেয়স। সলমন তাঁর নাম ঘোষণার পর আপ্লত শ্রেয়স বলেছেন, 'দল আমার ওপর বিশ্বাস রাখার জন্য আমি গর্বিত। কোচ রিকি পন্টিংয়ের সঙ্গে আরও একবার কাজ শুরুর অপেক্ষায় রয়েছি। শক্তিশালী দল হয়েছে আমাদের। দলে প্রতিভা ও অভিজ্ঞতার ভারসাম্য রয়েছে। আশা কর্ন্তি প্রথমবার পাঞ্জাব কিংসকে আইপিএল চ্যাম্পিয়ন করে ম্যানেজমেন্টের আমার প্রতি ভরসার মযাদা রাখতে পারব।

ঋষভ-বিতর্কে জল হরভজনের

নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারি : ঋষভ

পম্বকে ছাড়া ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ঘোষিত টি২০ দল নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন অনেকেই। সঞ্জ স্যামসন, ধ্রুব জুরেল-দলে দুইজন উইকেটকিপার-ব্যাটার। অথচ, ঋষভ নেই! হরভজন সিং যদিও নির্বাচকদের পাশেই দাঁড়ালেন। যুক্তি, লম্বা অস্ট্রেলিয়া সফর শেষে সবে দেশে ফিরেছেন ঋষভরা। বিশ্রামটা যুক্তিসংগত। ঋষভকে বিশ্রাম দিয়ে উইকেটকিপার হিসেবে সঞ্জ-জুরেলদের সুযোগ দেওয়া সঠিক

চ্যাম্পিয়নশিপের হেক্টর-হিজাজির লক্ষ্যে স্থির গ্রেগরা পরিবর্ত চান ব্রুজোঁ

দলের পারফরমেন্সে অখুশি নন মোলিনা

সুস্মিতা গঙ্গোপাখ্যায়

গুয়াহাটি, ১২ জানুয়ারি গুয়াহাটিতে এখন দিনেরবেলা রোদের তাপে বেশ গরম লাগে। কিন্তু সন্ধ্যার পর ফাঁকা জায়গায় যথেষ্ট কাঁপুনিও ধরে। এনএইচ ৩৭ জাতীয় সড়কের উপরে দাঁড়িয়ে থাকা ইন্দিরা গান্ধি অ্যাথলেটিক্স স্টেডিয়ামে শনিবার রাতে ততোধিক ঠান্ডা একটা ম্যাচের সাক্ষী থাকলেন উপস্থিত হাজার কয়েক সমর্থকের সঙ্গে টেলিভিশনের পর্দায় চোখ রাখা আপামর বাঙালি।

তবু ডার্বিতে একশো শতাংশ সাফল্য। সেই রেকর্ড অক্ষুণ্ণ রেখেই যে কলকাতায় ফিরতে পারছেন, তাতেই খুশি সবুজ-মেরুন শিবির। কোচ হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনাও জানিয়ে দিলেন, 'তিন পয়েন্ট পাওয়ায় আমি খুবই খুশি। হ্যাঁ, প্রচুর সুযোগ আমরা নষ্ট করেছি। আরও ভালো ফল হতে পারত যদি আমরা গোলগুলো করতে পারতাম। কিন্তু তবু খুশি কারণ আমরা আমরা জিতে ফিরছি খুব তিন পয়েন্ট পেয়েছি বলে। অত্যন্ত ভালো লাগছে। সমর্থকদের গুরুত্বপর্ণ তিন পয়েন্ট। তাছাডা আমাদেরই শহরের সেরা প্রতিপক্ষের বিপক্ষে জিতেছি, ডার্বি জয়ের গুরুত্বই আলাদা। হয়তো দিনটা আমাদের সেরা দিন ছিল না কিন্তু পয়েন্ট টেবিলের জন্য, শিল্ডের কাছাকাছি যাওয়ার জন্য এই জয়টা দরকার ছিল।' শনিবারই আশ্চর্যজনকভাবে বেঙ্গালুরুতে গিয়ে সুনীল ছেত্রীদের হারিয়ে দেয় মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। আর তাতেই নিকটতম প্রতিপক্ষের থেকে পরিষ্কার আট পয়েন্টে এগিয়ে গেল মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। নিজেদের ১৫ নম্বর তিনে থাকা ম্যাচ এফসি গোয়া জিতে গেলেও সেই পার্থক্য ৬ পয়েন্টের হবে। যা অনেকটাই স্বস্তি দিচ্ছে মোলিনা সহ গোটা শিবিরকে।

রাতেই টিম হোটেলে পৌঁছে যান এখানে আসা কিছু ফ্যান ক্লাবের সমর্থক। তাঁদের নিয়ে আসা কেক কেটে সমর্থকদের সঙ্গেই হোটেলে খানিক হইচই করে নিজের নিজের ঘরে ঢুকে পড়েন ফুটবলাররা। গ্রেগ স্টুয়ার্ট বলেই দিলেন, 'দেখুন এখনই অত লাফালাফির কিছু হয়নি। হ্যাঁ,

আরমানের দাপটে

জয় জাহিরের

কাঠামবাড়ি প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে

রবিবার জাহির খান ফ্যান ক্লাব ৩ উইকেটে কপিল দেব ফ্যান ক্লাবকে হারিয়েছে। প্রথমে কপিল ১৩.৩

ওভারে ৭৬ রানে অল আউট হয়।

রবিউল আলম ২১ রান করেন।

ম্যাচের সেরা আরমান হোসেন ১৬

৭ উইকেটে ৭৭ রান তুলে নেয়।

আরমান ৪৯ রান করেন। আমিনুল

ইসলাম ২১ রানে পেয়েছেন ৪

উইকেট। বুধবার খেলবে সৌরভ

গঙ্গোপাধ্যায় ফ্যান ক্লাব ও শচীন

তেন্ডুলকার ফ্যান ক্লাব।

জবাবে জাহির ১১.৫ ওভারে

রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট।

১২ জানুয়ারি রিক্রিয়েশন ক্লাবের



এই ম্যাচটা আমরা জিতে ফিরছি খুব জয়টা দরকার ছিল। কিন্তু এখনও আমাদের ফোকাসড থাকতে হবে

জন্য এই জয়টা দরকার ছিল। কিন্তু এখনও আমাদের ফোকাসড থাকতে হবে পরবর্তী ম্যাচগুলোর জন্য। পরপর দুইটি কঠিন অ্যাওয়ে ম্যাচ আছে

গ্রেগ স্টুয়ার্ট

পরবর্তী ম্যাচগুলোর জন্য। পরপর দুইটি কঠিন অ্যাওয়ে ম্যাচ আছে আমাদের। একটা দিন আমরা খুব সামান্য বেলাগাম হতে পারি। কিন্তু পরদিন থেকেই ফের কঠোর পরিশ্রম করে যেতে হবে, পরবর্তী ম্যাচগুলোর জন্য।' লিগ জিততে হলে যে সব ম্যাচ জেতা জরুরি একথা অবশ্য মোলিনাও প্রায় প্রতি ম্যাচে বলেন। এদিনও বললেন, 'আপনি যদি চ্যাম্পিয়ন হতে চান তাহলে কোনও ম্যাচকেই ক্ম গুরুত্বপূর্ণ ভাবা চলবে না। সব ম্যাচ জেতার মানসিকতা রাখতে হবে। এই ম্যাচে যেমন আমরা অত্যন্ত খারাপ খেলতে শুরু করি ওরা দশজন হয়ে

যাওয়ার পর। একজন বেশি ফুটবলার ভালো লাগছে। সমর্থকদের জন্য এই নিয়ে আমাদের খেলার মান নেমে হঠাৎ। ফাইনাল থার্ডে গিয়ে গোল খেই হারিয়ে ফেলা শুরু হল। শেষ দশ মিনিট তো ওরা বল নিয়ে এত বেশি নড়চড়া করেছে যে আমরা চাপে পড়ে যাই। এরকম পারফরমেন্স চলবে না। তবে সবমিলিয়ে আমার ছেলেদের পারফরমেন্সে আমি খুশি, কারণ অন্যদের সঙ্গে পয়েন্টের পার্থক্যটা বাড়ল।'

মোলিনা থেকে লিস্টন কোলাসো, প্রত্যেককেই খালি গ্যালারি কষ্ট দিয়েছে। লিস্টন বলছিলেন, 'এই রকম ফাঁকা গ্যালারিতে তো আমাদের খেলার অভ্যাস নেই। বিশেষ করে ডার্বি। আমাদের সমর্থকরা এমনিই মাঠ ভরিয়ে দেন। আশা করব ওঁরা পরের হোম ম্যাচে আমাদের পাশে থাকবেন। মোলিনাও স্বীকার করলেন, 'ওই রকম ভরা গ্যালারি আর এই রকম ফাঁকায় খেলা তো এক নয়। সমর্থকদের ওই চিৎকার ফুটবলাদের খেলায় অসম্ভব প্রভাব বিস্তার করে। সমর্থকদের মিস করেছি, এটা ওঁদের বলতে চাই। ওঁদের সামনে খেলতে চেয়েছিলাম। ওঁদের জন্যই লড়েছি। আশা করি ওঁরা এই জয়ে খুশি। পরের ম্যাচে ওঁদের জন্য অপেক্ষা করব।

সেই অপেক্ষা নিশ্চিতভাবে করবেন সমর্থকরাও। হয়তো ওই ২৭ জানুয়ারি বেঙ্গালুরু এফসি-র বিপক্ষে ঘরের মাঠেই হতে পারে ডার্বি জয়ের উৎসব পালন।

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

গুয়াহাটি, ১২ জানুয়ারি : বিহু উৎসবের জন্য সেজে ওঠা গুয়াহাটি এখন উজ্জ্বল রঙিন টোকা, স্থানীয় সুন্দর সুন্দর গামছা আর অসম সিল্কের তৈরি নানা জিনিসে। শহরের বিভিন্ন প্রান্তে হচ্ছে আন্তর্জাতিক মেলা, এক্সপো। এই উৎসবের আবহে ততোধিক অন্ধকার এদিন লাল-হলুদ শিবির।

ডার্বির মতো হাইভোল্টেজ ম্যাচের শুরুতেই গোল খাওয়া, তারপর দশজন হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও খুব খারাপ না খেলেও তিন পয়েন্ট খুইয়ে এলে অবশ্য কারই বা মন ভালো থাকে? স্বাভাবিকভাবেই মুখ বেজার কোচ অস্কার ব্রুজোঁ থেকে গোটা শিবিরেরই। ডার্বির মতো ম্যাচে তিন ডিফেন্ডারে দল নামানোর সুযোগ জেমি ম্যাকলারেন শুরুতেই নিয়ে নেন। বিশেষ করে পিভি বিষ্ণু কেন ব্যাকে, কেন ডেভিড লালহালানসাঙ্গা শুরু থেকে, এসব প্রশ্ন উঠলেও নিজের পরিকল্পনায় ভুল ছিল, মানছেন না ব্রুজোঁ। তাঁর ব্যাখ্যা, 'আমার পরিকল্পনা সঠিক ছিল। একদম শেষ অংশে আমাদের কাছেও ম্যাচটা ওপেন ছিল। বাকি সময় আমরা ওদের সঠিকভাবে ব্লক করেছি। প্রতিটি ফাঁকফোকর বুজিয়ে ফেলা গিয়েছিল। বিশেষ করে ওদের দুই উইংকে খেলতেই দেওয়া হয়নি। মনবীর (সিং) আর লিস্টনের (কোলাসো) কাজ আমরা কঠিন করে দিতে পেরেছি। ওরা জায়গা নিয়ে খেলতে পছন্দ করে। তিনজন সেন্টার ব্যাক ও তিন মিডফিল্ডার নিয়েও হিজাজির ভূলে প্রায় প্রতি ম্যাচে দলকে

হয়তো খেলার ফল আমাদের পক্ষে যায়নি কিন্তু আমার ছেলেদের প্রশংসা করতেই হবে। কারণ দশজনেও ওরা দুর্দান্ত লড়েছে।'

হেক্টর ইউস্তে তাড়া করেও আর নাগাল পাননি অজি স্ট্রাইকারের। প্রায় প্রতি ম্যাচেই তাঁর এবং হিজাজি মাহেরের ভুলে ডুবছে দল। ব্রুজোঁ অবশ্য তাঁর ফুটবলারদের পাশেই দাঁড়ালেন, মহেশ সিং ও নন্দকুমার শেখরের মতো

ডুবতে হচ্ছে বলে তিতিবিরক্ত অস্কার ইতিমধ্যেই ম্যানেজমেন্টের কাছে এই দুই বিদেশি ডিফেন্ডারের পরিবর্ত খোঁজার কথা বলেছেন। পাঞ্জাব এফসি এবং মুম্বই সিটি এফসি-র বিপক্ষে ম্যাকলারেনের গোলটার সময়ে গোল করার পর ডেভিডকে শুরু থেকে খেলানোর চাপ বাড়ছিল ব্রুজোঁর উপর। তবে শুরু থেকে খেলে ডার্বিতে একেবারেই চোখে পড়েননি তিনি। বরং এরকম একটা ম্যাচে নাওরেম

ইস্টবেঙ্গল, পাঞ্জাবের অভিযোগে নড়েচড়ে বসল ফেডারেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ জানুয়ারি : আইএসএলে রেফারিংয়ের মান নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে বারবার। ন্যায্য পেনাল্টি না দেওয়া থেকে, ভুল কার্ড দেখানো। ঝুড়ি ঝুড়ি অভিযোগ। সেই নিয়ে অবশেষে বোধহয় নড়েচড়ে বসল সূর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন। শুনিবার বড় ম্যাচে ন্যায্য পেনাল্টি থেকে ইস্টবেঙ্গল বঞ্জিত হয়েছে বলে দাবি লাল-হলুদ শিবিরের। লাল-হলুদ শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকার বলেছেন, 'এই প্রথম নয়, আমরা বারবার রেফারির চক্রান্তের শিকার হচ্ছি। একাধিকবার অভিযোগ জানানো সত্ত্বেও কোনও সুরাহা হয়নি।'খারাপ রেফারিং নিয়ে সরব পাঞ্জাব এফসি-ও।

আমরা যখন জিতি তখনও সবাই সবারই।' একইসঙ্গে আরও বলেছেন. 'ব্যক্তিগত ভুল যদি একটা ম্যাচে হয় তাহলে বলার কিছু থাকে না। কিন্তু প্রায় প্রতি ম্যাচে হলে সেটা চিন্তার বিষয়। তার মানে এই ভুলের কোনও সমাধান আমরা খুঁজে পাচ্ছি না।' হেক্টর ও

'ভালো এবং খারাপ দুই সময়েই আমি অভিজ্ঞদের কেন বসিয়ে রাখা হল, আমার ছেলেদের পাশেই থাকব। প্রশ্ন উঠেছে সেটা নিয়েই। ব্রুজোঁর ব্যাখ্যা, 'ডার্বি মানে শুধুই অভিজ্ঞতা মিলে জিতি। আবার হারলেও তার দায় নয়। সম্প্রতি কে কেমন পারফরমেন্স করেছে সেটাই বিচার্য। প্রতিপক্ষকে বিচার করেই আমরা ৩-৫-২ ছকে যাই। আমার মতে, সেটা কাজেও লেগেছে। ডেভিড খব ভালো খেলেছে। ওর জন্যই বাগানের দুই সেন্টার ব্যাক উপরে উঠতে পারেনি। আমার মতে, পরিকল্পনা সঠিক ছিল।



বিচারে আইএসএলে সপ্তাহের সেরা গোলের জন্য পুরস্কৃত ডেভিড र्लोलशेलानসাঙ্গা। তাঁর হাতে স্মারক তুলে দিলেন অস্কার ব্রুজোঁ।

সমর্থকদেব

ইস্টবেঙ্গলকে নিয়ে আশাবাদী বাইচুং

বাগানের খেলায়

অব্যাহত। তবে এই বড় ম্যাচে সবুজ-মেরুনের খেলায় কিছুটা হলেও হতাশ হোসে রামিরেজ ব্যারেটো। এদিকে ইস্টবেঙ্গল যেভাবে লড়াই করেছে তার প্রশংসাই করছেন প্রাক্তনীরা। অস্কার ব্রুজোঁর দল নিয়ে আশাবাদী বাইচুং ভুটিয়াও।

হোসে রামিরেজ ব্যারেটে মোহনবাগান খুব ভালো ফুটবল খেলতে পারেনি। তবে একজন সবুজ-মেরুন সমর্থক হিসেবে তিন পয়েন্টেই আমি খশি। বড ম্যাচে জয়টাই শেষ কথা। তবে মোহনবাগানকে ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে হবে। আসল কাজটা এখনও বাকি।

বাইচুং ভূটিয়া ইস্টবেঙ্গলের নতুন আমার ধারণা দলটাকৈ আরও কিছটা সময় দেওয়া দরকার। চলতি বছর অনেক ভালো দল হয়েছে। আমি নিশ্চিত ভালো ফল হবেই।

মানস ভট্টাচার্য শুরুতেই গোল তুলে নেওয়ায় মোহনবাগান হয়তো ভেবেছিল সহজেই ব্যবধান বাড়ানো সম্ভব হবে। সেখানে পিছিয়ে পড়ার পরও ইস্টবেঙ্গলের লড়াই অবশ্যই

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, প্রশংসনীয়। দুই দলই গোলের ১২ জানুয়ারি: আইএসএল ডার্বিতে অনেক সুয়োগ তৈরি করেছে। মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের দাপট আপুইয়ার হাতে যে বলটা লাগল ওটা নিশ্চিতভাবে পেনাল্টি হয়। ওখান থেকে গোল হলে ফল অন্যরকম হতেই পারত। গত ডার্বিতেও ন্যায্য পেনাল্টি থেকে বঞ্চিত হয় মোহনবাগান। আসলে সার্বিকভাবেই আইএসএল রেফারিংয়ের মান নেমে গিয়েছে। তবে মেনে নিতে হবে যে গোটা ম্যাচে ইস্টবেঙ্গল গোল লক্ষ্যে কোনও শট রাখতে পারেনি।

> সত্যজিৎ চট্টোপাধ্যায় ডার্বি জেতাটাই কথা। তবে মোহনবাগান আরও ভালো খেলতে পারত। ইস্টবেঙ্গল আক্রমণভাগে কোনও বৈচিত্র্য ছিল না। কিছ সিদ্ধান্ত বাদ দিলে রেফারিং খুব খারাপ নয়। তবে ভিএআর থাকলে অনেক সিদ্ধান্তই স্পষ্ট হয়ে যেত। দিনের শেষে রেফারিরাও মানুষ। ভুলভ্রান্তি হতেই পারে।

ইস্টবেঙ্গল খুব খারাপ খেলেনি। রেফারিং নিয়ে বিতর্ক রয়েছে ঠিকই। তবে শুধু তো ইস্টবেঙ্গল নয়, অধিকাংশ দলই খারাপ রেফারিংয়ের শিকার হচ্ছে। ইস্টবেঙ্গলের রক্ষণভাগও এর দায় এড়াতে তিন পদক নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি,

১২ জানুয়ারি: ভদোদরায় জুনিয়ার ও ইয়ুথ জাতীয় টেবিল টেনিসে তিনটি পদক জিতল শিলিগুড়ির পুনিত বিশ্বাস। প্রতিযোগিতায় অনুধর্ব-১৭ ছেলেদের সিঙ্গলসে ফাইনালে পুনিত ১-৪ গেমে তামিলনাড়র পিবি অনিরুদ্ধর বিরুদ্ধে হেরেছে। এর আগে সেমিফাইনালে পুনিত ৩-০ গেমে অসমের প্রিয়ানুজ ভট্টাচার্যকে হারিয়েছিল। টিম ইভেন্টে অনুর্ধ্ব-১৯ বিভাগে পুনিত, অঙ্কুর ভট্টাচার্য, শঙ্খদীপ দাস, ঐশিক ঘোষ সমৃদ্ধ বাংলা দল চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। ফাইনালে তারা ৩-০ ব্যবধানে তামিলনাড়কে হারিয়েছে। সেখানে



ট্রফি ও পদক নিয়ে পুনিত বিশ্বাস।

পুনিত ৩-২ গেমে অনিরুদ্ধর বিরুদ্ধে জয় পায়। এর আগে সেমিফাইনালে বাংলা ৩-১ ব্যবধানে অসমকে হারিয়েছিল। অনুধর্ব-১৯ ছেলেদের ডাবলসে রানার্সের ট্রফি নিয়ে সম্ভষ্ট থাকতে হয় পুনিতকে। ফাইনালে পনিত-ঐশিক ১-৩ গেমে সতীর্থ অঙ্কর-শঙ্খদীপের বিরুদ্ধে হেরেছে। তবে পুনিতের সাফল্যে উচ্ছ্বসিত তার কোঁচ শুভজিৎ সাহা। গত চার বছর ধরে শুভজিতের কাছে পুনিত অনুশীলন করছে। ১৯ জানুয়ারি সুরাটে শুরু হতে চলা সিনিয়ার ন্যাশনাল প্রতিযোগিতায় বাংলা দলের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করবে পুনিত। সেখানেও সে সিঙ্গলস, ডাবলস ও টিম ইভেন্টে নামবে। সিনিয়ার ন্যাশনালেরও পুনিতের সাফল্যের ব্যাপারে আশাবাদী শুভজিৎ।



রাজকোট, ১২ জানুয়ারি : এক ম্যাচ বাকি থাকতে আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের ওডিআই সিরিজ জিতে নিল ভারতীয় মহিলা দল। প্রতীকা রাওয়ালকে (৬১ বলে ৬৭) নিয়ে অধিনায়ক স্মৃতি মান্ধানা (৫৪ বলে ৭৩) ওপেনিং জুটিতে ১৯ ওভারে ১৫৬ রান তুলে ভারতের বড় রানের ভিত গড়ে দেন। যার ওপর দাঁড়িয়ে আইরিশ বোলারদের ওপর রীতিমতো তাণ্ডব চালান জেমিমা রডরিগজ (৯১ বলে ১০২) ও হার্লিন দেওল (৮১ বলে ৮৯)। ভারত ৫ উইকেটে তোলে ৩৭০ রান। যা মহিলাদের ওডিআইয়ে ভারতীয় দলের সবাধিক রান। আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধেই ভারত ২০১৭ সালে ৩৫৮/২ স্কোর খাঁড়া করেছিল। গত বছর ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ভদোদরাতে ভারত থেমেছিল ৫ উইকেটে ৩৫৮ নিয়ে। সেই রেকর্ড এদিন পেরিয়ে যায় স্মৃতির দল। রানের বন্যার মধ্যেও শেষদিকে ব্যাটিংয়ে নেমে ৫ বলে ১০ রান নিয়ে রিচা ঘোষ আউট হয়ে যান। কোনও সময়েই বিশাল রান তাড়ার জায়গায় ছিল না আয়ারল্যান্ড। উইকেটকিপার ক্রিস্টিনা কোল্টার রিইলি ৮০ রান করলেও উলটোদিক থেকে কেউই তাঁকে সংগত করতে পারেননি। ৭ উইকেটে তারা ২৫৪ রানে আটকে যায়। দীপ্তি শর্মা ৩৭ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট। জোড়া শিকার রয়েছে প্রিয়া মিশ্রের ঝুলিতে।

চ্যাম্পিয়নের মেজাজে শুরু সাবালেঙ্কার

মেলবোর্ন, ১২ জানয়ারি প্রত্যাশিতভাবে ওপেনে অভিযা• শুরু করলেন ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন আরিয়ানা সাবালেঙ্কা। তবে টুর্নামেন্টে ভারতের একমাত্র প্রতিনিধি সমিত নাগাল শুরুতেই ছিটকে গেলেন। রবিবার মেলবোর্ন পার্কে প্রথম রাউন্ডের ম্যাচে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্লোয়ানে স্টিফেন্সকে স্ট্রেট সেটে উড়িয়ে দিলেন সাবালেক্ষা। ম্যাচের ফল ৬-৩, ৬-২। যদিও এদিন নিজের খেলায় খুশি হতে পারেননি অস্ট্রেলিয়ান ওপোনের গতবারের চ্যাম্পিয়ন। ম্যাচের পর বলেছেন, 'আজ আমি সেরাটা দিতে পারিনি। তবুও ম্যাচটা যে দুই সেটে জিততে পেরেছি এটা একটা স্বস্তির জায়গা।' এদিকে, মহিলাদের সিঙ্গলসে গতবারের রানার্স ঝেং কুইনওয়েন সহজ জয় দিয়ে অভিযান শুরু করেছেন। আনকা তাডোনিকে তিনি হারান ৭-৬ (৩), ৬-১ গেমে।

অস্ট্রেলিয়ান ওপেন দ্বিতীয় রাউন্ডের ছাডপত্র আদায় করে নিয়েছেন আলেকজান্ডার ভেরেভও। এটিপি র্যাংকিংয়ের ১০৩-এ থাকা লুকাস পউলেকে ৬-৪, ৬-৪, ৬-৪ ফলৈ হারান তিনি। ক্যাসপার রুড ৫-৭ ফলে।



প্রথম রাউভেই বিদায় নিলেন সুমিত নাগাল। মেলবোর্নে রবিবার।

প্রথম রাউন্ডে হারিয়েছেন জাওমে মনারকে। রোলারকোস্টার পাঁচ সেটে ম্যাচের নিষ্পত্তি হয়। রুডের পক্ষে ফল ৬-৩, ১-৬, ৭-৫, ২-৬, ৬-১। ভারতের সুমিত নাগাল প্রথম রাউন্ডেই হেরে গিয়েছেন চেক প্রজাতন্ত্রের টমাস মাচাকের কাছে। সুমিত হেরে গিয়েছেন ৩-৬, ১-৬ ও

শ্রীসংঘের ক্রিকেট ক্যাম্প শুরু

রাজগঞ্জ, ১২ জানুয়ারি শ্রীসংঘ ক্লাবের পরিচালনায় ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্প রবিবার শুরু হল। আপাতত শ্রীসংঘের মাঠে ২০ জনকে নিয়ে এই ক্যাম্প শুরু হয়েছে। সপ্তাহে সাতদিন ক্রিকেটাররা প্রশিক্ষণের সুযোগ পাবেন। ক্যাম্পের উদ্বোধন করেন রাজগঞ্জের বিধায়ক খগেশ্বর রায়, জেলা পরিষদের বিদ্যুৎ কর্মাধ্যক্ষ রণবীর মজুমদার, তৃণমূলের রাজগঞ্জ ব্লক কমিটির সভাপতি অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির

দার্জিলিং-এর এক বাসিন্দা

🔰 বিজয়ী হলেন

মহম্মদ

16.10.2024 তারিখের ভ্র-তে ডিয়ার

সাপ্তাহিক লটারির 57G 68993

নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি

টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায়

অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির

নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার

দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন,

"আমার কোটিপতি হওয়া স্বপ্ন ছিল

বহুকালের কিন্তু বাস্তবায়িত করার পথ খুঁজে পাচ্ছিলাম না। ওই জাদুকাঠি ছিল ভিয়ার লটারির কাছে যা আমাকে

কোটিপতি বানিয়েছে। এটা সম্ভবপর হয়েছে ডিয়ার লটারির স্বল্প পরিমাণ

মূল্যের টিকিটের বিনিময়ে।" ভিয়ার

লটারির প্রতিটি ভ্র সরাসরি দেখানো হয়,

তাই এর সততা প্রমাণিত।

*विकशीत

দার্জিলিং-এর একজন থেকে সংগৃহীত।



ওয়াংখেড়ের ৫০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানে সুনীল গাভাসকার ও বিনোদ কাম্বলি।

এফএ কাপে জয় ম্যাঞ্চেস্টারের

অপরাজিত। তার মধ্যে দুইটি জয়। শনিবার রাতে এফএ কাপ তৃতীয় রাউন্ডের ম্যাচে ইংল্যান্ডের চতুর্থ সারির ক্লাব সলফোর্ড সিটিকে নাস্তানাবুদ করে ৮-০ গোলে জিতল ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। ম্যাচে প্রথম একাদশে দশটি পরিবর্তন করেন পেপ গুয়ার্দিওলা। ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেড ম্যাচে খেলা ফুটবলারদের মধ্যে শুধু নাথান অ্যাকে ছিলেন। গোটা ম্যাচে প্রতিপক্ষের গোল লক্ষ্য করে ২০টি শট নেয় সিটিজেনরা। তার মধ্যে লক্ষ্যে ছিল ১০টি। আর গোল হল ৮টি।৮ মিনিটে জেরেমি ডোকু প্রথম গোলমুখ খোলেন। এরপর গোলের বন্যায় ভেসে গেল সলফোর্ড। ডোকু আরও একটি গোল করেন ৬৯ মিনিটে পেনাল্টি থেকে। স্পটকিক থেকে আরও একটি গোল করেন জ্যাক গ্রিয়েলিশ। হ্যাটট্রিক করলেন জেমস ম্যাকাটি। এছাড়া একটি করে গোল ডিভিন মুবামা এবং নিকো ও'রেইলির। ম্যাচের সেরা ম্যাকাটি।

রবিবার আর্সেনালের বিরুদ্ধে তৃতীয় রাউন্ডে টাইব্রেকারে ৫-৩ গোলে জয় পেল ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। নিধারিত সময়ে ছিল ১-১। ৫২ মিনিটে ইউনাইটেডকে এগিয়ে দেন ব্রুনো ফার্নান্ডেজ। সমতা ফেরান গ্যাব্রিয়েল মাগালহায়েস। ৬১ মিনিটে ইউনাইটেডের দিয়েগো ডালোট লাল কার্ড দেখেন।

সেরা সুপার কিংস গয়েরকাটা, ১২ জানুয়ারি : প্ল্যাটিনাম

জুবিলি উপলক্ষ্যে গয়েরকাটা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তনীদের ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল গয়েরকাটা সুপার কিংস। রবিবার ফাইনালে তারা ৩৭ রানে গুয়েরকাটা রয়্যাল একাদশকে হারিয়েছে। সুপার কিংস প্রথমে ১০ ওভারে ৬ উইকেটে ১৪১ রান তোলে। ৪১ রান করেন জোজো সরকার। জবাবে রয়্যাল ৪ উইকেটে ১০৪ রানে থামে। প্রতিযোগিতার সেরা রয়্যালের অভীক চৌধুরী ৫৪ রান করেন। প্রথম সেফিফাইনালে সুপার কিংস ১৪ রানে এলিট ইগলসের বিরুদ্ধে জয় পায়। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে রয়্যাল ৭৭ রানে তেলিপাড়া প্রাক্তন ছাত্রদের হারিয়েছে।



ট্রফি নিয়ে গয়েরকাটা সুপার কিংসের িক্রিকেটাররা। ছবি : জিফু চক্রবর্তী



পারে না।

চ্যাম্পিয়ন ট্রফি নিচ্ছে রায়কতপাড়া ইয়ং অ্যাসোসিয়েশন।

অ্যাথলেটিক্সে চ্যাম্পিয়ন রায়কতপাড়া ইয়ং

জলপাইগুড়ি, ১২ জানুয়ারি : জেলা ক্রীড়া সংস্থার আন্তঃক্লাব অ্যাথলৈটিক্স মিটে চ্যাম্পিয়ন হল রায়কতপাড়া ইয়ং অ্যাসোসিয়েশন। তারা ৩৯০ পয়েন্ট পেয়েছে। রানার্স মালবাজার কোচিং সেন্টার। তাদের পয়েন্ট ১১৬। দশটির মধ্যে ৭টি গ্রুপে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে রায়কতপাড়া। ৩টিতে চ্যাম্পিয়ন পুরাতন মসজিদ ক্লাব। ছবি : জ্যোতি সরকার

